ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৮ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 28 June 2022 ■ আগরতলা ২৮ জুন, ২০২২ ইং ■ ১৩ আষাঢ় ১৪২৯ বঙ্গাব্দ, মঙ্গলবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

সোমবার রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের জন্য মনোনয়ন পত্র জমা দিলেন বিরোধীদের রাষ্ট্রপতি পদপ্রার্থী যশবন্ত সিনহা

১৭ বিরোধী দলের প্রতিনিধিদের নিয়ে মনোনয়নপত্র পেশ করলেন রাষ্ট্রপতি পদপ্রার্থী যশবন্ত সিনহা

নয়াদিল্লি, ২৭ জুন (হি.স.)।। রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের জন্য মনোনয়ন পত্র জমা দিলেন বিরোধীদের রাষ্ট্রপতি পদপ্রার্থী যশবন্ত সিনহা। সোমবার দুপুরে সংসদ ভবনে বিরোধী নেতৃত্বের উপস্থিতিতিতে মনোনয়ন পত্র পেশ করেছেন যশবন্ত সিনহা। এদিন সকালে নয়ডার বাসভবন থেকে সংসদ ভবনের উদ্দেশে রওনা হন যশবন্ত সিনহা।

সংসদ ভবনে এসে পৌঁছন কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী, মল্লিকার্জুন খাড়গে, এনসিপি প্রধান শরদ পওয়ার, ন্যাশনাল কনফারেন্সের ফারুক আব্দুল্লাহ, সিপিআই (এম)-এর সীতারাম ইয়েচুরি, সমাজবাদী পার্টির প্রধান অখিলেশ যাদব, তৃণমূল কংগ্রেসের অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়, সৌগত রায় প্রমুখ। তাঁদের উপস্থিতিতেই রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের জন্য মনোনয়ন পত্র জমা দিয়েছেন বিরোধীদের রাষ্ট্রপতি পদপ্রার্থী যশবন্ত সিনহা। মোট ১৭ বিরোধী রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিরা এদিন যশবন্তের মনোনয়ন জমা দেওয়ার সময় উপস্থিত ছিলেন।

এদিকে, রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে বিরোধী শিবিরের প্রার্থী যশবন্ত সিনহাকে সমর্থন জানাল কে চন্দ্রশেখর রাওয়ের তেলেঙ্গানা রাষ্ট্র সমিতি (টিআরএস)। যশবন্তের মনোনয়ন-পর্বে উপস্থিত ছিলেন তেলঙ্গানার মন্ত্রী কে টি রামা রাও। উল্লেখ্য, রাষ্ট্রপতি পদপ্রার্থী কাকে করা হবে এ নিয়ে বিরোধীদের বৈঠক ডেকে ছিলেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কিন্তু ওই বৈঠকে কংগ্রেস যোগ দেওয়ায়, তারা থাকবে না বলে জানিয়েছিল টিআরএস। কেসিআর ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

নির্বাচনোত্তর সন্ত্রাস ঃ কংগ্রেসের সাংসদ প্রতিনিধি দলের রাজ্য সফর, মুখ্যমন্ত্রীর কাছে নালিশ

ত্রিপুরায় বামেদের সাথে কংগ্রেসের জোটের সম্ভাবনা উড়িয়ে দেননি অধীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ জুন।। ত্রিপুরায় বামেদের সাথে কংগ্রেসের জোটের সম্ভাবনা উড়িয়ে দেননি লোকসভার বিরোধী দলনেতা অধীর রঞ্জন চৌধুরী। বামেদের সাথে জোট হলে লুকিয়ে নয়, প্রকাশ্যে ঘোষণা দেওয়া হবে। আজ ত্রিপুরা সফরে এসে অকপটে একথা বলেন তিনি।

শাসক দল বিজেপি সবসময় সিপিএম-কংগ্রেসের মধ্যে ছায়া জোট রয়েছে বলে দাবি করে চলেছে। সদ্য সমাপ্ত উপনির্বাচনে সিপিএম-কংগ্রেসের মিতালী আরও স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে বলে শাসক দল অভিযোগ করেছে। কারণ তাঁরা মনে করেন, সিপিএমের ভোটে ৬-আগরতলা বিধানসভা কেন্দ্রে কংগ্রেস জয়ী হয়েছে।

ত্রিপুরায় বামেদের সাথে কংগ্রেসের ছায়াজোটের প্রশ্নে অধীরের জবাব, আমরা কখনো লুকিয়ে কিছুই করিনা। ত্রিপুরায় বামেদের সাথে জোট হলে প্রকাশ্যে ঘোষণা দেওয়া হবে। যেমনটা, পশ্চিমবঙ্গে বামেদের সাথে কংগ্রেসের জোট লুকিয়ে হয়নি।

তিনি এদিন শাসক দলকে নিশানা করে বলেন, আরএসএস, বজরং দল, বিশ্ব হিন্দু পরিষদের সাথে সম্পর্ক বিজেপি প্রকাশ্যে অস্বীকার করে থাকে। অথচ, কার্যক্ষেত্রে তার উল্টোই হচ্ছে। তাঁর কটাক্ষ, কংগ্রেস কখনোই বিজেপির মতো পেছনের দরজা দিয়ে রাজনীতিতে বিশ্বাস রাখে না এবং চাটুকারিতা পছন্দ করে না।

এদিকে, ত্রিপুরায় নির্বাচন পরবর্তী সন্ত্রাসের কারণে পরিস্থিতির হালহকিকত জানতে কংগ্রেসের তিন সাংসদ ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

আগরতলায় সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন কংগ্রেস সাংসদ তথা লোকসভার বিরোধী দলনেতা অধীর চৌধুরী সহ অন্যান্য কংগ্রেস সাংসদরা। ছবি নিজস্ব।

নবনির্বাচিত চার বিধায়কের শপথ আজ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ জুন।। মঙ্গলবার ত্রিপুরা বিধানসভার সদস্য হিসেবে শপথ নেবেন উপনির্বাচনে চার জন বিজয়ী। বিধানসভার অধ্যক্ষ রতন চক্রবর্তী তাঁদের শপথ বাক্য পাঠ করাবেন। বিধানসভার লবিতে ওই শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে।

প্রসঙ্গত, মুখ্যমন্ত্রী ডা: মানিক সাহা, সুদীপ রায় বর্মণ, স্বপ্না দাস এবং মলিনা দেবনাথ উপনির্বাচনে জয়ী হয়েছেন। আগামীকাল তাঁরা বিধায়ক ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

নির্বাচনোত্তর সন্ত্রাস ঃ কচুছড়ায় তিপ্রা মথার রাস্তা অবরোধ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ জুন।। নির্বাচনোত্তর সন্ত্রাসে ক্ষুব্দ তিপ্রা মথার কর্মী সমর্থকরা। রবিবার সুরমা বিধানসভা কেন্দ্রে উপনির্বাচনের ফলাফল ঘোষনার পর বিধায়ক বিষকেতু দেববর্মা ও এমডিসি বিদ্যুৎ দেববর্মাসহ তিপ্রা মথা দলের কর্মীদের উপর হামলার প্রতিবাদে সোমবার কমলপুর মহকুমার কচুছড়া থানার জামথুম বাজারে মরাছড়া-আমবাসা রাস্তা অবরোধ করেন দলীয় কর্মী ও সমর্থকরা। ফলে ওই রাস্তার যান চলাচল বন্ধ হয়ে পড়েছিল।

রবিবার সুরমা বিধানসভার উপনির্বাচনের ফলাফল ঘোষনার পর বিধায়ক বিষকেতু দেববর্মা ও এমডিসি বিদ্যুৎ দেববর্মা সহ তিপ্রা মথার অন্যান্য স্থানীয় নেতৃত্বের উপর হামলা ও গাড়ী ভাঙচুর করার প্রতিবাদে সোমবার সকাল ১১ টা থেকে বেলা ১টা পর্যন্ত জামথুম বাজারে মরাছড়া-আমবাসা রাস্তা অবরোধ করে রাখে তিপ্রা মথা দলের নেতা কর্মীরা। প্রায় ২ ঘন্টার অধিক ওই সড়ক অবরোধের ফলে যান চলাচল বন্ধ হয়ে পড়ে। দুর্ভোগে পড়েন যাত্রীরা।

খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন কচুছড়া থানার ওসি বিদ্যা দেববর্মা সহ বিশাল পুলিশ বাহিনী। তিপ্রা মথা দলের দাবি ছিল দুষ্কৃতকারীদের গ্রেপ্তার করতে হবে। এব্যাপারে কচুছড়া থানার ওসি বিদ্যা দেববর্মা অবরোধকারীদের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার বিষয়ে আশ্বস্থ করলে অবরোধ তুলে নেয় তিপ্রা মথার কর্মীরা।

চারটি দোকান নাশকতার আগুনে ছাই শ্যামলীবাজারে পথ অবরোধে মানিক সরকার

শ্যামলীবাজারে পথ অবরোধ আন্দোলনে সামিল হয়েছেন বিরোধী দলনেতা মানিক সরকারও। ছবি নিজস্ব।

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ জুন।। বামফ্রন্টের পোলিং এজেন্টের দোকান সহ চারটি দোকানে দুষ্কৃতিকারীরা আগুন লাগিয়ে পুড়িয়ে দিয়েছে। রবিবার রাতে ওই ঘটনায় আজ শ্যামলীবাজার এলাকায় অবরোধ করেন সিপিএমের কর্মীরা। ওই চারটি দোকান সম্পূর্ণ পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। ফলে, ক্ষোভের আগুনে জ্বলছে সিপিএমের কর্মীরা। ঘটনা পরিদর্শনে গিয়েছিলেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা বিরোধী দলনেতা মানিক সরকার, বিধায়ক রতন ভৌমিক, সিপিএম রাজ্য সম্পাদক জিতেন্দ্র চৌধুরী সহ দলের একাধিক শীর্ষ নেতৃত্ব।

এদিন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর হস্তক্ষেপে অবরোধ প্রত্যাহার হয়েছে। কারণ, ওই রাস্তা দিয়েই যেতে হয় জিবি হাসপাতালে। সিপিএম রাজ্য সম্পাদক জিতেন্দ্র চৌধুরী উষ্মা প্রকাশ করে বলেন, বিজেপি নগ্ন রাজনীতি শুরু করেছে। বাঁকা পথে নির্বাচনে জয়ী হয়ে এখন সন্ত্রাসের পথ বেছে নিয়েছে।

এদিন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার শ্যামলীবাজারে আগুনে পুড়ে যাওয়া দোকানগুলি পরিদর্শনে গিয়ে দোকান মালিকদের খোঁজ নিয়েছেন। তাঁদের কাছ থেকে সামগ্রিক বিষয় জেনে নেওয়ার চেষ্টা করেছেন তিনি। প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বলেন, উপনির্বাচনে ভোটারদের ভোট দিতে বাধা দেওয়া হয়েছে। ছাপ্পা ভোট দেওয়া হয়েছে। এখন ভোটে জয়ী হওয়ার পর ভোটারদের বাড়িতে হামলা হচ্ছে। তিনি জানতে চেয়েছেন, সরকার কোথায় রয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী স্বয়ং ছাপ্পা ভোটে জয়ী হয়েছেন।এদিকে, সিপিএম রাজ্য সম্পাদক জিতেন্দ্র চৌধুরী নির্বাচন পরবর্তী ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

অগ্নিপথ প্রকল্প নিয়ে আগরতলায় কংগ্রেসের সত্যাগ্রহ আন্দোলন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ জুন।। কেন্দ্রীয় সরকারের অগ্নিপথ প্রকল্পের বিরোধীতায় আন্দোলনে নেমেছে ত্রিপুরা প্রদেশ কংগ্রেস। সারা দেশব্যাপী অগ্নিপথ প্রকল্পের বিরুদ্ধে সত্যাগ্রহ আন্দোলনে প্রদেশ কংগ্রেসও সামিল হয়েছে। সোমবার ত্রিপুরা প্রদেশ কংগ্রেস ভবনের সামনে টাউন বড়দোয়ালী কেন্দ্রের ব্লক কংগ্রেসের উদ্যোগে এই আন্দোলন শুরু হয়েছে।

এদিন সকাল ১০ টা থেকে দুপুর একটা পর্যন্ত এই আন্দোলন চলেছে। বিজেপি পরিচালিত কেন্দ্রীয় সরকার এই প্রকল্প বাতিল না করা পর্যন্ত দেশব্যাপী সত্যাগ্রহ জারি থাকবে, জানালেন প্রদেশ কংগ্রেস নেতৃত্ব।

আজ ত্রিপুরা প্রদেশ মহিলা কংগ্রেসের প্রভারী পূজা চৌধুরী বলেন, অগ্নিপথ প্রকল্পের মাধ্যমেই দেশের ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাম্পুইয়ে বিদ্যুৎস্পৃষ্টে তিন শ্রমিকের মর্মান্তিক মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিনিধি, কাঞ্চনপুর, ২৭ জুন।। বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে তিনজনের মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে। ঘটনাটি ঘটেছে সোমবার সন্ধ্যারাতে জম্পুইয়ে ।পুলিশ জানায়, একটি গাছের লগ-বোঝাই ট্রাক টাংসাং থেকে সবুয়াল যাওয়ার পথে শ্রমিকদের নিয়ে যাচ্ছিল যারা ট্রাকের ছাদে বসেছিল। ট্রাকটি একটি বিদুতের খুঁটির সাথে ধাক্কা দেয়। মুহুর্তের মধ্যে ওই ট্রাকের ছাদে বসা তিনজন বিদ্যুতের তারের সংস্পর্শে চলে যায়। ঘটনাস্থলেই তাদের মৃত্যু হয়েছে। তবে তাদের পরিচয় পাওয়া যায়নি।

এদিকে, স্থানীয় লোকজন জানিয়েছেন যে ত্রিপুরা বিদ্যুৎ নিগমের অবহেলার কারণে এই তিন ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে। জাম্পুইয়ের জনগণ জানিয়েছেন, বিদ্যুতের বহু তার ঝুলে বিপজ্জনক অবস্থায় রয়েছে। যেকোন সময় বড় ধরনের ঘটনা ঘটতে পারে। এই আশঙ্কা বাস্তব রূপ পেল সোমবার সন্ধ্যারানেত। এই বিষয় নিয়ে বিদ্যুৎ নিগমের স্থানীয় অফিসে বহুবার অভিযোগ জানানো হয়েছে। কিন্তু, নিগমের তরফ থেকে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি। তাতে করে জনমনে তীব্র ক্ষোভ বিরাজ করছে। এদিকে মৃতদেহ স্থানীয় হাসপাতালের মর্গে রাখা হয়েছে। আগামীকাল নিকটাত্মীয়দের হাতে তুলে দেয়া হবে।

নেশা মুক্তি কেন্দ্রে যুবককে পিটিয়ে হত্যার অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ জুন।। ফের নেশা মুক্তি কেন্দ্রের বিরুদ্ধে এক যুবককে পিটিয়ে খুন করার অভিযোগ। মৃত যুবকের নাম প্রশান্ত মালাকার। বয়স ২৬ বছর। সোমবার বিকেল নাগাদ হাপানিয়া হাসপাতালে মৃত্যু হয়েছে তার।

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, প্রশান্ত মালাকার নেশায় আসক্ত হয়ে যাওয়ায় পরিবারের লোকজন তাকে ডুকলি নিউ জীবন জ্যোতি নেশামুক্তি কেন্দ্রে পাঠায়। তার বাবার বক্তব্য অনুযায়ী, একমাস পর তিনি গত ৭ তারিখ তাকে দেখতে গেলে দেখেন তার ছেলে অনেকটাই সুস্থ হয়ে উঠেছে। তাকে বাড়ি নিয়ে আসবেন বলেও কথা হয়েছিল তাদের। এরপর থেকেই নাকি তার উপর প্রচন্ড মারধর শুরু করা হয়। তার বাবার দাবি তাকে মারতে মারতে একটি পা প্রায় নিস্তেজ করে ফেলে। এদিকে গত শনিবার তাকে প্রচন্ড মারধরের পর আহত অবস্থায় হাপনিয়া হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়। সোমবার বিকেলে তার মৃত্যু ঘটেছে হাসপাতালেই। এদিকে প্রশান্ত মালাকারের পরিবারের পক্ষ ঘটনার সুষ্ঠু তদন্তের দাবি উঠেছে। ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

উপনির্বাচনে বিজেপির জয় মহামিছিলে ভাসল আগরতলা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ জুন।। ত্রিপুরায় উপনির্বাচনে বিজেপির বিপুল জয়ে আজ মহামিছিলে ভাসল রাজধানী আগরতলা। জয়োল্লাসে মত্ত দলের কর্মী-সমর্থকদের নিয়ে মিছিলে তিন বিজয়ী বিধায়কও অংশ নিয়েছেন। মুখ্যমন্ত্রী ডা: মানিক সাহা বলেন, চারটি আসনেই জয় নিশ্চিত ছিল। কিন্তু, সিপিএম ও কংগ্রেসের মিতালীর কারণে একটি আসনে বিজেপি পরাজিত হয়েছে।

এদিন প্রদেশ বিজেপি প্রধান কার্যালয় থেকে সুবিশাল মিছিল শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করেছে। এই মিছিলে মুখ্যমন্ত্রী ডা: মানিক সাহা ছাড়াও ছিলেন বিজেপির দুই জয়ী প্রার্থী স্বপ্না দাস পাল ও মলিনা দেবনাথ। সাথে ছিলেন বিজিত প্রার্থী ডা: অশোক সিনহাও।

মুখ্যমন্ত্রী ডা: মানিক সাহা বলেন, সমস্ত বিজেপি কার্যকর্তা আনন্দে মেতে উঠেছেন। উপনির্বাচনে বিপুল ভোটে জয় কর্মীদের মনোবল বাড়িয়ে দিয়েছে। তিনি বলেন, চারটি আসনেই জয় নিশ্চিত ছিল। কিন্তু, কংগ্রেস ও সিপিএমের মধ্যে মিতালীর জন্য একটি আসনে বিজেপির জয় সম্ভব হয়নি।

তাঁর দাবি, বিজেপি কার্যকর্তারা আজ জয়োল্লাসে মেতে উঠেছেন। সকলেই মহামিছিলে অংশ নিয়েছেন। উপনির্বাচনে জয়ী বিজেপি প্রার্থীরাও আজ এই মহামিছিলে অংশ নিয়েছেন।

বিজেপি প্রদেশ সাধারণ সম্পাদিকা পাপিয়া দত্ত বলেন, উপনির্বাচনে জয়ে ভীষণ আনন্দিত এবং আপ্লুত। তাঁর কথায়, ত্রিপুরায় উন্নয়নের যে গতি দেখতে পাচ্ছি, বিজেপির ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

সোমবার আগরতলায় বিজেপির বিজয় মিছিলে উপনির্বাচনে জয়ী তিন প্রার্থী সহ অন্যান্যরা। ছবি নিজস্ব।

বিজয় মিছিলে আতশবাজি পুড়াতে গিয়ে গুরুতর আহত যুব মোর্চার কর্মী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ জুন।। বিজেপি যুব মোর্চার উদ্যোগে বিজয় মিছিলে আতশবাজি পুড়াতে গিয়ে গুরুতর আহত হয়েছেন সংগঠনের কর্মী রামনগরের বাসিন্দা কথামৃত ঘোষ। আতশবাজি ফেঁটে তাঁর চোখে এবং মুখে আঘাত লেগেছে। সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে জি বি হাসপাতালে নেওয়া হয়েছিল। কিন্তু তাঁর অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় উন্নত চিকিৎসার জন্য তাঁকে কলকাতা স্থানান্তর করা হয়েছে। তাঁর ডান চোখে মারাত্মক আঘাত লেগেছে বলে জানা গেছে।

উপনির্বাচনে চারটি আসনের মধ্যে তিনটি আসনে বিজেপি জয়ী হয়েছে। তাই, বিজেপি যুব মোর্চা মহা মিছিলের আয়োজন করেছে। ওই মিছিলে বিজয়ী প্রার্থীরা অংশ নিয়েছেন। মিছিলটি পোস্ট অফিস চৌমুহনী অতিক্রম করার সময় যুব ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

আমবাসায় মহিলা ও সুভাষনগরে এক ব্যক্তির মৃত্যু রেলে কাটা পড়ে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ জুন।। ত্রিপুরায় আবারো রেলে কাটা পড়ে মৃত্যু এক মহিলার। ঘটনাটি ঘটেছে সোমবার সকালে ধলাই জেলায় লংতরাইভ্যালী মহকুমায় ময়নামা এলাকায়। মৃত মহিলার নাম মালি দেববর্মা।

এদিন স্থানীয় এলাকাবাসী রেললাইনের ওপর মৃতদেহটি পড়ে থাকতে দেখে খবর দেয় রেল পুলিশে। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে ছুটে আসে। খবর শুনে ঘটনাস্থলে ছুটে এসেছেন মহিলার পরিবারের সদস্যরাও। রেললাইনে ক্ষতবিক্ষত দেহ দেখে কান্নায় ভেঙে পড়েছেন প্রত্যেকে।পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য নিয়ে গেছে। এদিকে কিভাবে এই মৃত্যু হয়েছে, সে সম্পর্কে স্পষ্ট কিছুই জানা যায়নি। আত্মহত্যা নাকি দুর্ঘটনা, ধোঁয়াশায় রয়েছেন সাধারণ মানুষের সাথে পুলিশও। ওই ঘটনায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে মৃতার পরিবার-পরিজনদের মধ্যে। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

এদিকে, সোমবার সকালে শ্রীনগর থানা এলাকার সুভাষ কলোনিতে রেলে কাটা পড়ে এক ব্যক্তির মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে। মৃত ব্যক্তির নাম কিরণ রায়। রেলপথ পারাপারের সময় রেলে কাটা পড়ে ওই ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে বলে জানা গেছে। স্থানীয় লোকজন রেল পথের পাশে মৃতদেহ পড়ে থাকতে দেখে পরিবারের লোকজনদের খবর দেন। খবর দেওয়া হয় শ্রীনগর থানার পুলিশকে। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে ছুটে এসে মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য জিবি হাসপাতাল মর্গে পাঠায়। রেলে কাটা পড়ে কিরণ রায় নামে এক ব্যক্তির মৃত্যুতে এলাকায় শোকের ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৬৮ ▫ সংখ্যা২৬৯ ▫ ২৮ জুন ২০২২ ইং ▫১৩ আষাঢ় ▫ মঙ্গলবার ▫ ১৪২৯ বঙ্গাব্দ

মুদ্রাস্ফীতি ও শেয়ার বাজারে ধস অর্থনৈতিক বিশৃঙ্খলার অন্যতম কারণ

এই মুহূর্তে ঘটে চলা অর্থনৈতিক বিশৃঙ্খলার শিকড় কোথায়? বিশ্ব অর্থনীতিতে এক সঙ্কট ঘনীভূত। যাহা কার্যত এক বিশৃঙ্খলা। এর শিকড় ঠিক কোথায়? আর কত দূর পর্যন্তই বা সেগুলি প্রসারিত?২০২২-এর শুরু থেকেই অর্থনৈতিক দিগন্তে দুর্যোগের আলো কমিয়া আসিয়া মেঘ জমিতে শুরু করিয়াছে। কারণ, স্বল্পমেয়াদি উন্নতির সম্ভাবনা কমিয়া আসিয়াছে, জ্বালানি ও অন্যান্য শক্তির দাম বাড়িয়াছে, বাণিজ্য-সাম্য নেতিবাচকতার দিকে ঢলিয়াছে, ফিসক্যাল ব্যালান্স উচ্ছন্নে গিয়াছে, ভারতীয় টাকার মূল্যমান কমিয়াছে, সংস্থাগুলি আগের থেকে বেশি মাত্রায় সাবধানী হইয়া পড়িয়াছে, বাজার এক রকমের শঙ্কিত অবস্থায় বিরাজ করিতেছে, ভোক্তারা মূল্যবৃদ্ধির আঁচ খুব ভাল করিয়াই অনুভব করিতেছেন।এই সমস্ত কিছুরই সম্ভাব্য কারণ রহিয়াছে। তাহার মধ্যে কিছু কারণের শিকড় বিশ্ব অর্থনীতির মধ্যে প্রোথিত। কিন্তু এই সঙ্কটের কারণ শুধু মাত্র সেখানে খুঁজিতে যাওয়া বৃথা। এর কারণ অনুসন্ধান করিতে হইলে দীর্ঘমেয়াদি প্রবণতাগুলির দিকে তাকাইতে হইবে।কোনও ব্যবস্থার মধ্যে বিশৃঙ্খলা দিয়া কিন্তু সর্বদা অর্থনৈতিক প্রবণতাসমূহকে বোঝা যায় না। তবে এর দ্বারা সাম্প্রতিক বিশৃঙ্খলার বিবরণ এবং খামখেয়ালি চরিত্রকে বোঝা যায়। যদিও সেই বিশ্লেষণে ঘটনাক্রমের দীর্ঘমেয়াদি চরিত্রকে খাপ খাওয়ানো সম্ভব নয়। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে 'এনট্রপি' বৃদ্ধি পাইতেছে বলিয়া যদি বোধ হয়, যেখানে অর্থনৈতিক প্রবণতাগুলি চক্রাকারে আবর্তিত হয়। কিন্তু সেই চক্র দীর্ঘ সময় ধরিয়া চলিলে যে পার্থক্য হয়, তাহা কিন্তু বস্তুতান্ত্রিক নয়।বিবর্ধিত অর্থনৈতিক বিশৃঙ্খলার মধ্যে যে জটিল বিন্যাস বিরাজ করে, তাহার ভিতর নিহিত থাকে বিবিধ বিষয়। এই বিষয়গুলির মধ্যে প্রথমেই যেটি নজরে আসে, সেটি হল দুর্বল স্কন্ধে ভুবনায়নের গুরুভার চাপাইয়া দেওয়া। এই কাণ্ডটি বিশ্বে ধনী-গরিব দেশ নির্বিশেষে ঘটিতে দেখা যায়। এর সঙ্গেই থাকে জাতীয় ও বিশ্ব-স্তরে সেই সব ধনাঢ্যের জন্ম, যাঁহাদের সম্পদের পরিমাণের আঁচটুকু পর্যন্ত আগে থেকে পাওয়া সম্ভব হয়নি। দ্বিতীয়ত, আকস্মিক ভাবে লব্ধ সম্পদের এই নাটকীয় প্রকাশ 'ফিনানশিয়াল ক্যাপিটালিজম' এর আদর্শগত বিজয়কে সূচিত করে। তাহার অনুবর্তী হইয়া আসে 'ভেঞ্চার ক্যাপিটালিজম' এবং তৃতীয় এবং এক সমান্তরাল স্তরে বৃহৎ প্রযুক্তি সংস্থার ক্ষমতায়ন ও প্রভাব বিস্তার দৃশ্যমান হইয়া ওঠে।এই চরিত্রগত পরিবর্তনগুলি, যাহা থেকে অর্থনৈতিক দিক থেকে শক্তিশালী এবং দরিদ্র শ্রমজীবী সমাজের মতো পরস্পর বিপরীত ভাগে বিভাজিত হইয়া যাওয়ার প্রবণতা প্রতীয়মান হইয়া ওঠে, সেগুলি এক চতুর্থ প্রবণতার দ্বারা চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়। সেই প্রবণতাটি হইল বিশ্বের ধনী দেশগুলিতে দরিদ্রতর দেশগুলি থেকে বিপুল সংখ্যক অভিবাসীর বলপূর্বক অনুপ্রবেশ। পঞ্চমত, চিনের উত্থানের ফলে ক্ষমতাবিন্দুর স্থানাঙ্ক পরিবর্তন পূর্বতন শক্তিসাম্যকে ঝাড়িয়া ফেলিয়াছে কিন্তু নতুন কোনও ব্যবস্থার এখনও জন্ম দেয়নি।এ সবের পিছনে রহিয়াছে কোনও অলক্ষিত গবেষণাগারে বসে চালাইয়া যাওয়া মারাত্মক বিপজ্জনক কোনও গবেষণা অথবা পশুপাখির 'ইন্ডাস্ট্রিয়াল' স্তরে পালন তথা উৎপাদন। এ সবের একটি ফল হইল সরবরাহকে নিরবচ্ছিন্ন রাখা এবং অন্যটি পর্যটন ব্যবসার ক্ষতিসাধন। এর ফলে এক দিকে পণ্য পরিবহণ এবং গণপর্যটন বিপর্যস্ত হইয়াছে।পরিশেষে এর সঙ্গে যুক্ত হইয়াছে বিশ্ব উষ্ণায়নের মতো বিষয়, যা এখন আর কোনও বিশেষ শিল্পের দিকে অঙ্গুলিনির্দেশ করে না। বরং সামগ্রিক ক্ষেত্রের দিকেই আঙুল তুলিয়া আকস্মিক বিচ্ছিন্নতার বিরুদ্ধে বলিতে চায়।

পূর্বাবস্থায় অর্থনীতিকে ফিরাইয়া নিয়া যাওয়া নিয়া বিতর্ক এখন আর স্থবিরতায় আটকাইয়া নাই।বিশৃঙ্খলার এই সব বহুবিধ এবং অগণিত উপাদানের কারণে ঘটিত অর্থনৈতিক ফলাফলগুলিকে সর্বদা বোঝা যায় না। যেমন যায়নি ২০০৮-এর অর্থনৈতিক সঙ্কটের সময়ে। অনিয়িন্ত্রিত ফিনানশিয়াল ক্যাপিটালিজমের সঙ্গে উদগ্র রাজনৈতিক আকাঙ্ক্ষা মিশ্রিত হইয়া আমেরিকায় অর্থনৈতিক ভাবে স্থবির আয়ের গোষ্ঠীগুলিকে আবাসনের বন্দোবস্ত করিয়া দিতে হয়। সামাজিক সমস্যার এই 'সমাধান' ইতিমধ্যেই সেখানে সরকারি ঋণের পর্বত তৈরি করিয়াছে। যখন কোভিড-১৯ অতিমারি এক চ্যালেঞ্জ হিসেবে দেখা দিল, তখন কিন্তু 'স্বাভাবিকতা'র গণ্ডি লঙ্ঘন করিয়া কোনও অর্থনৈতিক নীতি নির্ধারিত হয়নি। পূর্বাবস্থায় অর্থনীতিকে ফিরাইয়া নিয়া যাওয়া নিয়া বিতর্ক এখন আর স্থবিরতায় আটকাইয়া নাই। বরং তা মন্দায় পর্যবসিত হইয়াছে। এর সঙ্গে যুক্ত হইয়াছে আরও এক বিপজ্জনক মিশ্রণ, তাহা হইল মুদ্রাস্ফীতি এবং শেয়ার বাজারে ধস।

তরুণদের অধিকারের জন্য কংগ্রেসের সত্যাগ্রহ চলবে: রাহুল গান্ধী

নয়াদিল্লি, ২৭ জুন (হি. স.) : দল দেশের যুবদের অধিকারের জন্য লড়াই করতে সত্যাগ্রহ চালিয়ে যাবে। যুবকরা বিচার না পাওয়া পর্যন্ত সত্যাগ্রহ থামবে না বলে জানালেন কংগ্রেসের প্রাক্তন সভাপতি রাহুল গান্ধী।

সোমবার একটি টুইটে রাহুল গান্ধী বলেন, প্রধানমন্ত্রী মোদী তার ''বন্ধুদের'' ''দৌলতবীর'' বানিয়েছেন। আর মাত্র চার বছরের চুক্তিতে যুবকদের ''অগ্নিবীর'' বানিয়েছেন। রাহুল বলেন, আজ সারা দেশে কংগ্রেস দল ''অগ্নিপথ''-এর বিরুদ্ধে যুবদের স্বার্থে সত্যাগ্রহ করছে। এই সত্যাগ্রহ থামবে না যতক্ষণ না যুবকরা বিচার পাবে।

প্রসঙ্গত, কেন্দ্রীয় সরকার সেনাবাহিনীতে যুবকদের চার বছরের চাকরি দেওয়ার জন্য অগ্নিপথ প্রকল্প ঘোষণা করেছে। এই পরিকল্পনাকে যুব ও সেনাবাহিনী বিরোধী বলে আখ্যায়িত করে দেশজুড়ে বিক্ষোভ করছে কংগ্রেস। অতীতে, কংগ্রেসের সিনিয়র নেতারা দিল্লির যন্তর মন্তরে এই পরিকল্পনার প্রতিবাদে সত্যাগ্রহ করেছিলেন।

বয়স্ক মহিলাদের আশ্রয়হীন করে দেওয়া সামাজিক কলঙ্ক: রাষ্ট্রপতি কোবিন্দ

নয়াদিল্লি, ২৭ জুন (হি. স.) : বৃদ্ধ মহিলাদের আশ্রয়হীন করে দেওয়া একটি সামাজিক কলঙ্ক এবং দেশের সংস্কৃতির উপর একটি দাগ এবং যত তাড়াতাড়ি এটি নির্মূল করা যায় ততই ভাল বলে মনে করেন রাষ্ট্রপতি রাম নাথ কোবিন্দ।

সোমবার কোবিন্দ উত্তর প্রদেশের বৃন্দাবনে এক দিনের সফরে আসেন। এদিন তিনি বয়স্ক মহিলাদের জন্য একটি আশ্রয়কেন্দ্র কৃষ্ণ কুটির পরিদর্শন করেন এবং সেখানে বসবাসকারী বয়স্ক মহিলাদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন।অনুষ্ঠানে রাষ্ট্রপতি তাঁর ভাষণে বৃন্দাবন সম্পর্কিত প্রেম ও আত্মত্যাগের কাহিনী উল্লেখ করে বলেন, এর পাশাপাশি শত শত বছর ধরে প্রচলিত এসব সামাজিক বিকৃতিকে উপেক্ষা করা যায় না। তিনি বলেন, "এমন অনেক উদাহরণ রয়েছে যখন মহিলারা বৃন্দাবনে তাদের নিজের ছেলে বা পরিবারের সদস্যদের দ্বারা নিঃসঙ্গ ও আশ্রয়হীন হয়ে পড়েছিল এবং তাদের অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতে ফিরে আসেনি। এই সামাজিক কুফল দেশের সংস্কৃতিতে কলঙ্ক। যত তাড়াতাড়ি এই কলঙ্ক মুছে ফেলা যায়, ততই ভালো।'

তিনি বলেন, "আমি মনে করি, সমাজে ''কৃষ্ণ কুটির'' ধরনের আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণের প্রয়োজন হবে না। প্রচেষ্টা এমন হওয়া উচিত যে পুনর্বিবাহ, অর্থনৈতিক স্বাধীনতা, পারিবারিক সম্পত্তিতে অংশীদারিত্ব, নিসঙ্গ মহিলাদের সামাজিক ও নৈতিক অধিকার রক্ষার মত ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত।"

ধর্মীয় রাষ্ট্রের দাবিদারদের রাজনীতি বিবেকানন্দকে জানে না

নরেন্দ্রনাথ কুলে

হরিদ্বারে সম্প্রতি এক ধর্মীয় সভায় হিন্দু রাষ্ট্রের দাবিতে অস্ত্র হাতে তুলে
ওয়ার কথা ঘোষণা হয়েছে। সেই সভায় উপস্থিত ধর্মপ্রাণা মানুষেরা কেউ স্বামী, কেউ সাহী, কেউ মহারাজ উপাধিতে পরিচিত। এই উপাধিধারী মানুষেরা হিন্দু ধর্মের পরিচয় আর সংস্কৃতিকে তুলে ধরে যেমন, তেমন হিন্দু ধর্মকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার কথা বলে গর্বিত হন। আবার তাঁদের নিয়ে হিন্দু ধর্মাবলম্বী সাধারণ মানুষেরাও গর্ব করেন। কিন্তু সাধারণ মানুষদের সেই গর্বে
থাকে না। তবে এই ধার্মিকগণ অস্ত্র ধরার কথা রাষ্ট্র গড়ার জন্য অস্ত্র ধরতে। এমন সন্ন্যাসী, ধার্মিক মানুষের ধর্মের সাধনা ও সংস্কৃতির উন্নয়নের কথা আর তাঁদের কথায় নেই। তাঁরা আর ঈশ্বর সাধনার মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই। তাই তাঁরা এখন তাঁদের মত করে রাষ্ট্রের দাবি
তুলেছে। আর সেই দাবি না মিটলে তাঁরা অস্তধরার অঙ্গীকার করেছে। ধর্ম ও ঈশ্বর সাধনার মানুষজন অস্ত্র ধরার কথা বলা মানেই সেই কথার মধ্যে অন্য ধর্মের মানুষ বা তাঁদের
মতাবলম্বী নয় এমন মানুষকে খুনের কথাই, বলা হয়। হিন্দুধর্ম সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম বলে যাঁরা গর্ব করেন, তাঁরা কি মানুষকে খুনের কথা বলে।

কিংবা হিন্দু ধর্মে মানুষকে খুনের কথা বলা আছে কিনা তা তাঁরাই জানে। হিন্দু ধর্মের মোক্ষলাভ মানুষকে খুন করে হয় কিনা আজ তা তাঁরাই জানে। তবে হ্যাঁ কাপালিক ও তান্ত্রিক সাধনায় নরবলির প্রয়াসের কথা তদানীন্তন অনেক কাহিনীতে পাওয়া যায়। আবার রামায়ণ ও মহাভারতের যে যুদ্ধ তা ধর্মীয় ভাবাবেগে হলেও তা অন্যায়ের বিরুদ্ধেন্যায়ের যুদ্ধ বলেই নানা বিশ্লেষণে পাওয়া যায়। কিন্তু আজকের এই সন্যাসী ধর্মীয় মানুষজন শুধু হিন্দ রাষ্ট্রের দাবিতে অস্ত্র হাতে তুলে নিতে চাইছেন। তাঁদের এই দাবি একপ্রকার রাজনৈতিক হতে পারে। সন্যাসী ও সাধুর দলের এমন রাজনৈতিক দাবি একপ্রকার জেহাদ ঘোষণার সামিল। আজকে হিন্দু সাধু সনাসীদের ধর্ম প্রসারের এই জেদ শুনে বিবেকানন্দের মত সন্যাসীর একটি কথা বলতে হয়। তিনি বলেছিলেন, ''ভারতকে সামাজিক বা রাজনৈতিক ভাবে প্লাবিত করার আগে প্রথমে আধ্যাত্মিক ভাবে প্লাবিত করা'' আজকের সন্যাসীগণের সেই আধ্যাপকতার প্লাবনে ভাসাতে কি অস্ত্র হাতে তোলার প্রয়োজন হয়ে পড়ল? এ প্রশ্নের উত্তর তাঁরাই জানেন।এই সাধুগণ হিন্দু হিসেবে এমন গর্বিত যে তাঁরা অস্ত্র হাতে তুলে নিয়ে সেই গর্বকে আরো মহিমান্বিত করেন। যদিও বিবেকানন্দের কথা হয়তো তাঁরা জানে না। স্বামীজি বলেছিলেন, ''সমগ্র মানবজাতির কল্যাণের জন্য কাজ করিতে থাকো। তোমরা যে নিজদিগকে ক্ষুদ্র গন্ডির মধ্যে আবদ্ধ রাখিয়া খাঁটি হিন্দু বলিয়া পরিচয় দিতে গর্ব অনুভব করিয়া থাকে, উহা ছাড়িয়া দাও। না, এই সাধুগণ হিন্দু বলিয়া গর্ব করিতে ছাড়িতে পারেন না। তাই প্রয়োজনে অস্ত্র ধরতে কুণ্ঠিত
হন না। আর তাঁরা কুণ্ঠিত হবেনই বা কেন। তাঁরা জানেন হিন্দু ধর্মই হল শ্রেষ্ঠ ধর্ম। অথচ বিবেকানন্দ এক আলোচনার জবাবে বলেছিলেন, হিন্দুধর্ম যেমন পৈশাচিক ভাবে গরীব ও পতিতদের গলায় পা দেয়, জগতে আর কোনো ধর্ম এরূপ করে না"। বিবেকানন্দ এমন কথা তখন বলেছেন বলে কি তিনি হিন্দু ছিলেন না। অস্ত্র হাতে তুলে নেওয়ার হুমকিধারী সাধুগণ অবশ্য তা বলতে পারেন। বিবেকানন্দ একজন এমন সন্যাসী যিনি ধর্মীয় ভাবাবেগে বিশ্বের দরবারে ভারতকে চিনিয়েছিলেন, তাঁর থেকে আজকের এই সন্ন্যাসী ও সাধুর দল কি বড় হিন্দু ? তিনি বিনা অস্ত্রে সারা বিশ্ব জয় করেছিলেন। অন্য ধর্মাবলম্বী মানুষদের আঘাতে নয়, ভালবেসে সবার মন জয় করেছিলেন। তিনি সন্যাসী বলেছেন, ধর্মের কথা বলেছেন, রাষ্ট্রের কথা বলেছেন। কিন্তু আজকে এই সাধুর দলের মত ধর্মীয় রাষ্ট্র গড়তে তিনি অস্ত্র ধরতে বলেন নি। তিনি ধর্ম বলতে একজায়গায় বলছেন, ''আমি এমন একটি ধর্ম চাই যাহা আমাদের মধ্যে
আত্মবিশ্বাস ও জাতীয় মর্যাদাবোধ জাগাইবার, দরিদ্র জনসাধারণকে অন্ন ও শিক্ষা দিবার, আমাদের চতুর্পাশের সকল দুঃখ-বেদনাকে দূর করিবার শক্তি আনিয়া দিবে। আবার আর এক জায়গায় বলছেন, "যখনই কোনো ধর্মমত সফল হয়, তখন অবশ্যই বুঝিতে হইবে তাহার
আর্থিক মূল্য আছে। একই ধরণের সহস্র সম্প্রদায় ক্ষমতার জন্য সংগ্রাম করিলেও যে- সম্প্রদায় আর্থিক সমস্যা সমাধান করিতে পারে, তাহাই প্রাধান্য লাভ করিবে। পেটের চিন্তা- অনের চিন্তা মানুষের প্রথম। এ সম্পর্কে তাঁর আর একটি কথা "আগে রুটি তারপর ধর্ম সকলেই জানে। তাহলে আজকে হিন্দু ধর্মের এই সাধু সন্ন্যাসীগণ যার জন্য অস্ত্র ধরতে বলছেন সেখানে তাঁদের ধর্ম দিয়ে আর্থিক সমস্যা সমাধানের পথ সুগম হবে বলেই কি তাঁরা হিন্দ রাষ্ট্র চাইছেন, তা কিন্তু তাঁরা বলে নি। স্বামী বিবেকানন্দ আদর্শ রাষ্ট্র কেমন চেয়েছিলেন তা কিন্তু বলেছেন। তিনি বলেছেন, ''যদি এমন একটি রাষ্ট্র গঠন করিতে সভ্যতা, বৈশ্যের সম্প্রসারণশক্তি এবং শূদ্রের সাম্যদর্শ-এই সবগুলিই ঠিক ঠিক বজায় থাকবে অথচ এদের দোষগুলি থাকবে না, তাহলে তা একটি আদর্শ রাষ্ট্র হবে।" কিন্ত তিনি এমন রাষ্ট্রের সম্ভাবনা সম্পর্কে নিজেই প্রশ্ন তুলেছিলেন। তাহলে বিবেকানন্দের কথা থেকেই বলা যায় আদর্শ রাষ্ট্র মানেই হিন্দু রাষ্ট্র নয়। তাই আজকের সন্ন্যাসীদের হিন্দু রাষ্ট্রের দাবিতে অস্ত্র হাতে তার কোনো আদর্শ আছে বলে তা বলা যায় না।রাষ্ট্রকে হিন্দু ধর্মের সাথে নিবিড় সম্পকে গড়ে তোলার রাজনৈতিক পদক্ষেপ যখন সাধুদের গলায় জেহাদি ভাষায় উঠে আসে তখন ধর্মের সারমর্ম সেই ভাষায় হারিয়ে যাবে তাতে আর আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই আজকে রাষ্ট্র তাঁর নিজের উদ্যোগেই যখন হিন্দু ধর্মের জয়গান গাইছে, তখন রাষ্ট্রের ধর্ম নিয়ে সাধুগণ অস্ত্র হাতে নিলে রাষ্ট্রের কাছে তা কতটা দোয়ের হবে সে সময় বলবে। হরিদ্বারে সাধুগণ ওই ধর্মসভায় হিন্দু রাষ্ট্র তৈরি করার জন্য যেভাবে ঢোক দিল সেখান থেকে আগামী দিনের জন্য পূর্বাভাস কখনো সাকর হতে পারে না। পঁচিশ বছর আগে এ দেশের মাটিতে অযোধ্যায় রাম মন্দির তৈরি করার দাবি তুলে তা বারেবারেই ঘোষণা করা হয়েছিল, "মন্দির ওয়হি বনায়েঙ্গে" আর ১৯৮৯ সালে আজকের শাসক দলের এক সভা থেকে বলা হয়েছিল, "মন্দির ওয়হি পর হোগা।" তারপর মসজিদ ভাঙার ইতিহাস সবার জানা আর এখন মন্দির গড়ার ইতিহাসের সাক্ষী সবাই। কিভাবে রাষীয় পদক্ষেপে সেই ইতিহাস গড়ে উঠছে। আর সেই ইতিহাস ক্রমশ বিস্তার লাভ করছে। আসলে রাষ্ট্র এখন মনে করে এই দেশ হিন্দুদের দেশ, যা হরিদ্বারের ওই সাধুদের হুঙ্কারে যে দাবির কথাই ব্যক্ত হয়েছে। কিন্তু বিবেকানন্দ তখনই তা মানেননি। তিনি বলেছিলেন, পূর্বাকালে হিন্দু" শব্দে সিন্ধুনদের অপরতীরের অধিবাসীগণকে বুঝাইতে। তখন এ শব্দের একটা সার্থকতা ছিল। কিন্তু এখন উহা নির্থক হইয়া তিনি এমন রাষ্ট্রের সম্ভাবনা সম্পর্কে নিজেই প্রশ্ন তুলেছিলেন। তাহলে বিবেকানন্দের কথা থেকেই বলা যায় আদর্শ রাষ্ট্র মানেই হিন্দু রাষ্ট্র নয়। তাই আজকের সন্ন্যাসীদের হিন্দু রাষ্ট্রের বলে তা বলা যায় না। রাষ্ট্রকে হিন্দু ধর্মের সাথে নিবিড় সম্পর্ক গড়ে তোলার রাজনৈতিক পদক্ষেপ যখন সাধুদের গলায় ভেহাদি ভাষায় উঠে আসে তখন ধর্মের সারমর্ম সেই ভাষায় হারিয়ে যাবে তাতে আর আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। আজকে রাষ্ট্র তাঁর নিজের উদ্যোগেই যখন, হিন্দু ধর্মের জয়গান গাইছে, তখন রাষ্ট্রের ধর্ম নিয়ে সাধুগণ অস্ত্র হাতে তুলে নিলে রাষ্ট্রের কাছে তা কতটা দোষের হবে সে সময় বলবে। দাঁড়াইয়াছে। এ শব্দেরদ্ধারা এখন বর্তমান হিন্দু জাতি বা ধর্ম কিছুই বুঝাইতে পারে না, কারণ সিন্ধুনদের পূর্বদিকে এখন নানা ধর্মাবলম্বী নানা জাতীয় লোক বাস করে।" তাহলে এই (দেশ শুধুই হিন্দুদের নয় বলে বিবেকানন্দ সে যুগেই বলে গিয়েছেন। তবু আজকে এই দেশ হিন্দুদের বলে রাজনৈতিক দাবি ধর্মীয় সভা থেকেই অস্ত্রগামী হয়ে উঠছে। যার আগামী সংকেত মসৃণ হতে পারে না। এ সম্পর্কে নেতাজী একসময় সাবধান করে দিয়েছিলেন। প্রাক স্বাধীনতা আমলে হিন্দুমহাসভা নামক এক সংগঠনের রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপ প্রসঙ্গে নেতাজী সুভাষচন্দ্র তখন বলেছিলেন, সন্ন্যাস ও সম সীন দর হাতে হিন্দুমহাসভা ভোট ভিক্ষায় পাঠিয়েছেন। ত্রিশল আর গেরুয়া বসন দেখলে হিন্দু মাত্রেই শির নত করে। ধর্মের সুযোগ নিয়ে ধর্মকে দেখা দিয়েছে। হিন্দু মাত্রেরই এর নিন্দা করা কর্তব্য। রাজনীতিতে ধর্মের সুযোগ নেওয়া যেমন ধর্মকে কলুষিত করে, তেমন ধর্মে রাজনীতির সংমিশ্রণ ঘটলেও ধর্ম কলুষিত হয়। ধর্ম আর রাজনীতির সংমিশ্রণে শুধু ধর্ম কলুষিত হয় না, রাজনীতিও কলুষিত হয়। আজকে যদি এই দুটোই কলুষিত হয়ে হাত ধরাধরি করে চলে তখন রাষ্ট্রের চরিত্র কলঙ্কহীন, পক্ষপাতহীন হতে পারে না। রাষ্ট্রকে ধর্মীয়করণের জন্য ধর্মীয় সংগঠনের দাবি রাজনৈতিকভাবে সফল হয়ে উঠবে হয়তো একদিন, যেদিন ধর্ম আররাজনীতির আজকের প্রেমালাপ সহবাসে পরিণত হবে। এখনো যাঁরা ধর্মনিরপক্ষেতার কথা রাজনৈতিকভাবে বলে চলেছেন,
তাঁদের সেই বলার সাথে তাঁদের কাজের সহবাস না থাকলে রাষ্ট্র তাঁর ধর্মনিরপেক্ষতা বজায় রাখার সক্ষমতা একদিন হারাতে বাধ্য হবে। (সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

বহুস্বর স্তব্ধ পড়ে আছে

তিলোত্তমা মজুমদার

দিল্লি পুলিশের এক আধিকারিক বলেছেন, পৈশাচিক হামলা। অরবিন্দ কেজরিওয়াল মত প্রকাশ করেছেন, অত্যন্ত নিন্দনীয় এবং অত্যন্ত লজ্জাজনক বলে। যারা জানছেন, শুনছেন, শিউরে উঠছেন। দিল্লি মতো জায়গায় কীভাবে এমন হতে পারে। বছর কড়ির তরুণী, তাঁর উপর যে নারকীয় অত্যাচার হল, যেভাবে তাকে গণধর্ষণ করেও তৃপ্তি না পেয়ে তাঁর মানসিক অস্তিত্বও নিকৃষ্টতম প্রক্রিয়ায় বলাৎকৃত হল, তাতে বিস্ময়, ভয়, লজ্জা, আতঙ্ক, ক্রোধ- কোনও কিছুরই অবধি থাকে না। এ-পর্যন্ত প্রাপ্ত শেষ খবর অনুযায়ী, দিল্লি পুলিশ ন'জনকে গ্রেফাতার করেছে। আশা করা যায়, এরাই প্রকৃত অপরাধী দলের অংশ এর মধ্যে একজন ও নিরপরাধ ঢুকে পড়েনি। অবশিষ্ট প্রত্যেক নিশ্চয়ই ধরা পড়বে। ওই যেমন ধরা পড়েছিল 'নির্ভয়া' ধর্ষণ ও হত্যাকাণ্ডের অপরাধীরা। সেই ঘটনার প্রেক্ষাপট ছিল একটি বাসের গতিশীল জনবিরলতা। কিন্তু এই তরুণীকে চূড়ান্ত অমর্যাদায় জনবহুল রাস্তায় নারীপুষের সম্মিলিত নিগ্রহ সহকারে পদযাত্রা করা হয়েছে।

ভারতের রাজধানী দিল্লিতে মহিলারা পথে সুরক্ষিত নন, ক্যাবে নন, বাস, মেট্রো—কোনও গণ পরিবহণেই নন। দিল্লির চলপথ মহিলাদের যুদ্ধক্ষেত্রে বলে অভিহিত। কিন্তু শুধুই কি রাস্তাঘাট? অফিস নয়? স্কুল কলেজ নয়? নিজের মহল্লা নয়?

এই ২০ বছরের তরুণীকে অত্যাচার ও অপদস্থ করা হয়েছিল ছিল্লির কস্তুরবা নগরীতে, বিবেক বিহারে। প্রশ্ন হল, কিছু লোক এক তরুণীকে কুৎসতি ও অমানবিক অত্যাচার করতে করতে রাজপথে সোল্লাসে মিছিল করে চলেছে, নারী-পুরুষ উভয়েই, এই দৃশ্য কী করে নির্বিবাদে সহ্য করলেন এলাকার মানুষ। বিবেক বিহারে একজনেরও বিবেক জাগ্রত হল না? একটি মেয়ের মুকে কালি, চুল উৎপাটিত, গলায় জুতোর মালা কি সকলকেই বিকৃত তামাশা দর্শনের মত্ততা দিয়েছিল? ভারতবাসী কি এতই আত্মপরায়ণ ও মেরুদণ্ডহীন হয়ে গিয়েছে? না কি, এমন ঘটনা এত বেশি ঘটে যে সয়ে গিয়েছে? অথবা, সেসব ধর্ষক, নিপীড়ক, পৈশাচিত উল্লাসে মেতে ওঠা লোক, এমনই ক্ষমতার আশ্রয়ী যে, তাদের বিরুদ্ধে এতটুকু শব্দ করার সাহস নেই কারও? সন্ত্রাস কি এভাবেই ছড়িয়ে যাচ্ছে সর্বত্র? কোথাও ধর্ষণ-রূপে, কোথাও বিকৃত নির্যাতন-রূপে, কোথাও সেই নির্যাতন আরও দশজনকে প্রদর্শন করে? গুলি, গোলা, হুমকি, খুন—এসব তো আবহমানের অস্ত্র। ধর্ষণের পৈশাচিকতা অভিনব নয়, কিন্তু একে অভিনব অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করা যায়। এই তরুণী বেআইনি মদের ব্যবসায়ী কতিপয় ব্যক্তির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছিলেন। এরপর, তরুণীর প্রতি আশক্ত এক তরুণ আত্মহত্যা করে, যদিও এর সঙ্গে তরুণীর কোনওরকম সংযোগ প্রমাণিত নয়। কিন্তু তরুণের মৃত্যুর অভিঘাতে তরুণীকেও জীবন্মৃত করে তুললেন যাঁরা, তাঁদের মনুষ্যত্ব কি এতই উচ্চামার্গীয় স্নেহসুধাময়? ভাইপোর মৃত্যুর মূল কারণ হিসাবে উপস্থাপন করে তরুণীকে যতখানি হতমান ও শারীরিক নির্যাতন করা হল, এবং সেখানেও ঘটনা শেষ না করে প্রকাশ্য রাস্তায় টেনে আনা হল, তার মধ্যে শুধু স্নেহধন্যকে হারানোয় উন্মত্ত প্রতিশোধ নেই, আছে একটি ভীতিপ্রদর্শন, 'দেখো আমরা কী করতেক পারি' এই ক্ষমতাধর বিজ্ঞাপন, হয়তো বা প্রতিবাদের পরিণতি কত নির্মম হতে পারে, তার নমুনা তৈরি করা। সন্দেহ হয়, আসক্ত সেই তরুণ আত্মহত্যা করেছিলেন? তিনি কি মানসিকভাবে সুস্থ ছিলেন আদৌ? না কি আত্মহত্যার নাটক রচিত হয়েছিল?

এই তরুণী অতি সহজ শিকার। বেআইনি মদবিক্রেতাদের বিরুদ্ধে তিনি কি এককভাবে সোচ্চার ছিলেন? কেন? অন্যারা কি এই কাজ অপরাধ গণ্য করেননি, না কি প্রতিবাদের সাহ নেই? কেন নেই? এই ধরনের ব্যবসার কুফল সারা মহল্লাতেই ছড়িয়ে পড়ে। যদি কোনও তরুণ প্রতিবাদ করে এভাবেই অপমানিত ও লাঞ্ছিত হতেন, জনতা এভাবেই নিস্ক্রিয় দর্শক থাকত বলে ধারণা হয়। হতে পারে, ঘণপ্রহারের মসুখে অংশ নিত আরও বহুজন, অনাবশ্যক নির্যাতনের বিকৃত আনন্দে। চেতনার অন্ধকার কতদূর বাপ্ত হতে পারলে সাধারণ মানুষ নিমেষে হয়ে ওঠে ধর্ষক বা হত্যাকারী।

ঘরপোড়া গরু সিঁদুরে মেঘ দেখে ডরায়। এই রাজ্যে সিঙ্গুরে জমি অধিগ্রহণেণ বিরুদ্ধে গণ-প্রতিরোধ চলাকালীন তাপসী মালিকের মৃত্যুর ঘটনা অনেকেরই মনে থাকবে। ১৬ বছরের তাপসী মালিক, এক ভাগচাষির মেয়ে প্রতিবাদে সরব ছিল। এক রাতে সে পৈশাচিকভাবে গণঘর্ধিত হয় এবং প্রমাণ লোপ করার উদ্দেশ্যে তাকে অতি নীচ ও নির্মম প্রক্রিয়ায় পোড়ানো হয়, সেই আধপোড়া দেহের ছবি এ রাজ্যের দগ্ধ মানবতার প্রতীক হয়ে উঠেছিল। কিশোরী তাপসী মালিককে কেন নির্যাতন ও হত্যা করা হল? এ কি কেবল নারীলোলুপতার বিকৃতি? না কি মতার ধ্বজা ওড়ানো ও ক্ষমতা হাতছাড়া হওয়ার সম্ভাবনায় উন্মত্ত পিশাচ হয়ে যাওয়া কতিপয় মানুষের সন্ত্রাস ঘোষণা? না কি ক্ষমতার দাম্ভিক অপকীর্তি? তাপসী মালিক এক কিশোরী মেয়ে, দরিদ্র কিন্তু সাহসী, সে প্রতিবাদেগ শামিল। সুতরাং, তাপসী মালিক একই সঙ্গে মৃগবৎ দুর্বল লক্ষ্য, কিন্তু যথাযথ লক্ষ্য। তাকে শিকার করা সহজ এবং এর অভিঘাতে বিরুদ্ধাচারী মনোবলে আঘাত করা সহজ।

এতখানি বৃহৎ ও ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট না হলেও কস্তুরবা নগরীর বিবেক বিহারের তারুণীর প্রতি অত্যাচারীর আচরণের উদ্দেশ্য মূলত এক বলে মনে হয়। নারকীয় আচরণগুলি ব্যক্তিগত আক্রোশ আবার একই সঙ্গে সামষ্টিক ডপলক্ষ। তাপসী মালিক জীবিত থাকলে অত্যাচারীর উদ্দেশ্য সাধিত হত না। দিল্লির এই তরুণীকে ব্যাপক উদ্দেশ্যে বাঁচিয়ে রাখা হল। তাঁকে দেখলেই যাতে স্মরণে আসে, প্রতিবাদের পরিণতি ভয়ংকর, তা বৃহৎ রাজনৈতিক শক্তির বিরুদ্ধ হোক অথবা আঞ্চলিক পেশিশক্তির বিপক্ষেই হোক। দিল্লির এই ঘটনায় ওই ২০ বছরের মেয়েটির অশালীন ও নির্মম লঞ্ছনার পথযাত্রা পথযাত্রায় শামিল ছিলেন কতিপয় মহিলাও। এই খবরেও আঘাত কম লাগে, না অন্তরের কোমল বিশ্বাস বিস্মিত হতে চায়। কিন্তু বিস্মিত হওয়ার মতো নতুন এই ঘটনাও নয়। নারী ও শিশুরা যে শুধু ঘরের বর যৌন নির্যাতনের শিকার, তা তো নয়। পারিবারিক নির্যাতনের ইতিবৃত্তে বহুক্ষেত্রেই দেখা গিয়েছে, যৌন নির্যাতনের পরিসরে মা বা অন্যান্য প্রাপ্তবয়স্কর সম্মতি থাকছে। তাঁরা প্রতিবাদের সাহস রাখেন না, নিজেরাও নির্যাতিতা, অসহায়তা তাঁদের চুপ করিয়ে দেয়, এমন বহু কারণ তাঁদের সমর্থনে দেখানো হয়, কিন্তু তার মধ্যেকার অগ্নিগর্ভ সত্যটি হল, পারিবারিক যৌন নির্যাতন ব্যাপকভাবে ঘটে। এ প্রসঙ্গে 'হাইওয়ে' নামের হিন্দি চলচ্চিত্র মনে পড়ে। চলচ্চিত্রের মান আলোচ্য নয় এখানে, তবে বিষয় নিশ্চয়ই গুরুত্বপূর্ণ।

নারী মাত্রাই নারীর সম্মানের জন্য, সাহায্যের জন্য ঝাঁপিয়ে পড়ে না। আবার কেউ কেউ পড়ে। মূল বিষয়, একজন ব্যক্তি হিসাবে সেই নারীর উদ্দেশ্য কী? নারী তো অপার্থিব পরিত্রহৃদয় কোনও অস্তিত্ব নয়, পুরুষের মতোই তার লোভ, লালসা, ক্ষমতাকামী মানস, প্রতিশোধস্পহা আছে। সে নিজেও যেমন আকাঙ্ক্ষিত প্রতিগ্রহণের জন্য নিজেকে ব্যবহার করতে পারে, পুরুষও পারে। স্বাথর্সিদ্ধির জন্য অপর কোনও মেয়ের চূড়ান্ত লাঞ্ছনার কালেও নারী সহকারিণী হতে পারে। কিছুদিন আগেই একটি খবরে দেখা গিয়েছিল, সংসারে নিজের অবস্থান বজায় রাখতে মা তাঁর তিনমাসের মেয়েকে হত্যা করেছেন। প্রতিষ্ঠান মানেই এক ধরনের যৌথখ সুরক্ষা। বলয়, একই সঙ্গে ক্ষমতার কেন্দ্র, আত্মস্বার্থে সামষ্টিকতা। তা সে পরিবার হোক, বাজারের ব্যবসায়ী সমিতি হোক, বা অন্য কিছু। মানুষ স্বার্থে তার অংশ হয় ও তাকে ব্যবহার করে। অন্যায় ও অপরাধ বুঝলেও নিজ অবস্থানের নিরাপত্তা রক্ষার্থেষ স্বার্থসিদ্ধির জন্য সে আপস করতে চায়। যে সমাজ যত বেশি শিক্ষিত, যার আইনের প্রয়োগ যত বেশি দক্ষ ও নিরপেক্ষ, সেই সমাজ তত বেশি সুসভ্য ও উদার, মানবিকতার উন্মেষ সেখানেই অধিকতর ও নির্মল।

ইদানীং প্রতি পদে স্বার্থসিদ্ধির জন্য যে দু'টি মহাগ্রন্থের বিপুল অপব্যবহার হয়, সেই রামায়ণ ও মহাভারত-এও সত্যি ও দ্রোপদীর সম্মানরক্ষার্থে অপর কোনও নারী এগিয়ে আসেননি। বিলাপও শাপশাপান্ত করেছেন, কিন্তু এর কিছুই প্রতিবাদ নয়।

সেই তুলনায় বর্তমান পৃথিবীর বরং অনেক বেশি নারী সম্মানসচেতন। আছে। নারীর অধিকার ও সুরক্ষা বিষয়ক আইন, সেগুলির প্রতিটি একেবারে যথাযথ ও দ্বিচারিতা মুক্ত, তা নয়, কিন্তু অধিকাংশ আইন মহিলাদের একটি সুরক্ষাবলয় দেয়। আমাদের দেশে রয়েছে মহিলা কমিশনগুলি। আছে আরও সরকারি ও বেসরকারি সংগঠন, যারা নিরন্তর নারীর অধিকার ও সুরক্ষার জন্য কাজ করে চলেছে। এই যেমন দিল্লির ২০ বছরের প্রতিবাদিনী তুরণীর জন্য দিল্লি মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সন দাবি করেছেন, ওই তরুণী ও তাঁর পরিবারকে নিরাপত্তা দেওয়া হোক। এমন নির্যাতন ও অসম্মানের পরেও কিছু নিরপাত্তাপ্রদান বাকি থাকে বইকি, তরুণীর প্রাণ যায়নি এখনও, সেটা রক্ষা করতে হবে, তাঁর সন্তান আছে, তাকে সুরক্ষা দেওয়ার রাষ্ট্রীয় দায়িত্বও বর্তায়। কিন্তু কথা হল, এই পর্যন্ত পৌঁছে তারপরেই কি সুরক্ষা পাওয়ার কথা ভারতবাসীর? জনমানসের সভ্য সুন্দর বিকাশ যাতে সম্ভব হয়, তার উপযুক্ত পরিকাঠামো গড়ে তোলাও কি সুষ্ঠু ও সফল রাষ্ট্রীয় প্রশাসনের দায়িত্ব নয়? (সৌজন্যে-সংবাদ প্রতিদিন

> এ রাজ্যে সিঙ্গুরে জমি অধিগ্রহণের বিরুদ্ধে গণপ্রতিরোধ চলাকালীন তাপসী মালিকের মৃত্যুর ঘটনা অনেকের মনে থাকবে। ১৬ বছরের তাপসী মালিক, এক ভাঘচাষির মেয়ে, প্রতিবাদে সরব ছিল। এক রাতে সে পৈশাসিকভাবে গণঘর্ষিত হয় এবং প্রমাণ লোপ করার উদ্দেশ্যে তাকে অতি নীচ ও নির্মম প্রক্রিয়ায় পোড়ানো হয়, সেই আধপোড়া দেহের ছবি এ রাজ্যের দগ্ধ মানবতার প্রতীক হয়ে উঠেছিল।

সম্পাদকীয় পাতায় পকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

অবশেষে পুলিশের জালে ধরা পড়ল অল্ট নিউজের সহ-প্রতিষ্ঠাতা-সাংবাদিক মহম্মদ জুবেইর

নয়াদিল্লি, ২৭ জুন (হি. স.) : ধর্মীয় ভাবাবেগে আঘাতের অভিযোগে অবশেষে গ্রেফতার করা হল 'অল্ট নিউজ'-এর সহ-প্রতিষ্ঠাতা -সাংবাদিক মহম্মদ জুবেইরকে। সোমবার তাঁকে গ্রেফতার করেছে দিল্লি পুলিশ। সূত্রের খবর, গ্রেফতারির পর ওই সাংবাদিককে এক অজ্ঞাত জায়গায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

ফ্যাক্টচেকিং ওয়েবসাইট 'অল্ট নিউজ'-র বিরুদ্ধে বিভ্রান্তিকর খবর পরিবেশনের একাধিক অভিযোগ রয়েছে। সাংবাদিক মহম্মদ জুবেইরের বিরুদ্ধেও ধর্মীয় ভাবাবেগে আঘাত হানা এবং দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে শত্রুতা সৃষ্টির একাধিক অভিযোগ রয়েছে। দিল্লি পুলিশ জানিয়েছে, এদিন স্পেশ্যাল সেলের পুলিশ স্টেশনে একটি মামলায় তদন্তের জন্য জুবেইরকে ডাকা হয়। যথেষ্ট তথ্য প্রমাণ থাকায় সেখানেই তাঁকে গ্রেফতার করা হয়। তাঁকে জেরা করা হচ্ছে এবং নির্দিষ্ট নিয়ম মেনেই জুবেইরকে বিচারকের সামনে পেশ করা হবে। এদিকে, সাংবাদিক মহম্মদ জুবেইরের গ্রেফতারিতে শুরু হয়েছে বিতর্ক। 'অল্ট নিউজ'-এর সহ-প্রতিষ্ঠাতা প্রতীক সিনহা দাবি করেন, অন্য একটি মামলায় তদন্তের স্বার্থে জুবেইরকে দিল্লিতে ডেকে পাঠানো হয়েছিল। কিন্তু তাঁকে সম্পূর্ণ ভিন্ন একটি মামলায় গ্রেফতার করা হয়েছে। টুইটারে প্রতীক সিনহার অভিযোগ, "আইন মতো আগাম কোনও নোটিস দেয়নি পুলিশ। শুধু তাই নয়, আমাদের এফআইআর-এর কপিও দেওয়া হয়নি।" এই গ্রেফতারির বিরুদ্ধে সরব হয়েছেন কংগ্রেস নেতা শশী থারুর। তাঁর মন্তব্য, জুবেইরের গ্রেফতারি সত্যের উপর আঘাত।

উচ্চ মাধ্যমিকের ফলাফলে খুশি পাথারকান্দির শিক্ষার্থী—অভিভাবক সহ শিক্ষানুরাগী মহল

পাথারকান্দি (অসম), ২৭ জুন (হি.স.) : সোমবার প্রকাশিত উচ্চ মাধ্যমিক চূড়ান্ত পরীক্ষার আশানুরূপ ফলাফলে খুশি ব্যক্ত করেছেন পাথারকান্দির শিক্ষার্থী, অভিভাবক সহ শিক্ষানুরাগী মহল। এবারের অসম উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা পরিষদ কর্তৃক ঘোষিত রাজ্যের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় ভালো সফলতা লাভ করতে সক্ষম হয়েছে করিমগঞ্জ জেলার পাথারকান্দির বিভিন্ন সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরীক্ষার্থীরা।

এবার পাথারকান্দি মডেল হায়ার সেকেন্ডারি স্কুলে বিজ্ঞান শাখায় নয়জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে নয়জনই উত্তীর্ণ হয়েছেন। এতে প্রথম বিভাগে পাঁচজন ও দ্বিতীয় বিভাগে চারজন দুটি স্টার মার্কস সহ আটটি লেটার মার্কস পেয়েছেন। উত্তীর্ণের হার ১০০ শতাংশ। এই স্কুলের কলা শাখায় মোট পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল ১৯৮ জন। উত্তীর্ণ হয়েছেন ১৬৬ জন। এতে প্রথম বিভাগে ৬৪, দ্বিতীয় বিভাগে ৫১ এবং তৃতীয় বিভাগে ৫১ জন ১৯টি স্টার ও ১৪৩টি লেটার মার্কস পেয়েছেন। কলা বিভাগে আসিমগঞ্জ মদনী অ্যাকাডেমি ও পাথারকান্দি জুনিয়র কলেজের পরীক্ষার্থীদের ফলাফলও মডেল এইচএস স্কুলের সাথে সংযুক্ত রয়েছে। সোনাখিরা স্বামী বিবেকানন্দ কলেজের কলা শাখায় মোট ১০৩ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে ৬২ জন উত্তীর্ণ হয়েছেন। এদের মধ্যে প্রথম বিভাগে পাঁচ, দ্বিতীয় বিভাগে ১১ এবং তৃতীয় বিভাগে ৪৬ জন ১২টি লেটার মার্কস নিয়ে পাশ করেছেন।

শিবেরগুল মহাবীর পাবলিক এইচএস স্কুলে মোট পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল ৭৩ জন। তার মধ্যে উত্তীর্ণ হয়েছেন ৭০ জন। এতে প্রথম বিভাগে ছয়, দ্বিতীয় বিভাগে ৩১, তৃতীয় বিভাগে ৩৩ জন একটি স্টার ও আটটি লেটার পেয়েছেন। বাজারিছড়ার মাকুন্দা খ্রিস্টিয়ান এইচএস স্কুলে উত্তীর্ণের হার ১০০ শতাংশ। তাদের বিজ্ঞান শাখায় ১৯ জনের মধ্যে ১৯ জনই প্রথম বিভাগে দুটা স্টার সহ ২৪টি লেটার মার্কস পেয়েছেন। ওই স্কুলের কলা শাখায় ৩৪ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে সবাই উত্তীর্ণ হয়েছেন। এতে প্রথম বিভাগে ২১ জন, দ্বিতীয় বিভাগে ১২ জন এবং তৃতীয় বিভাগে একজন একটি স্টার এবং সাতটি লেটার মার্কস পেয়েছেন।

ইচাবিল এইচএস স্কুলে বাণিজ্য শাখায় চারজন পরীক্ষার্থীর মধ্যে চারজনই উত্তীর্ণ হয়েছেন। এতে প্রথম বিভাগে তিনজন এবং দ্বিতীয় বিভাগে একজন চারটি লেটার মার্কস পেয়েছেন। এই স্কুলের কলা বিভাগে ৭১ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে ৬৭টি জন উত্তীর্ণ হয়েছেন। এতে প্রথম বিভাগে ২০ জন, দ্বিতীয় বিভাগে ৩২ জন এবং তৃতীয় বিভাগে ১৫ জন মোট ৩৫টি লেটার ও চারটি স্টার মার্কস পেয়েছেন।মাধ্যমিকের চেয়ে উচ্চ মাধ্যমিকের চূড়ান্ত বর্ষের পরীক্ষায় নজরকাড়া সাফল্যে এলাকার শিক্ষানুরাগী মহল খুশি ব্যক্ত করেছেন।

হিন্দুস্থান সমাচার / মনোজিৎ /

উত্তর-পূর্বাঞ্চলের বন্যাক্রান্ত অঞ্চলগুলিতে বিনামূল্যে ত্রাণ সামগ্রী পরিবহণ করবে ভারতীয় রেল

গুয়াহাটি, ২৭ জুন (হি.স.) : উত্তর-পূর্বাঞ্চলের বন্যাক্রান্ত অঞ্চলগুলিতে বিনামূল্যে সমস্ত ধরনের ত্রাণ সামগ্রী পরিবহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে ভারতীয় রেলওয়ে। বিনামূল্যে পরিবহণের এই ব্যবস্থা আন্তঃরাজ্য ও রাজ্যের ভেতরে সাহায্যের জন্য প্রযোজ্য হবে। উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক সব্যসাচী দে এই খবর দিয়ে জানান, ত্রাণ সামগ্রীগুলি পার্সেল ভ্যান, দ্বিতীয় শ্রেণি, লাগেজ কাম গার্ড ভ্যান এবং পণ্যবাহী ট্রেনে পরিবহণ করা হবে। দেশের যে কোনও প্রান্ত থেকে উত্তর-পূর্বাঞ্চলে ত্রাণ সামগ্রী পরিবহণের জন্য কোনও ধরনের ভাড়া নেওয়া হবে না। এছাড়া, ত্রাণ সামগ্রী পরিবহণের জন্য ডেমারেজ, ওয়ারফেজ ইত্যাদির মতো কোনও আনুষঙ্গিক মাশুল অথবা অন্য কোনও মাশুল নেওয়া হবে না বলে জানান তিনি। সব্যসাচী দে জানান, বন্যাক্রান্ত উত্তর-পূর্বাঞ্চলে ত্রাণ সামগ্রী সহ স্ট্যান্ডার্ড কম্পোজিশনের কম রেকও বুক করা যাবে।

আরও জানান, সমগ্র দেশের সরকারি সংস্থাগুলি উত্তর-পূর্বাঞ্চলের বন্যাক্রান্ত অঞ্চলগুলিতে বিনামূল্যে ত্রাণ সামগ্রী প্রেরণ করতে পারবে। অতিরিক্তভাবে অন্যান্য বেসরকারি সংস্থাগুলিও সংশ্লিষ্ট ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজারদের কাছ থেকে উপযুক্ত অনুমোদন লাভের পর এই সুবিধা গ্রহণ করতে পারবে। ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজারদের উত্তর-পূর্বাঞ্চলগামী বিভিন্ন ট্রেনে অতিরিক্ত কোচ, ভ্যান সংযোজন সহ যে কোনও ধরনের অতিরিক্ত সুবিধার ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে। তবে বেসরকারি সংস্থাগুলির ক্ষেত্রে প্রেরক বা প্রাপককে অবশ্যই সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের তথা যে স্থানে প্রেরণ বা গ্রহণের স্টেশন অবস্থিত, সেই অঞ্চলের জেলা ম্যাজিস্ট্রেট তথা ডেপুটি কমিশনার হতে হবে।

প্রাকৃতিক বিপর্যয় ও জটিল সময়ে সাধারণ মানুষের প্রতি ভারতীয় রেলওয়ে সর্বদাই সাহায্যের হাত এগিয়ে দেয় বলে জানিয়েছেন সব্যসাচীবাবু। বলেন, এই পদক্ষেপের ফলে এটিই প্রমাণিত হচ্ছে যে ভারতীয় রেলওয়ে বন্যাক্রান্ত অঞ্চলের মানুষের সঙ্গে সবসময় আছে। ভারতীয় রেলওয়ে কর্তৃক গৃহীত এই ব্যবস্থা বন্যাক্রান্ত অঞ্চলগুলিকে এক বিরাট স্বস্তি প্রদান করার পাশাপাশি বিনামূল্যে পরিবহণের জন্য সংশ্লিষ্ট অঞ্চলগুলি আরও বেশি ত্রাণ লাভ করতে সক্ষম হবে বলে দাবি করেছেন তিনি।

প্ল্যাকার্ড হাতে মুখ্যমন্ত্রীর সভায় তিন চাকরিপ্রার্থী, আশ্বাস দিলেন মমতা

নবাবহাট, ২৭ জুন (হি. স.) : পূর্ব বর্ধমানে নবাবহাটের গোদার মাঠে মুখ্যমন্ত্রীর সভামঞ্চের সামনে দেখা গেল প্ল্যাকার্ড হাতে তিন চাকরিপ্রার্থীকে। ২০১৪ সালে পরীক্ষা দিয়েও মেলেনি চাকরি। তাই মুখ্যমন্ত্রীকে সামনে পেয়ে নিজেদের দুর্ভোগের কথা জানাতে চেয়েছিলেন তাঁরা। সভা শেষে তিন চাকরিপ্রার্থীর সঙ্গে একান্তে কথা বললেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আশ্বাসও দিলেন তাঁদের দাবিদাওয়া নিয়েও। পাশাপাশি কেতুগ্রামের নার্স রেণু খাতুনের সঙ্গেও দেখা করেন মমতা।

২০১৪ সালে প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগের পরীক্ষা দিয়েছিলেন ২০ হাজার চাকরিপ্রার্থী। তাঁদের মধ্যে ছিলেন বর্ধমানের তিন জন। দুর্গাপুরের স্বাতী ভট্টাচার্য বন্দ্যোপাধ্যায়, আসানসোলের সোমা কর এবং জো গ্রামের সুমনা কুমারী দত্ত। পরীক্ষা দিয়েও মেলেনি চাকরি। দীর্ঘদিন চাকরিপ্রার্থীদের ধরনা মঞ্চে ছিলেন তাঁরা। আদালতের নির্দেশে নিয়োগ দুর্নীতি নিয়ে তদন্ত চলছে। এদিন বর্ধমানের নবাবহাটের গোদার মাঠে কর্মসূচি ছিল মুখ্যমন্ত্রীর। তাঁকে নিজেদের দুর্দশার কথা জানাতে হাজির হয়েছিলেন তিন চাকরিপ্রার্থী।

মঞ্চের সামনেই দর্শকাসনে প্ল্যাকাড হাতে দাঁড়িয়েছিলেন তাঁরা। তাতে লেখা, 'দিদি কিছু বলতে চাই', 'দিদি কথা বলুন', 'দিদি কিছু বলতে চাইছি'।

তবে পুলিশ তিনজনকে সরিয়ে দেয়। জানান, তাঁদের বার্তা মুখ্যমন্ত্রীকে পৌঁছে দেওয়া হবে। কথা রেখেছিলেন তাঁরা। সভা শেষ হতেই তিনজনকে আলাদা করে ডেকে নিয়ে যান মুখ্যমন্ত্রী। কথা বলেন। সমস্যা সমাধানের আশ্বাসও দেন তিনি। এমনটাই জানিয়েছেন তিন চাকরিপ্রার্থী। পাশাপাশি, সভা শেষে কেতুগ্রামের রেণু খাতুনের সঙ্গেও দেখা করেন মুখ্যমন্ত্রী। শরীরস্বাস্থ্য, কাজের বিষয়ও খোঁজ খবর নেন তিনি।

হিন্দুস্থান সমাচার / সোনালি

সুপ্রিম কোর্টে শিন্ডেদের সাময়িক স্বস্তি, ১২ জুলাই পর্যন্ত ব্যবস্থা না নেওয়ার নির্দেশ ডেপুটি স্পিকারকে

মুম্বই, ২৭ জুন (হি. স.) : বিদ্রোহী শিবসেনা বিধায়কদের সদস্যপদ খারিজ করার ব্যাপারে মহারাষ্ট্র বিধানসভার ডেপুটি স্পিকার নরহরি সীতারাম জিরেওয়াল ১২ জুলাই পর্যন্ত কোনও সিদ্ধান্ত নিতে পারবেন না বলে সোমবার নির্দেশ দিয়েছে দেশের শীর্ষ আদালত। সুপ্রিম কোর্টে একনাথ শিন্ডে শিবিরের আবেদনের পরবর্তী শুনানি হবে ১১ জুলাই। সমস্ত সংশ্লিষ্ট দলকে তাদের হলফনামা জমা দিতে বলা হয়েছে। পাশাপাশি এর ফলে মহারাষ্ট্র সরকারের চলতি সংকট অন্তত ১২ জুলাই পর্যন্ত ঝুলেই থাকছে। এমনটাই মনে করছেন আইনি বিশেষজ্ঞরা।

ডেপুটি স্পিকার গত সপ্তাহে শিন্ডে-সহ ১৬ জন বিদ্রোহী শিবসেনা বিধায়ককে চিঠি দিয়ে জানতে চান, কেন তাঁদের সদস্যপদ খারিজ হবে না। সোমবার বিকেল ৫টার মধ্যে ওই চিঠির জবাব দিতে বলা হয়েছিল। শিন্ডে গোষ্ঠী এর বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়। একইসঙ্গে ডেপুটি স্পিকারের পদত্যাগের দাবি করেও তারা শীর্ষ আদালতে আবেদন করে। গত কদিন ধরে চলতে থাকা এই ডামাডোলের মধ্যেই মুখ্যমন্ত্রী উদ্ধব ঠাকরের গোষ্ঠী বিক্ষুব্ধদের বিরুদ্ধে চরম ব্যবস্থা নেওয়ার প্রক্রিয়া চালিয়ে যায়। তারই রেশ ধরে সোমবার শিন্ডে-সহ একাধিক বিদ্রোহী মন্ত্রীর দফতর কার্যত কেড়ে নেওয়া হয়েছে। ওই দফতরগুলি উদ্ধব অনুগামী মন্ত্রীদের মধ্যে বণ্টন করে দেওয়া হয়েছে।

মঙ্গলবার মুকেশ আম্বানির নিরাপত্তা নিয়ে শুনানি সুপ্রিম কোর্টে

নয়াদিল্লি, ২৭ জুন (হি. স.) : কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ থেকে রিলায়েন্স ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেডের (আরআইএল) চেয়ারম্যান মুকেশ অম্বানি এবং তাঁর পরিবারকে নিরাপত্তা দেওয়া নিয়ে একটি জনস্বার্থ মামলায় ত্রিপুরা হাইকোর্টের জারি করা আদেশের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্ট দ্রুত শুনানি চেয়েছে। সোমবার সেই মামলা গৃহীত হয়েছে।

বিচারপতি সূর্যকান্ত ও বিচারপতি জে বি পারদিওয়ালার একটি অবকাশকালীন বেঞ্চ মঙ্গলবার সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতার ''বিশেষ উল্লেখ'' বিষয়ে হাইকোর্টের আদেশকে চ্যালেঞ্জ করে কেন্দ্রের আবেদন বিবেচনা করতে সম্মত হয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকারের সুপারিশে অম্বানি ও তাঁর পরিবারকে নিরাপত্তা প্রদান করা নিয়ে একটি জনস্বার্থ মামলা হুমকির বিষয়ে বিস্তারিত জানতে ত্রিপুরা হাইকোর্টের আদেশকে চ্যালেঞ্জ করেছে।

প্রাথমিক শুনানির জন্য সলিসিটর জেনারেল যুক্তি দিয়েছিলেন, অম্বানিকে দেওয়া নিরাপত্তার সঙ্গে ত্রিপুরা সরকারের কোনও সম্পর্ক নেই। তাই জনস্বার্থ মামলার শুনানির এখতিয়ার হাইকোর্টের নেই। তিনি বিপদের আশংকা সম্পর্কিত হাইকোর্টের আদেশের বৈধতা নিয়েও প্রশ্ন তোলেন। নথি সঙ্গে নিয়ে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের আধিকারিকদের ২৮ জুন হাজির হতে বলা হয়েছে।

অর্থনীতিতে চিনকে টেক্কা, ষাট হাজার কোটি ডলারের প্যাকেজ ঘোষণা জি-৭ সদস্যদের

শ্লোস এলমাউ, ২৭ জুন (হি.স.): চিনের পালটা হিসেবে নানা দেশের উন্নয়নের জন্য ষাট হাজার কোটি ডলারের প্যাকেজ ঘোষণা করেছে জি-৭ এর সদস্য দেশগুলি। ভারতের গ্রামোন্নয়নেও ব্যবহৃত হবে এই প্যাকেজের একটি অংশ। তবে এটাই প্রথম বার নয়। এর আগেও জি-৭ এর পক্ষ থেকে উন্নয়ন প্রকল্প শুরু করার চেষ্টা হয়েছিল। কিন্তু তা বাস্তবায়িত হয়নি।

বেল্ট অ্যান্ড রোড প্রকল্পের মাধ্যমে মূলত দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলিকে উন্নয়নের জন্য আর্থিক সহায়তা দিত চিন। সাহায্যের নামে এই ঋণ নিয়ে পাকিস্তান, শ্রীলঙ্কার মতো বেশ কিছু দেশে পরিকাঠামোর উন্নতি করা হয়েছে বলে জানা যায়। তবে সাহায্য করার নেপথ্যে অন্য উদ্দেশ্য ছিল চিনের। ঋণের জালে উন্নয়নশীল দেশগুলিকে বেঁধে ফেলে আধিপত্য বিস্তার করার পরিকল্পনা ছিল। তাদের আগ্রাসী মনোভাবকে আটকাতেই নতুন করে আর্থিক সাহায্যের প্যাকেজ ঘোষণা করেছে চিন বিরোধী দেশগুলি।

এই প্রকল্পের নাম দেওয়া হয়েছে 'পার্টনারশিপ ফর গ্লোবাল ইনফ্রাস্ট্রাকচার অ্যান্ড ইনভেস্টমেন্ট', সংক্ষেপে পিজিআইআই। রবিবার জি-৭ সম্মেলনের প্রথম দিনেই এই প্রকল্প ঘোষণা করেন সাত দেশের রাষ্ট্রপ্রধান। মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন বলেছেন, "অনেক সময়েই উন্নয়নশীল দেশগুলিতে উপযুক্ত পরিকাঠামো থাকে না। তার ফলে অতিমারীর মতো বিশাল ধাক্কা সামলাতে সমস্যা হয়।" তিনি আরও জানিয়েছেন, শুধুমাত্র মানবতার খাতিরে নয়, নিরাপত্তার কারণেও জি-৭ পক্ষ থেকে এই প্যাকেজ ঘোষণা করা হয়েছে।

তবে পরিষ্কার ভাবে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, এই প্যাকেজ কোনও অনুদান নয়। ঋণ হিসাবেই আর্থিক সাহায্য দেওয়া হবে। ফলে লাভবান হবে ঋণদাতারাও। বাইডেন জানিয়েছেন, আমেরিকা থেকে এই প্রকল্পে কুড়ি হাজার কোটি ডলার বিনিয়োগ করা হবে। মূলত পরিবেশ উন্নয়নের কাজেই অর্থ ব্যয় করতে চায় বাইডেনের দেশ। গণতান্ত্রিক দেশগুলির সঙ্গে সহযোগিতা করলে বিপর্যয়ের মধ্যে পড়তে হয় না, সেই কথাও বোঝা যাবে এই প্রকল্পের ফলে, এমনটাই দাবি করেছেন বাইডেন। ভারতীয় উদ্যোগপতিদেরও এই প্যাকেজের মাধ্যমে সাহায্য করা হবে। পরিবেশের উন্নতি, গ্রামীণ এলাকার বিকাশের কাজে এই অর্থ ব্যবহার করতে হবে। —হিন্দুস্থান সমাচার / কাকলি

অগ্নিপথ প্রকল্প বাস্তবায়নে মোদীর জেদ ত্যাগ করা উচিত: কংগ্রেস

নয়াদিল্লি, ২৭ জুন (হি. স.) : কে অগ্নিপথ প্রকল্প বাস্তবায়নে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে জেদ ত্যাগ করার এবং দেশের তরুণদের দাবির প্রতি মনোযোগ দেওয়ার পরামর্শ দিল কংগ্রেস। অবিলম্বে এই প্রকল্প প্রত্যাহার করে হাজার হাজার যুবকের সেনাবাহিনীতে যোগদানের স্বপ্ন পূরণ করার আহ্বান জানিয়েছে দল।

সোমবার কংগ্রেসের মুখপাত্র মোহন প্রকাশ দলের সদর দফতরে এক সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন, দলের নেতা ও কর্মীরা সোমবার সারা দেশে ৩,৫০০ টিরও বেশি বিধানসভা কেন্দ্রে অগ্নিপথ প্রকল্পের বিরুদ্ধে সত্যাগ্রহ করেছেন। তিনি আরও বলেন, সরকারের উচিত অগ্নিপথের অধীনে চার বছর চাকরি না করে আগের মতোই সশস্ত্র বাহিনীতে যুবকদের অন্তর্ভুক্ত করে তরুণ প্রজন্মের ভবিষ্যত রক্ষা করা।

তিনি বলেন, তাঁর দল২০ জুন অগ্নিপথ প্রকল্পের বিরুদ্ধে একটি সত্যাগ্রহ শুরু করেছিল এবং তারপরে রাষ্ট্রপতি রাম নাথ কোবিন্দের কাছে এই বিষয়ে একটি স্মারকলিপি জমা দিয়েছিল। স্মারকলিপিতে রাষ্ট্রপতির কাছে অগ্নিপথ প্রকল্প প্রত্যাহার করার জন্য অনুরোধ করা হয়েছে। তিনি বলেন, সরকারের উচিত নিরপরাধ যুবকদের প্রতি ন্যায়বিচার করা। সেনাবাহিনীতে ১ লাখ ২৫ হাজারের বেশি পদ শূন্য রয়েছে এবং সরকার নিজেও তা মেনে নিয়েছে। সরকার সৈন্যদের মধ্যে বিভিন্ন প্রশিক্ষণের মান এবং বৈষম্যমূলক বেতন-ভাতার নীতি গ্রহণ করা উচিত নয়।

উচ্চমাধ্যমিকে পরীক্ষার্থীদের অভিনন্দন মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্বের

গুয়াহাটি, ২৭ জুন (হি.স.) : উচ্চমাধ্যমিকের চূড়ান্ত পরীক্ষায় অবতীর্ণ সকল শিক্ষার্থীকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা।

সোমবার সকালে শক্তিপীঠ কামাখ্যা মন্দিরে গিয়ে মায়ের পুজো দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী ড় হিমন্তবিশ্ব শর্মা। সেখানে উপস্থিত সাংবাদিকদের মহারাষ্ট্রের রাজনীতি ও গুয়াহাটিতে অবস্থানকারী শিবসেনা নেতা, বন্যাক্রান্ত অসম সম্পর্কিত নানা প্রশ্নের জবাব দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। আজ ঘোষিত উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার ফলাফল সম্পর্কে তিনি বলেন, 'সকল পরীক্ষার্থীকে অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানাই। ভবিষ্যত গড়ে তুলতে তারা সর্বদা যত্নশীল হোক, এই কামনা করছি।' এক প্রশ্নের জবাবে বলেন, 'সরকারি বিদ্যালয়ের চেয়ে বেসরকারি বিদ্যালয়ের ফলাফল ভালো তো হবেই। কারণ তদোর শিক্ষার্থী কম। বেসরকারি বিদ্যালয়ের সঙ্গে আমাদের তুলনা করে লাভ নেই। তাদের একটি নিজস্ব ধারা আছে। দিল্লি, মুাই সর্বত্র বেসরকারি বিদ্যালয়ের ফলাফল ভালো হয়। আমরা ওই রাজ্যের ফলাফলের সংখ্যাও দেখি।'

অগ্নিপথ প্রকল্পে বায়ুসেনায় তিনদিনে ৫৭ হাজার আবেদন

নয়াদিল্লি, ২৭ জুন (হি. স.) : মাত্র তিনদিনে অগ্নিপথ প্রকল্পে বায়ুসেনায় জমা পড়ল ৫৭ হাজার আবেদন। রেজিস্ট্রেশন শুরু হয়েছিল গত শুক্রবার থেকে। সোমবার প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের মুখপাত্র ভরত ভূষণ টুইটে জানান, এদিন সকাল সাড়ে ১০টা পর্যন্ত বায়ুসেনার পোর্টালে রেজিস্ট্রেশন করেছেন প্রায় ১ লক্ষ পড়ুয়া। অগ্নিপথ প্রকল্প নিয়ে দেশজুড়ে আন্দোলনের পড়েও মাত্র তিনদিনে এত আবেদনপত্র জমা পড়ায় স্বস্তিতে কেন্দ্র।

বায়ুসেনায় অগ্নিপথ প্রকল্পে শূন্যপদ তিন হাজার। আগামী ৫ জুলাই আবেদনের শেষদিন। প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং গত ১৪ জুন অগ্নিপথ প্রকল্পের ঘোষণা করেন। তার পরই দেশজুড়ে এনিয়ে সেনায় চাকরিপ্রার্থীদের মধ্যে তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছিল। ট্রেন পোড়ানো, বাস ভাঙচুর-সহ বহু সরকারি সম্পত্তি নষ্ট করা হয়। পরিস্থিতি সামাল দিতে সশস্ত্র বাহিনী ও অসম রাইফেলসে নিয়োগের ক্ষেত্রে অগ্নিবীরদের জন্য ১০ শতাংশ সংরক্ষণের কথা ঘোষণা করে কেন্দ্র।

বিজেপি শাসিত কয়েকটি রাজ্য ঘোষণা করেছে, পুলিশের চাকরিতে অগ্নিবীরদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।অগ্নিপথ প্রকল্পের অধীনে সাড়ে ১৭ থেকে ২৩ বছরের ভারতীয় তরুণ-তরুণীদের চার বছরের জন্য সেনাবাহিনীতে নিয়োগ করা হবে। বছরে ৪৫ হাজার তরুণ-তরুণীকে নেওয়া হবে অগ্নিপথ প্রকল্পে। মেয়াদ শেষে ২৫ শতাংশ সেনাকে সরাসরি সেনাবাহিনীতে স্থায়ী পদে নিয়োগ করা হবে। বাকি ৭৫ শতাংশকে এককালীন আর্থিক সাহায্য করে কার্যত বিদায় দেওয়া হবে।

করিমগঞ্জে ৫০ লক্ষাধিক টাকার ড্রাগস সহ আটক দুই

করিমগঞ্জ (অসম), ২৭ জুন (হি.স.) : বন্যার সুযোগকে কাজে লাগিয়ে মাদক পাচারকারীরা ফের সক্রিয় হয়ে উঠেছে। গতকাল গভীর রাতে এক অভিযান চালিয়ে করিমগঞ্জ পুলিশ ৫০ লক্ষাধিক টাকার ড্রাগস বাজেয়াপ্ত করেছে। এর সঙ্গে গ্রেফতার করা হয়েছে দুই মাদক পাচারকারীকে। ধৃতদের করিমগঞ্জ শহরের নয়ন কুরি এবং বিধান কুরি বলে পরিচয় পাওয়া গেছে।

আজ সোমবার এই খবর দিয়ে করিমগঞ্জের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার পার্থপ্রতিম দাস জানান, গোপন সূত্রের ভিত্তিতে রবিবার গভীর রাতে করিমগঞ্জ সদর পুলিশের একটি দল সাদা পোশাকে খদ্দের সেজে শহরের লক্ষ্মীচরণ রোডের একটি ডেরায় হানা দিয়ে এই সাফল্য পেয়েছে। ওই ডেরা থেকে নয়ন ও বিধানের হেফাজত থেকে দশটি সাবানের বাক্সে ১৩৫ গ্রাম হেরোইন, তিনটি প্যাকেটে ৬০০টি নেশাজাতীয় ইয়াবা ট্যাবলেট বাজেয়াপ্ত করেছে পুলিশ।

এএসপি পার্থপ্রতিম দাস জানান, এরা দীর্ঘদিন ধরে অবৈধ মাদক ব্যপবসার সাথে জড়িত। এর আগেও এ ধরনের কাজ করতে গিয়ে গ্রেফতার হয়েছিল। বেশ কিছুদিন জেলহাজতেও ছিল তারা। সম্প্রতি জেল থেকে বেরিয়ে এরা ফের মাদক কারবারে লিপ্ত হয়েছে। পুলিশ ধৃতদের বিরুদ্ধে এনডিপিএস-এর নির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করে তদন্ত চালিয়ে যাচ্ছে।

দিল্লির মন্ত্রী সত্যেন্দ্র জৈনের আরও ১৪ দিনের জেল হেফাজতের নির্দেশ

নয়াদিল্লি, ২৭ জুন (হি. স.) : দিল্লির রাউজ অ্যাভিনিউ আদালত আর্থিক দুর্নীতির অভিযোগে দিল্লি সরকারের ধৃত মন্ত্রী সত্যেন্দ্র জৈনের বিচার বিভাগীয় হেফাজতের মেয়াদ ১৪ দিন বাড়িয়েছে। ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে সত্যেন্দ্র জৈনকে আদালতে পেশ করা হয়। সোমবার সত্যেন্দ্র জৈনের বিচার বিভাগীয় হেফাজতের মেয়াদ শেষ হয়েছে। সত্যেন্দ্র জৈনের শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ায় তাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। হাসপাতাল থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে সত্যেন্দ্র জৈনকে আদালতে পেশ করা হয়। গত ১৮ জুন আদালত সত্যেন্দ্র জৈনের জামিন আবেদন খারিজ করে দেয়। ১৩ জুন আদালত সত্যেন্দ্র জৈনকে ১৪ দিনের জন্য বিচার বিভাগীয় হেফাজতে পাঠায়। প্রসঙ্গত, গত ৩০ মে সত্যেন্দ্র জৈনকে গ্রেফতার করা হয়। জৈনের উপস্থিতির সময় ইডি-র পক্ষে সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতা বলেন, নগদ টাকা দিল্লিতে দেওয়া হয়েছিল। এই নগদ হাওয়ালার মাধ্যমে কলকাতার এন্টি অপারেটরদের কাছে পৌঁছেছে। এসব এন্টি অপারেটররা শেয়ার কিনে কোম্পানিতে বিনিয়োগ করত। এগুলো ছিল ভুয়া কোম্পানি। এসব ভুয়া কোম্পানিতে বিনিয়োগ করে কালো টাকা সাদা করা হচ্ছিল।

মঙ্গলবার থেকে শিলচর-নিউ হাফলং চলবে বিশেষ যাত্রীবাহী ট্রেন

হাফলং (অসম), ২৭ জুন (হি.স.) : প্রায় দেড় মাস পর লামডিং-বদরপুর পাহাড় লাইনের রেলপথে শিলচর-নিউ হাফলং স্টেশনের মধ্যে আংশিক যাত্রীবাহী ট্রেন চলাচল শুরু হচ্ছে মঙ্গলবার থেকে।বিভাগীয় সূত্রের খবর, লামডিং-বদরপুর ব্রডগেজ রেলপথের শিলচর-থেকে নিউহাফলং পর্যন্ত মঙ্গলবার (২৮ জুন) থেকে একটি বিশেষ যাত্রীবাহী ট্রেন চলাচল করবে। এই বিশেষ যাত্রীবাহী ট্রেনটি শিলচর থেকে ছাড়বে সকাল ৭-টা ২০ মিনিটে এবং নিউ হাফলং পৌঁছবে বেলা ১১.৩০টায়। পুনরায় এই বিশেষ যাত্রীবাহী ট্রেনটি নিউহাফলং থেকে ছাড়বে বিকেল ৩.৩০টায় এবং শিলচর পৌঁছবে রাত ৮.৩০টায়। বিশেষ এই ট্রেনে থাকবে মোট ১১টি কোচ।প্রসঙ্গত, গত ১৪ মে ব্যাপক প্রাকৃতিক দুর্যোগের কবলে পড়ে লামডিং-বদরপুর পাহাড়লাইনে রেলপথের ৬১টি জায়গায় ধস নেমে রেলপথটি অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ হয়ে পড়ে। এর পর থেকে পাহাড় লাইনে ট্রেন চলাচল বন্ধ থাকায় ডিমা হাসাও জেলা সহ বরাক উপত্যকার তিন জেলা ও পার্শ্ববর্তী ত্রিপুরা, মণিপুর ও মিজোরাম রেলপথে বহিঃরাজ্যের সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেল সূত্রের আশা, আগামী ১০ জুলাইয়ের মধ্যে লামডিং-বদরপুর পাহাড় লাইন সচল হয়ে উঠবে।

কানপুর হিংসায় বাবা বিরিয়ানির সমস্ত দোকানে অভিযান চালাল খাদ্য দফতর

কানপুর, ২৭ জুন (হি. স.) : কানপুর হিংসার ষড়যন্ত্রকারী বাবা বিরিয়ানির মালিক মুখতার বাবার বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নিল খাদ্য দফতর। প্রশাসন ও পুলিশ বাহিনীর সঙ্গে খাদ্য বিভাগের দল শহর জুড়ে অনেক নন-ভেজ আউটলেটে অভিযান চালিয়ে নমুনাগুলি পূরণ করে। কোনও আউটলেটের নমুনা ব্যর্থ হলে সিল করার ব্যবস্থা নেওয়া হয়।

কানপুর হিংসার মূল অভিযুক্ত বাবা বিরিয়ানির মালিক বাবা মুখতারকে জেলে পাঠানো হয়েছে। এর পাশাপাশি পুলিশ এখনও অন্যান্য বিষয়ের উপর তদন্ত চলছে এবং প্রতিদিনই নতুন নতুন তথ্য বেরিয়ে আসছে। এদিকে, সোমবার খাদ্য দফতরের দল বাবা বিরিয়ানির সব দোকানে অভিযান চালায়।মহকুমা শাসক(এসডিএম) সদর অনুরাজ জৈন বলেন, প্যারেডে জেজে ফুড থেকে ৮ জুন নমুনা নেওয়া হয়েছিল এবং ২৪ জুন রিপোর্ট এসেছে। রিপোর্টের ভিত্তিতে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট বিশাখ জি আইয়ারের নির্দেশে জেজে ফুড সিল করা হয়েছে।

মেরঠে বিস্ফোরণের ঘটনায় মৃত এক মহিলা, ৩ শিশু সহ জখম ৬

মেরঠ, ২৭ জুন (হি. স.) : উত্তরপ্রদেশের মেরঠে ভয়াবহ বিস্ফোরণ। সোমবার বিকেলে লিসারি গেট থানা এলাকার ৬০ ফুট রোডে একটি বাড়িতে ওই বিস্ফোরণে মৃত্যু হয় এক মহিলার। জখম আরও ছয়। তাদের মধ্যে তিন শিশুও রয়েছে। পুলিশ জানায়, জখমদের অবস্থা গুরুতর।

পুলিশ ও দমকলের প্রাথমিক অনুমান, গ্যাস সিলিন্ডার ফেটেই এই বিপত্তি। বিস্ফোরণের ফলে ওই বাড়ি সহ পাশের তিনটি বাড়ি প্রায় সম্পূর্ণ ভেঙে পড়ে। ধ্বংসস্তূপের নীচে আরও কয়েকজন চাপা পড়ে থাকতে পারেন বলে আশঙ্কা করছে দমকল।

বিস্ফোরণের পর বিকট শব্দে কেঁপে ওঠে গোটা তল্লাট। চিৎকার চেঁচামেচিতে ছুটে আসেন আশপাশ এলাকার বাসিন্দারা। আতঙ্কে ছোটাছুটি শুরু করেন তিন বাড়ির লোকজন। স্থানীয়রাই প্রাথমিক অবস্থায় উদ্ধারের কাজে হাত লাগান। পরে পুলিশ ও দমকল বাহিনী এসে উদ্ধারে নামে। আসেন পদস্থ কর্তারা। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

গুরুগ্রামে শ্যালকের গুলিতে খুন অবসরপ্রাপ্ত সেনা জওয়ান

গুরুগ্রাম, ২৭ জুন (হি. স.) : স্বামী-স্ত্রী ঝগড়ার মাঝে শ্যালকের গুলিতে মারা গেলেন এক অবসরপ্রাপ্ত সেনা জওয়ান। সোমবার পুলিশ জানিয়েছে, এদিন ভাওয়ানি এনক্লেভের বাড়িতে স্ত্রীর সঙ্গে বিতর্কের মধ্যে শ্যালক গুলি চালালে ৩৮ বছর বয়সী প্রাক্তন সেনাকর্মী খুন হন বলে অভিযোগ রয়েছে। মৃতের নাম হরবিন্দর সিং।

পুলিশ জানিয়েছে, নবীন কুমার (২০) নামে অভিযুক্ত শ্যালক হত্যার পর পালিয়ে যায়। নিহতের ভাগ্নের অভিযোগের প্রেক্ষিতে অভিযুক্তের বিরুদ্ধে খুনের অভিযোগে এফআইআর দায়ের করা হয়েছে। মৃতের স্ত্রী প্রাথমিকভাবে জোর দিয়েছিলেন যে তার স্বামী, হরবিন্দর সিং আত্মহত্যা করেছে, কিন্তু জিজ্ঞাসাবাদের সময় ঘটনার কথা স্বীকার করেছে। প্রায় দুই বছর আগে সেনাবাহিনী থেকে অবসর নিয়েছিলেন এবং দিল্লি-ভিত্তিক সেনা কোচিং ইনস্টিটিউটে কাজ করছিলেন। তিনি তার স্ত্রী ও দুই নাবালক সন্তান নিয়ে থাকতেন। অভিযুক্তের খোঁজে পুলিশ তল্লাসি অভিযান শুরু করেছে। হিন্দুস্থান সমাচার /সঞ্জয়

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

আপনার ফুসফুসকে ভালো রাখবে এই খাবারগুলো

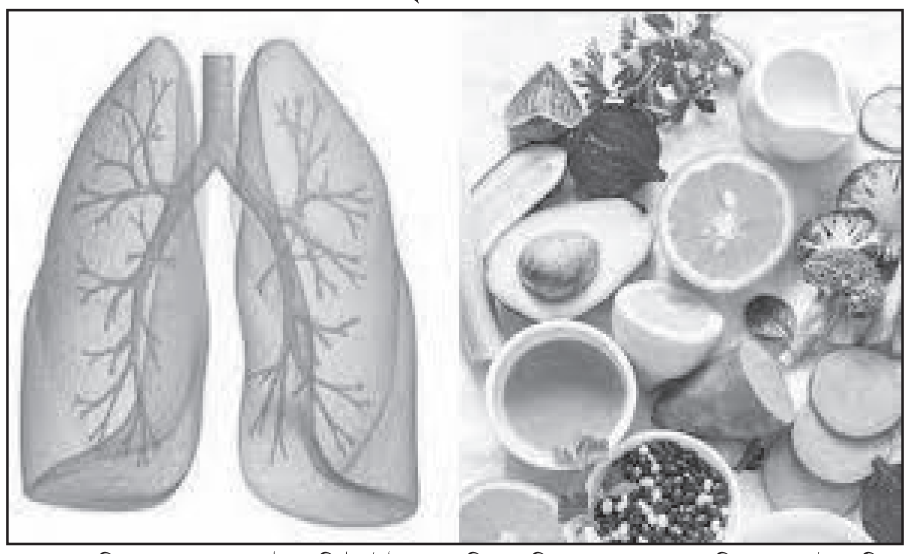

ফুসফুস জনিত রোগ বাড়ছে। এই রোগে আক্রান্ত হলে এটি দীর্ঘমেয়াদি অসুস্থতা সৃষ্টি করে এবং মৃত্যুরও একটি প্রধান কারণ বলে মনে করা হয়। অথচ ব্যক্তি ও সমাজ পর্যায়ে কিছু সতর্কতা ও বিধিনিষেধ অবলম্বন করলে এ রোগ প্রতিরোধ করা যায়।

আমরা শ্বাস-প্রশ্বাস নেওয়ার জন্য প্রতিদিন প্রায় ২৫ হাজার বার ফুসফুসের ব্যবহার করি।

ফুসফুসের বিভিন্ন রোগ হয় যেমন-ক্যান্সার, নিউমোনিয়া, ক্রনিক অবস্ট্রাকটিভ পালমোনারি ডিজিস ও অ্যাজমা শরীরের অক্সিজেন শোষণে সীমাবদ্ধতা তৈরি করে।

বিশেষজ্ঞদের মতে, ফুসফুস ভালো রাখতে মেনে চলা উচিত তাজা খাবার। মিষ্টি কুমড়া, পেঁপে, শাক, বাঁধাকপি, বেল পেপার, পেয়ারা, কালো বিন, ডাল, স্যালমন ও বাদামি আলু ফুসফুসের জন্য ভালো খাবার।

ক্যারোটিন: ক্যারোটিন পরিবারের বিটা-ক্রিপ্টোজানথিন এবং লিউটেইন ও জিজানথিনের সংমিশ্রণ ফুসফুসের ক্যান্সার প্রতিরোধ করে। বিটা-ক্রিপ্টোজানথিন সবচেয়ে বেশি রয়েছে মিষ্টি কুমড়া ও পেঁপেতে। শরীরে লিউটেইন ও জিজানথিনের জোগান দিতে খাবারে রাখুন সবুজ শাকসবজি।

অ্যান্টি অক্সিডেন্ট ও ভিটামিন সি: ঠাণ্ডা লাগলে ভিটামিন সি প্রচুর পরিমাণে খাওয়া উচিত। গবেষণায় আরো পাওয়া গেছে, ফুসফুসের ইনফেকশন ও নিউমোনিয়াতেও অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট দারুণ উপাদেয়। জার্নাল অব রয়েল সোসাইটি অব মেডিসিনে ২০০৭ সালে করা পাঁচটি গবেষণার রিভিউতে বলা হয়, তিনটি গবেষণায় প্রমাণ হয়েছে- ভিটামিন সি নিউমোনিয়ার প্রতিষেধক। বাকি দুটি গবেষণায় পাওয়া গেছে ভিটামিন সি''র থেরাপিউটিক প্রভাব সম্পর্কিত তথ্য। ভিটামিন সি''র উত হিসেবে বাছাই করতে পারেন কমলা, হলুদ বেল পেপার ও পেয়ারা।

ফলেট: প্রচুর পরিমাণে ফলেট গ্রহণ ক্রনিক অবস্ট্রাকটিভ পালমোনারি ডিজিস, এমফিসেমা, ব্রঙ্কাইটিজ ও অ্যাজমা থেকে ফুসফুসকে সুরক্ষিত রাখে। এশিয়া-প্যাসিফিক জার্নাল অব ক্লিনিক্যাল নিউট্রিশনে প্রকাশিত ২০১০ সালের এক গবেষণায় বলা হয়, শ্বাস-প্রশ্বাস বাধাপ্রাপ্ত হওয়ার অন্যতম কারণ ফলেটজাতীয় খাবার কম খাওয়া। ডাল ও কালো বিনে রয়েছে ফলেট, যা ফুসফুসের কার্যপ্রণালিকে সঠিকভাবে অব্যাহত রাখে।

ভিটামিন বি৬: ফুসফুসকে সুরক্ষা দেয়ার পাশাপাশি এটি ফুসফুসের ক্যান্সার প্রতিরোধ করে। ২০১০ সালে জার্নাল অব দ্য আমেরিকান মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশনে প্রকাশিত একটি গবেষণায়, ৩ লাখ ৮৫ হাজার ধূমপায়ী ও অধূমপায়ীর রক্তের নমুনা পরীক্ষা করা হয়। ফলাফলে দেখা গেছে, যাদের রক্তে ভিটামিন বি-৬ এর মাত্রা বেশি, তাদের ফুসফুস ক্যান্সারে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা কম।

লাসা জ্বর কী জেনে নিন

বায়ুর প্রবাহে কেমন প্রভাব পড়ে মঙ্গলগ্রহের পৃষ্ঠদেশে? চমতার ছবি প্রকাশ করেছে ইউরোপীয় স্পেস এজেন্সি মঙ্গলগ্রহের পৃষ্ঠদেশের একটি চমতার ছবি শেয়ার করেছে ইউরোপীয় স্পেস এজেন্সি। সেই সঙ্গে বিস্তারিত ভাবে এও জানানো হয়েছে লালগ্রহের পৃষ্ঠদেশে বায়ুপ্রবাহ ঠিক কীভাবে প্রভাব ফেলে। বলা ভাল, বায়ুর প্রভাবে মঙ্গলগ্রহের পৃষ্ঠদেশে কীভাবে এবং কী কী ভাস্কর্য তৈরি হয়, সেটাই এই ছবিতে দেখা গিয়েছে। লালগ্রহের দক্ষিণ ভাগের হাইল্যান্ড বা উচ্চ এলাকায় রয়েছে। এই গহ্বর অঞ্চল দেখা গিয়েছে ইউরোপীয় স্পেস এজেন্সির শেয়ার করা ছবিতে। অরবিট থেকে ইএসএ এবং র মাধ্যমে এই ছবি তোলা হয়েছে। এই ছবিতে যে কৃত্রিম রঙ দেখা গিয়েছে সেগুলো — র ক্যামেরার মাধ্যমে ব্যবহৃত হয়েছে। এর ফলে লালগ্রহের পৃষ্ঠদেশের খনিজ উপাদান ইনফ্রারেড ওয়েভ লেংথে দেখা গিয়েছে। আসলে অত্যন্ত পাতলা বায়ুমণ্ডল, শক্তিশালী বায়ুপ্রবাহ এবং প্রচুর পরিমাণে ধুলো একত্রিত হয়ে মঙ্গলগ্রহের উপর বিভিন্ন প্রাকৃতিক গঠন তৈরি করে। ইউরোপীয় স্পেস এজেন্সি বা ইএসএ, এই ছবি শেয়ার করেছে ইনস্টাগ্রামে। সেখানে বায়ু প্রবাহের ফলে সৃষ্ট বিভিন্ন গঠনই দেখা গিয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে বা এবড়োখেবড়ো টিবি জাতীয় জিনিস, বা বায়ুপ্রবাহের ফলে সৃষ্ট ঢেউয়ের মতো একপ্রকার জিনিস এবং ধুলোর গতিপথ। মূলত মঙ্গলগ্রহের দক্ষিণ ভাগের উঁচু এলাকায় বা গহ্বরের কাছে এই চিত্র দেখা গিয়েছে। এই ধরনের বিশৃঙ্খল ভূখণ্ডের মতো দৃশ্য মঙ্গলগ্রহ জুড়েই দেখা যায়। ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকে বিভিন্ন আকার আয়তনের পাথর। এর ফলে টোপোগ্রাফি বিঘ্নিত হয়। মূলত এই অংশে অনিয়মিত নব। কনিকাল বা শঙ্কু আকৃতির ঢিবি, রিজ, সমতল শীর্ষ যুক্ত পাহাড় যা মেসা নামে পরিচিত, সেটাও দেখা যায়। একসঙ্গেই এইসব ফিচার লক্ষ্য করা যায়। মাঝে মাঝেই মঙ্গলগ্রহের আশ্চর্য সব ছবি শেয়ার করে ইউরোপীয় স্পেস এজেন্সি। কিছুদিন আগে তারা এমন একটি ছবি শেয়ার করেছিল যা দেখলে একঝলকে মনে হবে যেন ওভেনে রেড ভেলভেট কেক তৈরি হয়েছে। তবে আসলে কিন্তু এই ছবি মোটেও তা নয়। বরং মঙ্গলগ্রহের পৃষ্ঠদেশে এমন দৃশ্য দেখা গিয়েছে। আর তা ধরা পড়েছে ট্রেস গ্যাস অরবিটার বা টিজিও- তে। এই ছবি দেখে অবাক হয়েছিলেন ইউরোপীয় স্পেস এজেন্সির বৈজ্ঞানিকরাও। তাঁরাও বলেছেন, একঝলক দেখলে মনে হবে যেন রেড ভেলভেট কেকের উপর মিহি চিনির গুঁড়ো ছড়ানো রয়েছে। যে সাদা গুঁড়ো বস্তুকে মিহি চিনির গুঁড়োর সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে সেটা আসলে মঙ্গলগ্রহে থাকা ওয়াটার-আইস থেকে এসেছে। আর যে গাঢ় লালচে আভা দেখা গিয়েছে সেটা হল রুক্ষ মাটি (রাস্টি মার্সিয়ান সয়েল)।

দীপিকার চুল ও ত্বকের সৌন্দর্যের আসল রহস্য ফাঁস

দীপিকা পাড়ুকোণের নাম শুনলেই সেই জমকালো এক হাসি ও আত্মবিশ্বাসে টইটুম্বর ব্যক্তিত্ব চোখের সামনে ভাসে। হিন্দি ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিতে সবচেয়ে জনপ্রিয় ও সুন্দরী অভিনেত্রীদের মধ্যে অন্যতম। ব্যতিক্রমী স্ক্রিন উপস্থিতি ও চোখ ধাঁধানো এক স্টাইল ছাড়াও দীপিকার ত্বক ও চুল ভক্তদের কাছে এক কৌতূহলের বিষয়।

গেহরাইয়াঁ মুক্তি পাওয়ার পর থেকেই ভক্তদের কাছে আরও আকর্ষণীয় হয়ে গিয়েছেন। নো-মেকআপ লুকে দীপিকা যে আরও সুন্দরী, তা সিনেমার পর্দায় দেখা গিয়েছে। রোম্যান্টিক মুহূর্তগুলিতে দীপিকার ত্বক ও চুলের সৌন্দর্য আলাদা করে মুগ্ধ করে। তবে দীপিকার এই চোখধাঁধানো সৌন্দর্যের পিছনে যে যে রহস্যগুলি এতদিনে প্রকাশ পায়নি, সেগুলি এবার সামনে আসতে চলেছে।

ত্বকের যত্ন

মননশীলতাই চাবিকাঠি- সৌন্দর্য সবসময় বাইরে প্রকাশ পাবেন তা কখনও নয়। সুস্থ ও ভাল ত্বক ও চুলের জন্য দীপিকা যোগব্যায়াম, ধ্যান করেন। যা ভিতর থেকে প্রাকৃতিক আভা এনে দেন। এই আভা কোনও পণ্য এনে দিতে পারে না। সৌন্দর্য বজায় রাখার জন্য প্রচুর পরিমাণে জল পান করেন দীপিকা। জুস থেকে শুরু করে স্যুপ, নারকেলের জল-শরীরকে ভালভাবে হাইড্রেট করা উচিত।

নো-মেকআপ ঘুম- শ্যুট শেষে দীপিকা কখনও মেকআপ তুলতে ভোলেন না। সে যত রাতই হোক না কেন। মুখ থেকে সমস্ত মেকআপ, ময়লা তুলে ফেলতে পছন্দ করেন তিনি।

রাতে ত্বকের যত্নের রুটিন- নাইট স্কিনকেয়ার রুটিন মেনে চলার পক্ষপাতী দীপিকা। ভাল সিরাম, নাইটক্রিম, চোখের ক্রিম ব্যবহার করতে পছন্দ করেন তিনি। তাতে ত্বক থাকে যথেষ্ট পুষ্টিকর।

স্কিন রোলার- ত্বকে রক্ত সঞ্চালন বৃদ্ধি করতে ও ব্যবহৃত পণ্যগুলি ত্বকের ভিতরে প্রবেশ করতে পারে, তারজন্য ত্বকের রোলার বা ফেস টুল প্রয়োগ করতে ভালবাসেন।

মুখের যোগব্যায়াম- ফাইন লাইনস কমাতে ও ত্বককে টানটান রাখতে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে মুখ যোগব্যায়াম করার পক্ষে তিনি।

চুলের যত্ন

নারকেল তেল- বেশ কয়েকটি প্রতিবেদন অনুসারে, দীপিকা স্বাস্থ্যকর তুলের জন্য একটি ভাল নারকেল তেল ব্যবহার করতে ভালবাসেন। রাসায়নিক ও দূষণের কারণে চুলের ক্ষতি দূর হতে পারে।

তাপ রক্ষাকারী স্প্রে --- চুলে নিয়মিত স্টাইলিংয়ের জন্য দীপিকা অন্যতম। চুলের স্টাইল শুরু করার আগে একটি ভাল তাপ রক্ষাকারী ব্যবহার করেন। এটি চুলকে ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা করতে সাহায্য করে।

খোঁপা- সারাদিন একটি অগোছালো টপ-নট বানে আপনার চুল বেঁধে রাখুন। গো-টু হেয়ারস্টাইলের জন্য দীপিকা এই স্টাইল মেনে চলেন।

সঠিক খাওয়া এবং ওয়ার্ক আউট- এই হ্যাকটি আপনার চুল, ত্বক, শরীর এবং মনের জন্য বিস্ময়কর কাজ করবে। দীপিকা পুষ্টিকর খাবার খেতে এবং বাইরে থেকে সুন্দর দেখতে ঘাম ঝরাতে বিশ্বাসী।

তারা খসে পড়ছে? নাকি তারার মৃত্যুদৃশ্য?

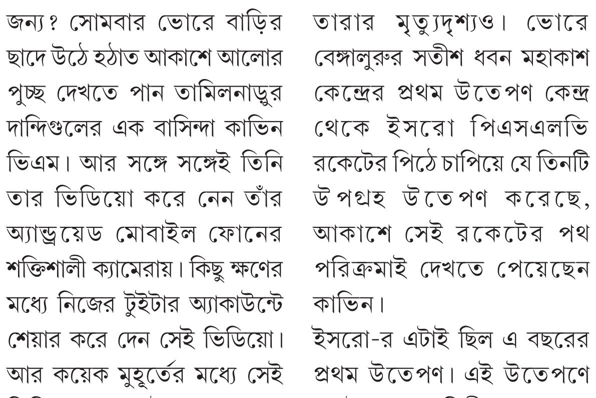

ওটা কী? কোনও তারা খসে পড়ছে নাকি? নাকি কোনও তারার মৃত্যুদৃশ্য? নাকি ভিনগ্রহীদের পাঠানো কোনও যান, পার্থিব সভ্যতার উপর নজরদারির জন্য? সোমবার ভোরে বাড়ির ছাদে উঠে হঠাত আকাশে আলোর পুচ্ছ দেখতে পান তামিলনাড়ুর দান্দিগুলের এক বাসিন্দা কাভিন ভিএম। আর সঙ্গে সঙ্গেই তিনি তার ভিডিয়ো করে নেন তাঁর অ্যান্ড্রয়েড মোবাইল ফোনের শক্তিশালী ক্যামেরায়। কিছু ক্ষণের মধ্যে নিজের টুইটার অ্যাকাউন্টে শেয়ার করে দেন সেই ভিডিয়ো। আর কয়েক মুহূর্তের মধ্যে সেই ভিডিয়ো প্রায় ভাইরাল হয়ে যায় নেটমাধ্যমে।

ভোরের আকাশে কী দেখেছেন জানতেন না কাভিন। তাই সেই ভিডিয়ো নিজের টুইটার অ্যাকাউন্টে দিয়ে তিনি জানতে চান আকাশে এটা কী দেখা গিয়েছে? কারও জানা থাকলে তাঁকে যেন সেটা জানানো হয়, এমন অনুরোধও জানান কাভিন। এর পর নেটমাধ্যমেই তাঁকে জানানো হয়, এটা কোনও ভিনগ্রহীদের যান নয়। নয় কোনও তারা খসার ঘটনা। বা কোনও তারার মৃত্যুদৃশ্যও। ভোরে বেঙ্গালুরুর সতীশ ধবন মহাকাশ কেন্দ্রের প্রথম উতেপণ কেন্দ্র থেকে ইসরো পিএসএলভি রকেটের পিঠে চাপিয়ে যে তিনটি উপগ্রহ উতেপণ করেছে, আকাশে সেই রকেটের পথ পরিক্রমাই দেখতে পেয়েছেন কাভিন।

ইসরো-র এটাই ছিল এ বছরের প্রথম উতেপণ। এই উতেপণে একই সঙ্গে পৃথিবীর কক্ষপথে পাঠানো হয় তিনটি উপগ্রহকে। তার অন্যতম ভূপর্যবেক্ষণকারী উপগ্রহ ''ইওএস-০৪''। অন্য দু'টি ''ইনস্পায়ারস্যাট-১'' এবং ''ইনস্যাট-২ডি''। ইওএস-০৪ উপগ্রহটিকে পাঠানো হয় ভূপৃষ্ঠ থেকে ৫২৯ কিলোমিটার উপরে পৃথিবীর একটি কক্ষপথে।

কী আছড়ে পড়তে চলেছে চাঁদে, তৈরি হবে কতটা বড় গহ্বর, কৌতূহলে বিজ্ঞানীরা

চাঁদে কী আছড়ে পড়তে চলছে সপ্তাহদু''য়েকের মধ্যে? কোনও বড় গ্রহাণু? নাকি বিশাল কোনও উল্কাপিণ্ড? নাকি সৌরমণ্ডলের বাইরে থেকে আসা কোনও মহাজাগতিক আগন্তুক?

বিশ্বের জ্যোতির্বিজ্ঞানী মহল এখন এই কৌতূহলেই আলোড়িত। যা-ই আছড়ে পড়ুক না কেন, তার অভিঘাত কতটা হবে? চাঁদের বুকে সেই অভিঘাতে তৈরি হবে কতটা বড় গহ্বর? সেই গহ্বরের অতলে নজর ফেলে আগামী দিনে চাঁদের পিঠের নীচে লুকিয়ে থাকা খনিজের খোঁজ মিলবে কি? এই সাতসতেরো প্রশ্নই এখন ঘুরপাক খাচ্ছে জ্যোতির্বিজ্ঞানী মহলে।

তবে যা-ই আছড়ে পড়ুক না কেন তার অভিঘাতে যে বিশাল একটি গহ্বর চাঁদের বুকে তৈরি হতে চলেছে তা নিয়ে কোনও সংশয় নেই বিজ্ঞানীদের। তাই ভারতের মহাকাশ গবেষণা সংস্থা ইসরো-র চাঁদের কক্ষপথে পাঠানো চন্দ্রযান-১ কে বেঙ্গালুরুর গ্রাউন্ড স্টেশন থেকে ইতিমধ্যেই নির্দেশ পাঠানো হয়েছে চাঁদের বুকে কোনও কিছুর আছড়ে পড়ার ঘটনার উপর নজর রাখতে। আছড়ে পড়ার পর তার অভিঘাতে চাঁদের বুকে কতটা বড় গহ্বর তৈরি হয় সেটাও জরিপ করতে। একই নির্দেশ পাঠানো হয়েছে চাঁদের কক্ষপথে থাকা নাসার ''লুনার রিকনাইস্যান্স অরবিটার (এলআরও)''-কেও।

চাঁদের বুকে যে দিনপনেরোর মধ্যে খুব বড় কিছু আছড়ে পড়তে চলেছে প্রথম তা বুঝতে পারেন বিল গ্রে নামে এক জ্যোতির্বিজ্ঞানী। যিনি প্রজেক্ট প্লুটো সফওয়্যার ব্যবহার করে বেশ কিছু দিন ধরেই পৃথিবীর কাছেপিঠে থাকা মহাজাগতিক বস্তুগুলির (''নিয়ার-আর্থ অবজেক্টস'' বা এনইও) উপর নজর রেখে চলেছেন। এনইও-গুলি আদতে ছোট, বড়, মাঝারি আকারের গ্রহাণু। যারা মঙ্গল ও বৃহস্পতির মাঝখানে থাকা গ্রহাণুপুঞ্জর বাসিন্দা নয়। আছে পৃথিবীর কাছেপিঠেই। এরা পৃথিবীর উপর হামলে পড়লে তা সভ্যতার পক্ষে খুব বিপজ্জনক হয়ে উঠতে পারে বলেই এদের উপর নজর রাখা হয় নিয়মিত ভাবে। নজর রাখে নাসাও।

জ্যোতিবির্জানী বিল গ্রে-ই প্রথম গত সপ্তাহে চাঁদের কাছেপিঠে থাকা বিভিন্ন মহাকাশযান ও মহাজাগতিক বস্তুর বর্তমান ও সম্ভাব্য পরবর্তী গতিপথ খতিয়ে দেখে জানান, চাঁদের বুকে মার্চের ৪ তারিখে বড় কিছু আছড়ে পড়তে চলেছে। তাঁর ধারণা ছিল সেই বস্তুটি কোনও গ্রহাণু বা উল্কাপিণ্ড নয়, সেটি আদতে এলন মাস্কের সংস্থা স্পেস এক্স তাদের ডিসকভার মহাকাশযানটিকে যে ফ্যালকন-৯ রকেটের পিঠে চাপিয়ে পাঠিয়েছিল মহাকাশে, তারই বিশাল একটি অংশ। যা উতেপণ করা হয়েছিল ২০১৫ সালে। জ্যোতির্বিজ্ঞানের পরিভাষায় যার নাম ''২০১৫-০০৭বি''।

কিন্তু নাসা পরে জানায় স্পেস এক্স এর রকেটের চাঁদের কাছাকাছি পৌঁছনোর সম্ভাবনা কম। তার পরেই জ্যোতির্বিজ্ঞানী গ্রে তাঁর ভুল শুধরে নিয়ে টুইট করে জানিয়েছেন, চাঁদের বুকে মার্চে আছড়ে পড়বে না ২০১৫-০০৭বি। বরং চাঁদে আছড়ে পড়তে চলেছে চিনের মহাকাশযান শ্যাঙ্গে-৫টি-১ এর বিশাল একটি অংশ। এর উতেপণ হয়েছিল ২০১৪ সালে। তবে চাঁদের যে জায়গাটিতে তা আছড়ে পড়তে পারে বলে গ্রে আগে জানিয়েছিলেন, এটিও তার আশপাশের কয়েক কিলোমিটারের মধ্যেই পড়বে বলে পূর্বাভাস দিয়েছেন। গ্রে জানিয়েছেন, স্পেস এক্স এর রকেটে আর তেমন জ্বালানি অবশিষ্ট নেই বলে সেটির পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে ফের ঢুকে পড়ার সম্ভাবনা নেই বললেই চলে। সেটি চাঁদ থেকে অনেকটা দূরেও রয়েছে। জ্বালানি কম বলে তার পক্ষে সেই দূরত্ব পেরনোও সম্ভব হবে না। অকেজো অবস্থায় স্পেস এক্স এর রকেটের ওই অংশটি কক্ষপথেই ঘুরতে থাকবে। মহাকাশের আবর্জনা (''স্পেস ডেব্রি'') হয়ে। তবে শ্যাঙ্গে-৫টি-১ যে দূরত্বে রয়েছে তাতে গ্রে নিশ্চিত সেটি দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে চাঁদের দিকেই। সেটিই আগামী ৪ মার্চ আছড়ে পড়বে চাঁদের বুকে। তার অভিঘাতে চাঁদের বুকে তৈরি হবে বিশাল গহ্বরও।

ফলের রস পান করার পাশাপাশি ত্বকেও অল্প লাগিয়ে নিন

প্রতিদিনের খাদ্যতালিকায় ফল রাখলে শরীরের একাধিক সমস্যা দূর হয়ে যায়। এর পাশাপাশি চুল ও ত্বক হয়ে ওঠে সুন্দর। কিন্তু আপনি কি জানেন ফল খাওয়ার পাশাপাশি আপনি যদি ত্বকে ফলের রস মাখেন, তাহলেও কাজ মিলবে দ্বিগুণ। ফল যেহেতু একটি প্রাকৃতিক উপাদান, তাই এর কোনও পার্শপ্রতিক্রিয়া নেই। উপরন্ত, এটি ত্বকে একটি প্রাকৃতিক উজ্জ্বলতা এনে দেয়। তাছাড়া আপনি যদি একটু লক্ষ্য করেন, তাহলে দেখবেন বাজারে যে সব প্রসাধনী পণ্য পাওয়া যায় তার মধ্যে অনেক কিছুতেই ফলের নির্যাস অন্তর্ভুক্ত থাকে। কিন্তু আপনি যদি সেই প্রসাধনী পণ্যগুলির বদলে সরাসরি ফল ত্বকে ব্যবহার করেন তাহলে আরও উপকৃত হবেন। আপনি যদি এখন ভাবেন যে কোন ফলের রস কীভাবে ব্যবহার করবেন, তাহলে দেখে নিন

গাজরের রস- অনেক মহিলা দীপ্তিময় উজ্জ্বলতার জন্য গাজর খেতে পছন্দ করেন। ত্বককে ভেতর থেকে উজ্জ্বল করার পাশাপাশি অন্যান্য সমস্যা দূর করতেও এটি কার্যকর বলে বিবেচিত হয়। খাওয়ার পাশাপাশি গাজরের রসও মুখে লাগাতে পারেন। ফেসপ্যাকে মেশানোর পাশাপাশি সরাসরি মুখেও লাগাতে পারেন। এর জন্য একটি পাত্রে ২ থেকে ৩ চামচ গাজরের রস নিয়ে তুলোর সাহায্যে মুখে লাগান। ১০ মিনিট পর জল দিয়ে মুখ ধুয়ে ফেলুন।

কমলালেবুর রস- দাগ বা পিম্পলের সমস্যা যদি থেকে যায়, তাহলে কমলালেবুর খোসা তার জন্য খুবই উপকারী বলে মনে করা হয়। এটি মুখের অতিরিক্ত তেল দূর করতে সাহায্য করে। আপনি চাইলে কমলালেবুর খোসার পরিবর্তে কমলালেবুর রসও ব্যবহার করতে পারেন। একটি পাত্রে ১ চা চামচ কর্নস্টার্চ নিয়ে তাতে কমলালেবুর রস মিশিয়ে পেস্ট তৈরি করুন। এতে আধা চা চামচ মধু মেশান। এবার এটি মুখে লাগিয়ে ১৫ মিনিট রেখে দিন। ১৫ মিনিট পর হালকা গরম জল দিয়ে মুখ ধুয়ে ফেলুন।

স্ট্রবেরির রস- ট্যানিংয়ের সমস্যা দূর করতে স্ট্রবেরিকে খুবই উপকারী মনে করা হয়। এর জন্য স্ট্রবেরির রস নিন এবং তাতে বেসন মিশিয়ে নিন। উভয় উপাদান মিশ্রিত করার পরে, একটি পেস্ট তৈরি করুন এবং তারপর আপনার মুখে লাগান। ১৫ মিনিট লাগানোর পর জল দিয়ে মুখ ধুয়ে ফেলুন। ট্যানিংয়ের সমস্যা বেশি হলে হলুদ, দই-এর মতো জিনিসও এতে মেশাতে পারেন।

আমলকীর রস- ত্বক ও চুল সুস্থ রাখতে আমলকীকে নানাভাবে ব্যবহার করা হয়। এতে উপস্থিত অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট এবং ভিটামিন সি বৈশিষ্ট্য বার্ধক্য এবং অন্যান্য ত্বকের সমস্যা নিরাময়ে সাহায্য করে। এর জন্য আমলকীর রস এবং অ্যালোভেরা জেল মিশিয়ে মিশ্রণটি তৈরি করুন। এবার এই মিশ্রণে একটি শুকনো শিট মাস্ক ডুবিয়ে তারপর মুখে লাগান। ১৫ মিনিট রাখার পর তুলে ফেলুন। মুখ শুষ্ক হতে শুরু করলে জল দিয়ে মুখ ধুয়ে ফেলুন।

লতাজির প্রিয় ছিল ধনে মটন কারি

তাঁর সুরেলা কণ্ঠ কখনও বিলীন হবে না। তাঁর সোনার মত মন ও কণ্ঠ যতদিন মানবসভ্যতা বিরাজ করবে, ততদিন সকলের হৃদয়ে তিনি রানীর মতোন অধিষ্ঠান করবেন। একসময় তিনিই বলেছেন, আমি কখনও গান ছেড়ে থাকতে পারব না। যখন আমার মৃত্যু হবে, তখন আমার সঙ্গেই সঙ্গীত চলে যাবে। মিউজিকই প্রথম প্রেম। কিন্তু আরও একটি প্রেম হাবুডুবু খেতেন ভারতরত্ন লতা মঙ্গেশকর। সুস্বাদু খাবারের প্রতি তাঁর যে দুর্বলতা ছিল তা আর কারোর অজানা নয়। সবরকম খাবার খেতে পছন্দ করতেন তিনি। বিশেষ করে আচার, টক জাতীয় খাবার, জাঙ্ক ফুড খেতে ভালবাসতেন। তাঁর খাবারের প্রতি আকর্ষণের স্মৃতি এখনও তাজা ভক্তদের। সুরের রাণী নিজে যেমন খেতে ভালবাসতেন, তেমনি খাবার রান্না করতেও পছন্দ করতেন। এমনটাই জানিয়েছেন লতার বোন তথা অন্যতম কিংবদন্তী সঙ্গীতশিল্পী আশা ভেঁসলে। একটি সাক্ষাতারে তিনি জানিয়েছিলেন, লতাজি আমার রান্নার দারুণ ফ্যান ছিলেন।এমনকি লোকজনকে বলতেন যে আমার মতন রান্না আর কেউ করতে পারবে না। আমার মনে হয় উনি বিশেষ করে শামি কাবাব খেতে পছন্দ করতেন। আমাকে বেশ কয়েকবার অনুরোধ করেছিল বানিয়ে দিতে। তিনি আরও জানিয়েছেন, লতাদিদি মটন করিয়েন্ডার বা ধনে মটন কারি খেতেও পছন্দ করতেন। লতা মঙ্গেশকরের ভক্ত অগণিত। সারা বিশ্বেই তাঁর সুরেলা কণ্ঠের অনুরাগী রয়েছেন। তাঁকে শ্রদ্ধা জানানোর একমাত্র উপায়, তাঁর গাওয়া গানগুলি স্মরণ করে গেয়ে ওঠা। আরও একটি উপায় রয়েছে। তাঁর পছন্দের রেসিপি বানিয়ে তাঁকে শ্রদ্ধা জানানো। রবিবার বা বিশেষ দিনগুলিতে বাঙালি এমনিতেই মটনের নানান স্বাদের রেসিপি বানাতে আগ্রহী। সাদা ধোঁয়া ওঠা ভাতের সঙ্গে এক বাটি মটনের ঝোল , তাতে অবশ্যই আলু থাকতেই হবে, এমন মটন কারি বেশি পছন্দ বাঙালির। তবে আসন্ন রবিবার একটু অন্যরকমভাবে মটনের অসাধারণ স্বাদের রেসিপি বানিয়ে তাক লাগিয়ে দিতে পারেন। ধনে পাতা ও কাঁচালঙ্কার পেস্ট দিয়ে টক-ঝাল মটন কারি লতা মঙ্গেশকরের ছিল অন্যতম প্রিয় খাবার। লতাজিকে শ্রদ্ধা জানাতে এবার বাড়িতেই বানান করিয়েন্ডার মটন। কী কী লাগবে -দারচিনি, লবঙ্গ, এলাক, তেজপাতা— ১/৪ কাপ সরষের তেল— ১ টেবিলস্পুন ধনে গুঁড়ো— ১টেবিলস্পুন শুকনো লঙ্কা গুঁড়ো

— ৪টে আলু— ১কেজি মটন-৩-৪ টেবিলস্পুন ধনে পাতা ও কাঁচালঙ্কার পেস্ট— আধ কাপ দই— ৩টি পেঁয়াজ— গোটা রসুন,-১ টেবিলস্পুন আদা-রসুন পেস্ট -২-৩টে কাঁচা লঙ্কা।

বাংলাদেশে একইসঙ্গে করোনায় আক্রান্ত সুপ্রিম কোর্টের ১২ বিচারপতি

ঢাকা, ২৭ জুন (হি. স.) : বাংলাদেশে ফের নতুন করে বাড়ছে করোনার সংক্রমণ। দৈনিক সংক্রমণ দীর্ঘদিন বাদে ফের ১৬০০-র গন্ডি ছাড়িয়েছে। এবার একই সঙ্গে করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন সুপ্রিম কোর্টের আপিল ও হাইকোর্ট বিভাগের ১২ জন বিচারপতি। ফলে বিভিন্ন মামলার শুনানি বন্ধ হয়ে গিয়েছে। পরিস্থিতির কথা বিবেচনা করে আইনজীবীদের সহযোগিতার অনুরোধ জানিয়েছেন দেশের প্রধান বিচারপতি হাসান ফয়েজ সিদ্দিকী। সেই সঙ্গে প্রাণঘাতী ভাইরাসের বেলাগাম তাণ্ডবের কারণে ফের ভার্চুয়াল আদালত বসানো হতে পারে বলেও তিনি ইঙ্গিত দিয়েছেন।

সোমবার আদালতের কাজ শুরু হওয়ার পরে এজলাসে উপস্থিত অ্যাটর্নি এ এম আমিনউদ্দিনকে লক্ষ্য করে প্রধান বিচারপতি বলেন, 'বিচারপতি এম ইনায়েতুর রহিম, বিচারপতি রাজিক আল জালাল বিচারপতি ইকবাল কবীর সহ একইসঙ্গে ১২ জন বিচারপতি করোনায় আক্রান্ত হওয়ায় আদালত চালানোর কাজ কষ্টকর হয়ে দাঁড়াচ্ছে। পরিস্থিতি খারাপ হলে ফের হয়তো ভার্চুয়ালি আদালত বসানোর দিকে এগোতে হবে।' অ্যাটর্নি জেনারেল এ এম আমিনউদ্দিন প্রধান বিচারপতিকে আশ্বাস দেন, সব আইনজীবীই আদালত পরিচালনার ক্ষেত্রে সহযোগিতা করবেন।' প্রসঙ্গত, গত শনিবার পদ্মা সেতু উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সুপ্রিম কোর্টের আপিল ও হাইকোর্ট বিভাগের সব বিচারপতিকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। সেই আমন্ত্রণের পরেই বিচারপতিরা বিধি মেনে করোনা পরীক্ষা করান। তখনই ১২ বিচারপতির করোনা পজিটিভ ধরা পড়ে। হিন্দুস্থান সমাচার /

আশা ও আইসিডিএস কর্মীদের জন্য ৮ হাজারের ফোন দেওয়ার ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর

নবাবহাট, ২৭ জুন (হি. স.) : আশা ও আইসিডিএস-এর মেয়েদের জন্য ৮ হাজার টাকার ফোন দেওয়া হবে। সোমবার পূর্ব বর্ধমানের মাটি উৎসবের মঞ্চ থেকে আশাকর্মীদের পাশে দাঁড়িয়ে এই কথা ঘোষণা করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। পাশাপাশি তিনি ঘোষণা করেন, ১০ লাখ টাকা দিচ্ছি স্মার্ট কার্ডের জন্য, আরও ২০ হাজার স্মার্ট কার্ড বিলির জন্য তৈরি।'

এদিন মুখ্যমন্ত্রী মাটি উৎসবের মঞ্চ থেকে প্রথমে স্টুডেন্ট স্মার্ট কার্ডের কথা এবং পরে আশাকর্মীদের ফোন দেওয়ার কথা ঘোষণা করেন। রাজ্যের গ্রামীণ এলাকাগুলিতে কাজ করেন আশাকর্মীরা। আইসিডিএস কর্মীরাও একইভাবে গ্রামের বিভিন্ন প্রান্তে ঘুরে সরকারের নানা প্রকল্প সাধারণ মানুষের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেন। বাড়ি-বাড়ি ঘুরে তাঁরাই সাধারণ মানুষকে সরকারি প্রল্পের আওতায় আনেন। এদিকে সরকারি প্রকল্প নিয়ে কাজ করলেও অন্য সরকারি কর্মীদের মতো তাঁরা বাকি সুযোগ সুবিধা পান না। আর এবার তাঁদের হাতেই ৮ হাজার টাকার মোবাইল ফোন তুলে দেওয়ার কথা ঘোষণা করলেন মমতা। এদিনের সভা থেকে ১০০ দিনের প্রকল্প নিয়ে ফের কেন্দ্রকে নিশানা করেন মুখ্যমন্ত্রী। ১০০ দিনের টাকা দিচ্ছে না কেন্দ্র। এই অভিযোগ অনেক দিন আগে থেকেই করছিলেন মমতা। সোমবার বর্ধমানের সভা থেকে ফের এনিয়ে সরব হলেন

প্রসঙ্গত, সোমবার থেকে শুরু হয়েছে মুখ্যমন্ত্রীর ৩ দিনের জেলা সফর। গিয়েছেন তিনি দুই বর্ধমান জেলা সফরে। এদিন তাঁর হেলিকপ্টারে হাওড়া থেকে বর্ধমানে যাওয়ার কথা ছিল। কিন্তু শেষ মুহুর্তে তিনি সড়ক পথেই বর্ধমানের পথে রওনা দেন। হিন্দুস্থান সমাচার / সোনালি

বিক্ষুব্ধ মন্ত্রীদের দফতর কেড়ে নিল উদ্ধব সরকার, বাড়ছে দুই গোষ্ঠীর সংঘর্ষ

মুম্বই, ২৭ জুন (হি. স.) : একের পর ঘটনায় সরগরম মহারাষ্ট্রে। একনাথ শিন্ডে-সহ বিদ্রোহী শিবসেনা মন্ত্রীদের দফতর কেড়ে নিলেন মুখ্যমন্ত্রী উদ্ধব ঠাকরে। সেই সব দফতর অন্য মন্ত্রীদের হাতে সোমবার তুলে দিয়েছেন উদ্ধব। একনাথের হাতে থাকা নগর উন্নয়ন এবং এমএসআরটিসি দফতর দেওয়া হয়েছে সুভাষ দেশাইকে। আর এক বিদ্রোহী মন্ত্রী গুলাবরাও পাতিলের দফতরের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে অনিল পরবকে। এছাড়া উদয় সামন্ত, সন্দীপন ভূমারে দাদা ভুষের হাতে থাকা দফতরগুলি এখন থেকে সামলাবেন উদ্ধবের ছেলে আদিত্য ঠাকরে।

মহারাষ্ট্রের রাজনৈতিক মহল মনে করছে, এর থেকেই বোঝা যাচ্ছে, উদ্ধব এবার সর্বশক্তি দিয়ে শিন্ডে বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াই চালাতে চান। গত সপ্তাহেই ১৬ জন বিদ্রোহী বিধায়কের সদস্যপদ কেন খারিজ করা হবে না, জানতে চেয়ে তাঁদের চিঠি দিয়েছেন ডেপুটি স্পিকার নরহরি সীতারাম জিরওয়াল। সোমবার বিকেল পাঁচটার মধ্যে ওই বিদ্রোহীদের জবাব দিতে বলা হয়েছে।

এদিকে এদিন রাজ্যের বিভিন্ন এলাকায় উদ্ধব এবং শিন্ডে গোষ্ঠীর সমর্থকদের মধ্যে সংঘর্ষ শুরু হয়েছে। কোলাপুরের জয়সিংহপুরে বিদ্রোহী মন্ত্রী রাজেন্দ্র পাতিল এদরাওকর এবং উদ্ধবের সমর্থকদরে মধ্যে তুমুল সংঘর্ষ চলে। পুণেতে শিবসেনা সমর্থকরা বিদ্রোহী বিধায়কদের বিরুদ্ধে স্লোগান তোলেন। ব্যানারে বিদ্রোহীদের ছবিতে জুতো ছোড়া হয়। অনেক জায়গায় শিন্ডে এবং অন্য বিক্ষুব্ধ বিধায়কদের কুশপুতুল পোড়ানো হয়েছে।

৩০ জুন শুরু হচ্ছে বার্ষিক অমরনাথ যাত্রা; নিরাপত্তা নিয়ে বৈঠক, তাঁবু বসানোর কাজ প্রায় শেষ

জম্মু, ২৭ জুন (হি.স.): আর মাত্র দু"দিনের অপেক্ষা, তারপরই শুরু হতে চলেছে বার্ষিক অমরনাথ যাত্রা। আগামী ৩০ জুন থেকে শুরু হচ্ছে ৪৩-দিন ব্যাপী বার্ষিক অমরনাথ যাত্রা। শেষ হবে ১১ আগস্ট। করোনাভাইরাস অতিমারির জন্য বিগত দু"বছর বন্ধ ছিল অমরনাথ যাত্রা। এবারের অমরনাথ যাত্রাকে ঘিরে পুণ্যার্থীদের মধ্যেও এবার উৎসাহ তুঙ্গে।

কোনও ধরনের সন্ত্রাসী হামলার ঘটনা রুখতে যাবতীয় প্রস্তুতি নিয়েছে পুলিশ ও প্রশাসন। সোমবার কাশ্মীরের ইন্সপেক্টর জেনারেল অফ পুলিশ (আইজিপি) বিজয় কুমারের পৌরহিত্যে অমরনাথ যাত্রার সঙ্গে সম্পর্কিত উচ্চ পর্যায়ের নিরাপত্তা বৈঠক করা হয়। দক্ষিণ কাশ্মীরের অনন্তনাগ জেলায় এই বৈঠক হয়। বৈঠকে জিওসি ভিক্টর ফোর্স, আইজি সিআরপিএফ, বিএসএফ-এর ডিআইজি, আইটিবিপি, সিআরপিএফ এবং জম্মু-কাশ্মীর পুলিশ ছাড়াও দক্ষিণ কাশ্মীরের জেলার এসএসপি এবং সিও-রা উপস্থিত ছিলেন। ভক্তদের জন্য বালতাল বেস ক্যাম্পে তাঁবু বসানোর কাজ প্রায় শেষ। প্রশাসন সূত্রের খবর, শ্রী অমরনাথ তীর্থযাত্রীদের জন্য বালতাল বেস ক্যাম্পে তাঁবু স্থাপনের কাজ প্রায় শেষ হয়েছে। অমরনাথ তীর্থযাত্রীদের প্রথম ব্যাচ জম্মুর ভগবতী নগর-বেস ক্যাম্প ছেড়েছে। ৩০ জুন থেকেই শুরু হচ্ছে শ্রী অমরনাথ গুহা মন্দিরের বার্ষিক তীর্থযাত্রা।

আজই সন্ধ্যায় মুম্বই ফিরছেন শিন্ডে, জেড ক্যাটাগরির নিরাপত্তা বিদ্রোহী নেতাকে

মুম্বই, ২৭ জুন (হি. স.) : আদিত্য ঠাকরের প্রচ্ছন্ন হুমকি, বাড়ির সামনে ঠাকরে অনুগামীদের তাণ্ডব, বিধায়ক পদ খারিজের সিদ্ধান্তের বিরোধিতায় সুপ্রিম কোর্টে মামলা। টানটান উত্তেজনাময় পরিস্থিতিতে মুম্বই ফিরতে চলেছেন একনাথ শিন্ডে।

সূত্রের খবর, আজ সোমবার সন্ধে তিনি মুম্বই বিমানবন্দরে নামবেন। শিন্ডের মুম্বই আসার খবরে বিমানবন্দরের বাইরে বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি তৈরির আশঙ্কা রয়েছে। ঠাকরে পরিবার অনুগামী আম শিব সৈনিকদের প্রবল বিক্ষোভের মুখে পড়তে পারেন তিনি। তাই শিন্ডের নিরাপত্তা বাড়িয়ে জেড ক্যাটাগরি করা হল।

একনাথ শিন্ডে বিদ্রোহী হয়ে ওঠায় মহারাষ্ট্রে চাপে পড়েছে উদ্ধবের নেতৃত্বাধীন মহা বিকাশ আঘাড়ি সরকার। যত দিন গিয়েছে শিন্ডে শিবিরে শিবসেনা বিধায়কের সংখ্যা বেড়েছে। সরকার বাঁচানোর শেষ চেষ্টা হিসেবে আম শিব সৈনিকদের আবেগকে অঁকড়ে ধরেছেন উদ্ধব ঠাকরে। গত কয়েকদিন ধরে ঠাকরে অনুগামীরা বিদ্রোহীদের বাড়ি ও অফিসের সামনে বিক্ষোভ দেখাচ্ছিলেন। পাল্টা শক্তি দেখাতে পথে নেমেছেন শিন্ডের অনুগামীরা।

অন্যদিকে, উদ্ধব বাহিনী সংখ্যাগরিষ্ঠতা হারিয়েছে বলে সুপ্রিম কোর্টে পিটিশনে দাবি করেছেন শিন্ডেরা। বিদ্রোহীদের বিধায়ক পদ খারিজের নোটিস পাঠানো হয়েছে। সেই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে শীর্ষ আদালতে দ্বারস্থ হয়েছেন শিন্ডেরা।

মুসেওয়ালা হত্যা মামলা: লরেন্স বিষ্ণোইয়ের বাবা সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ, ১১ জুলাই শুনানি

নয়াদিল্লি, ২৭ জুন (হি. স.) : পঞ্জাবি গায়ক সিধু মুসেওয়ালা খুনের ঘটনায় গ্রেফতার গ্যাংস্টার লরেন্স বিষ্ণোইয়ের বাবা এবার সুপ্রিম কোর্টে দ্বারস্থ হলেন। তিনি অভিযোগ করেছেন, লরেন্স বিষ্ণোইকে পঞ্জাব পুলিশ বেআইনিভাবে আটক করেছে। পঞ্জাবের আইনজীবীরা এমনকি বিষ্ণোইয়ের মামলাও লড়ছেন না। শুনানির সময় সুপ্রিম কোর্ট বলেছে, অভিযুক্তরা লিগ্যাল এইড কমিটির কাছ থেকে আইনজীবী পেতে পারেন। আগামী ১১ জুলাই সুপ্রিম কোর্টে পরবর্তী শুনানি হবে।

উল্লেখ করা যেতে পারে, বিষ্ণোইয়ের আইনজীবী বিশাল চোপড়া অভিযোগ, পঞ্জাব পুলিশ ডাক্তারি পরীক্ষা করা এড়াতে চেষ্টা করছে। এমনটা করা বিষ্ণোইদের অধিকার লঙ্ঘন। লরেন্সকে থার্ড ডিগ্রি নির্যাতন করছে পঞ্জাব পুলিশ। তাকে মারধর করা হচ্ছে এবং পুলিশ নিজেই ডাক্তার ডেকে যথেচ্ছ চিকিৎসা করাচ্ছে। চোপড়ার দাবি, পঞ্জাব পুলিশের হেফাজতে থাকা অবস্থায় লরেন্সের জীবন হুমকির মুখে। সেক্ষেত্রে জিজ্ঞাসাবাদের ভিডিওগ্রাফি করা উচিত।

করোনায় আক্রান্ত অজিত পওয়ার, সান্নিধ্যে আসা সকলকে টেস্ট করানোর অনুরোধ

মুম্বই, ২৭ জুন (হি.স.): রাজনৈতিক সঙ্কটের মধ্যেই আরও এক নতুন সঙ্কট মহারাষ্ট্রে। রাজ্যপাল ও মুখ্যমন্ত্রীর পর এবার করোনাভাইরাসে সংক্রমিত হয়েছেন মহারাষ্ট্রের উপ-মুখ্যমন্ত্রী ও এনসিপি নেতা অজিত পওয়ার। সোমবার অজিত পওয়ার নিজেই টুইট করে করোনায় আক্রান্ত হওয়ার বিষয়টি জানিয়েছেন। টুইটে তিনি আবেদন জানিয়েছে, সম্প্রতি তাঁর সান্নিধ্যে যাঁরা যাঁরা এসেছিলেন, তাঁরা যে করোনা-পরীক্ষা করিয়ে নেন।

টুইট করে মহারাষ্ট্রের উপ-মুখ্যমন্ত্রী ও এনসিপি নেতা অজিত পওয়ার জানিয়েছেন, রবিবার আমি করোনা-পরীক্ষা করিয়েছিলাম; টেস্ট পজিটিভ এসেছে। আমি সুস্থ আছি এবং চিকিৎসকের পরামর্শ নিয়েছি। আপনাদের সকলের প্রার্থনায় আমি শীঘ্রই করোনাকে পরাজিত করে আপনাদের সেবায় ফিরতে পারব। যে কেউ আমার সংস্পর্শে এসেছিলেন তাঁদের সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত এবং লক্ষণগুলি দেখা দিলে অবিলম্বে করোনা পরীক্ষা করানো উচিত।

গণতন্ত্রকে বাঁচাতে, সংবিধান রক্ষার স্বার্থে বিরোধীদের ঐক্যবদ্ধ হতে হবে : মল্লিকার্জুন খাড়গে

নয়াদিল্লি, ২৭ জুন (হি.স.): গণতন্ত্রকে বাঁচাতে, সংবিধান রক্ষার স্বার্থে বিরোধীদের ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। বললেন প্রবীণ কংগ্রেস নেতা মল্লিকার্জুন খাড়গে।

খাড়গের কথায়, বিজেপির বিরুদ্ধে লড়াইয়ে আমাদের সবাইকে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। সোমবারই সংসদ ভবনে গিয়ে বিরোধী শিবিরের প্রার্থী হিসেবে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের জন্য মনোনয়ন পত্র জমা দিয়েছেন যশবন্ত সিনহা। যশবন্তের মনোনয়নে একছাতার তলায় এসেছে বিরোধী ঐক্য।

যশবন্ত সিনহার মনোনয়ন পত্র জমা দেওয়ার পর প্রবীণ কংগ্রেস নেতা মল্লিকার্জুন খাড়গে বলেছেন, গণতন্ত্রকে বাঁচাতে, সংবিধান রক্ষার স্বার্থে বিরোধীদের ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। বিজেপির বিরুদ্ধে লড়াইয়ে আমাদের সবাইকে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। ১৭টিরও বেশি দল আমাদের সমর্থন করছে। আমরা সবাই যশবন্ত সিনহাকে সমর্থন করছি।'

অগ্নিপথের বিরুদ্ধে ফের প্রতিবাদ আরজেডি-র, রাবড়ি দেবী বললেন এই প্রকল্প ঠিক নয়

পাটনা, ২৭ জুন (হি.স.): অগ্নিপথ নিয়োগ প্রকল্পের বিরুদ্ধে আবারও প্রতিবাদ-বিক্ষোভ প্রদর্শন করল রাষ্ট্রীয় জনতা দল। সোমবার বিহার বিধানসভা চত্বরে অগ্নিপথ প্রকল্পের বিরুদ্ধে স্লোগান দিতে থাকেন আরজেডি বিধায়করা। কেন্দ্রীয় সরকারের এই প্রকল্পকে "ঠিক নয়" বলে মন্তব্য করেছেন বিহারের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ও আরজেডি নেত্রী রাবড়ি দেবী। একইসঙ্গে তিনি দাবি করেছেন, বিক্ষোভ প্রদর্শনের সময় গ্রেফতার হওয়া পড়ুয়াদের বিরুদ্ধে দায়ের হওয়া এফআইআর প্রত্যাহারের দাবি জানাচ্ছি আমরা।

অগ্নিপথ নিয়োগ প্রকল্পের বিরুদ্ধে এর আগেও বিক্ষোভ দেখিয়েছিলেন আরজেডি কর্মীরা। সোমবার রাবড়ি দেবীর নেতৃত্বে বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হয়। এদিন রাবড়ি দেবী অগ্নিপথ প্রকল্পের বিরোধিতা করে বলেছেন, 'অগ্নিপথ প্রকল্পটি ঠিক নয়, আমরা জানি সরকার এই সিদ্ধান্ত ফিরিয়ে নেবে না। আমরা শুধুমাত্র বিক্ষোভ প্রদর্শনের সময় গ্রেফতার হওয়া পড়ুয়াদের বিরুদ্ধে দায়ের হওয়া এফআইআর প্রত্যাহারের দাবি জানাচ্ছি।'

নবাবহাটের প্রশাসনিক কর্মসূচি থেকে কিষান মান্ডির বেনিয়ম নিয়ে কড়া হুঁশিয়ারি মুখ্যমন্ত্রীর

নবাবহাট, ২৭ জুন (হি. স.) : পূর্ব বর্ধমানের নবাবহাটের গোদার মাঠের প্রশাসনিক কর্মসূচি থেকে বেনিয়ম নিয়ে কিষান মান্ডিগুলিকে ফের হুঁশিয়ারি দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এবার থেকে ধান না কিনে চাষিদের ফিরিয়ে দিলে বা সময়মতো কাজ না হলে এফআইআর করার নির্দেশ দিলেন তিনি।

সোমবার মাটি উৎসবের সূচনা মঞ্চ থেকে একাধিক প্রকল্পের খাতে কৃষকদের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে সর্বমোট ২ হাজার ৩০০ কোটি টাকা পাঠালেন মুখ্যমন্ত্রী। পাশাপাশি মনে করিয়ে দিলেন, কৃষকদের স্বার্থে সবসময় সক্রিয় রাজ্য সরকার। তাঁদের হিতে লাগাতার কাজ করছে নবান্ন। কিন্তু কৃষকদের স্বার্থ বিঘ্নিত হলে রাজ্য যে কড়া পদক্ষেপ করবে, অভিযুক্তদের ছেড়ে কথা বলবে না রাজ্য, তা কার্যত স্পষ্ট করে দিলেন মুখ্যমন্ত্রী।

এদিন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "আমি কিষান মান্ডি নিয়ে কিছু কিছু অভিযোগ পাচ্ছি। সরকার কৃষকদের থেকে ধান কেনার ঘোষণা করেছে। অথচ কিছু কিষান মান্ডি ধান কিনছে না। চাষিরা ধান বিক্রি করতে এলে ফিরিয়ে দিচ্ছে। সময়মতো কাজ করছে না।" এরপরই কৃষকদের উদ্দেশে মুখ্যমন্ত্রীর বার্তা, "আপনাদের থেকে ধান না কিনলে, সময়মতো কাজ না করলে সোজা বিডিও অফিসে চলে যান। অভিযোগ জানান। এফআইআর করুন। পুলিশকে বলছি, এই সমস্ত অভিযোগ পেলে দ্রুত ব্যবস্থা নিতে হবে। ফেলে রাখা চলবে না।" ইতিপূর্বে পুরুলিয়ার প্রশাসনিক সভা থেকেও কিষান মান্ডির বেনিয়ম নিয়ে কড়া বার্তা দিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। বেঁধে দিয়েছিলেন কিছু নিয়মনীতিও। এবার বেনিয়ম হলে সরাসরি এফআইআর করার নির্দেশ দিলেন তিনি।

প্রসঙ্গত, সোমবার থেকে শুরু হয়েছে মুখ্যমন্ত্রীর ৩ দিনের জেলা সফর। গিয়েছেন তিনি দুই বর্ধমান জেলা সফরে। এদিন তাঁর হেলিকপ্টারে হাওড়া থেকে বর্ধমানে যাওয়ার কথা ছিল। কিন্তু শেষ মুহুর্তে তিনি সড়ক পথেই বর্ধমানের পথে রওনা দেন। বর্ধমান শহরের পশ্চিম প্রান্তে থাকা নবাবহাট মোড়ের কাছে গোদা এলাকায় এদিন এক সরকারি অনুষ্ঠানে যোগ দেন মুখ্যমন্ত্রী। সেই অনুষ্ঠান থেকেই তিনি এদিন কড়া হুঁশিয়ারী দিলেন সেই সব ধানকল ও চালকল মালিকদের যাদের বিরুদ্ধে বার বার কৃষকদের কাছ থেকে ধান না কেনার অভিযোগ উঠছে। হিন্দুস্থান সমাচার / সোনালি

জমি দুর্নীতি মামলায় ইডির সমন পেয়ে হুঙ্কার শিবসেনা সাংসদ সঞ্জয় রাউতের

মুম্বই, ২৭ জুন (হি. স.) : 'চউল' জমি দুর্নীতিতে আর্থিক তছরূপ মামলার শিবসেনার সাংসদ সঞ্জয় রাউতকে সমন পাঠাল এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)। আগামীকাল ২৮ জুন মঙ্গলবার সঞ্জয় রাউতকে দক্ষিণ মুম্বইতে ইডি দফতরে হাজিরার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সমন পাওয়ার পর ইডির বিরুদ্ধে তোপ দেগেছেন রাউত। তিনি বলেন, "কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা ষড়যন্ত্র করছে। আজ মহারাষ্ট্রে আমরা বালাসাহেবের সৈনিকের একটি বড় যুদ্ধ করছি। আমাদের থামাতে ষড়যন্ত্র করা হচ্ছে। কিন্তু কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থাগুলিকে লেলিয়ে দিয়ে আমাদের থামানো যাবে না।" এর আগে প্রিভেনশন অব মানি লন্ডারিং অ্যাক্টের (পিএমএলএ) আওতায় সঞ্জয় রাউতের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করেছিল ইডি। উল্লেখ্য, মুম্বইয়ের একটি 'চউল' (বস্তি) পুননির্মাণের প্রকল্পে ১ হাজার ৩৪ কোটি টাকা তছরুপের অভিযোগ উঠেছিল। এই ঘটনায় তদন্তে নেমেই সঞ্জয় রাউতের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। যদিও ইডির পদক্ষেপে তিনি ভীত নন বলে নিজের প্রতিক্রিয়ায় জানিয়ে দিয়েছেন শিব সেনা নেতা।

জি-৭ শিখর সম্মেলনে অংশগ্রহণ প্রধানমন্ত্রীর; বাইডেন, মাক্রোঁ ও ট্রুডোর সঙ্গে কুশল বিনিময়

শ্লোস এলমাউ, ২৭ জুন (হি.স.): জার্মানির শ্লোস এলমাউতে জি-৭ শিখর সম্মেলনে অংশ নিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ও জি-৭ গোষ্ঠীভুক্ত দেশের নেতারা। সোমবার জার্মানির শ্লোস এলমাউতে বসেছে জি-৭ শিখর সম্মেলন। জি-৭ শিখর সম্মেলনে অংশ নিতে শ্লোস এলমাউতে পৌঁছনোর পর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে স্বাগত জানান জার্মান চ্যান্সেলর ওলাফ স্কোলজ। জি-৭ গোষ্ঠীর ভুক্ত দেশে নেতারা গ্রুপ ছবিও তুলেছেন। জি-৭ শিখর সম্মেলনে অংশ নেওয়ার প্রাক্কালে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন, ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট এমানুয়েল মাক্রোঁ, কানাডার প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডোর সঙ্গে দেখা করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তাঁদের সোনে কুশল বিনিময় করেছেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী। এরপরই শুরু হয় জি শিখর সম্মেলন।

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি
উন্নত মুদ্রণ
সাদা, কালো, রঙিন
নতুন ধারায়
রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস
জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন
প্রভূবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১
ফোন - ০৩৮১-২৩৮ ৪৯৮৪
ই-মেল ঃ rainbowprintingworks@gmail.com

আগরতলা কংগ্রেস ভবনের সামনে কংগ্রেস নেতারা অগ্নিপথ প্রকল্পের সত্যাগ্রহ আন্দোলন করেন।

প্রজ্ঞাভবনে দুদিনব্যাপী 'এপ্রেন্টিসশিপ রিফর্মস' বিষয়ক কর্মশালার উদ্বোধন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ জুন।। কারিগরি শিক্ষায় শিক্ষিত যুবদের কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে তাদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য বিশেষ উদ্যোগ নিল কেন্দ্রীয় দক্ষতা উন্নয়ন ও উদ্যোক্তা মন্ত্রক (এমএসডিই)। এই লক্ষ্যকে সামনে রেখে আজ থেকে আগরতলার প্রজ্ঞাভবনে শুরু হয়েছে দুদিনব্যাপী 'এপ্রেন্টিসশিপ রিফর্মস' বিষয়ক কর্মশালা। রিজিওনাল ডিরেক্টরেট অফ স্কিল ডেভেলপমেন্ট এন্ড এন্টারপ্রেনারশিপ ত্রিপুরা, উত্তর পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলির ব্যবস্থাপনায় এই গুরুত্বপূর্ণ কর্মশালার আয়োজন করা হয়। কর্মশালার উদ্বোধন করেন কেন্দ্রীয় সরকারের দক্ষতা উন্নয়ন ও উদ্যোক্তা মন্ত্রকের বিশেষ সচিব অতুল কুমার তিওয়ারি। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তরের বিশেষ সচিব অভিষেক চন্দ্রা। উদ্বোধকের বক্তব্যে কেন্দ্রীয় সরকারের বিশেষ সচিব অতুল কুমার তিওয়ারি বলেন, দক্ষতা উন্নয়ন এবং উদ্যোক্তা মন্ত্রক তরুণদের কর্মসংস্থান তৈরির ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে থাকে। এই মন্ত্রক সারা দেশে দক্ষতা উন্নয়নের ক্ষেত্রে সমন্বয় সাধন করে থাকে। এমএসডিই সেক্টর দক্ষ কর্মশক্তি সৃষ্টির লক্ষ্যে তরুণদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে। কারণ তাদের দক্ষতা শিল্পের উন্নয়নে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কেন্দ্রীয় সরকারের এই মন্ত্রক তরুণদের দক্ষ করে তুলতে এবং তাদের দক্ষতার মানোন্নয়নে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। কেন্দ্রীয় বিশেষ সচিব আরো বলেন, কেন্দ্রীয় সরকারের দক্ষতা উন্নয়ন ও উদ্যোক্তা মন্ত্রক পিএসইউ এবং অন্যান্য সংস্থাগুলিতে এপ্রেন্টিসশিপ নিয়োগের জন্য বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছে। উত্তর পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলিতে পিএসইউ অধিক সংখ্যায় না থাকলেও যতগুলি রয়েছে সেগুলিতে এপ্রেন্টিসশিপ রাখার উপর গুরুত্ব দেন কেন্দ্রীয় সচিব। পাশাপাশি এক্ষেত্রে রেজিস্ট্রেশনের উপরও তিনি গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি বলেন, দক্ষতা উন্নয়নের জন্য এপ্রেন্টিস নেওয়া খুবই প্রয়োজনীয়। কেন্দ্রীয় দক্ষতা উন্নয়ন ও উদ্যোক্তা মন্ত্রকেও এপ্রেন্টিস নেওয়া হয়। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথির বক্তব্যে শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তরের বিশেষ সচিব অভিষেক চন্দ্রা বলেন, পিএসইউ এবং অন্যান্য সংস্থাগুলিতে তুলনামূলকভাবে এপ্রেন্টিসের সংখ্যা বাড়েনি। তাই এই প্রক্রিয়াকে আরো এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। এখন ওয়ান ক্লিক রেজিস্ট্রেশন পদ্ধতির কারণে রেজিস্ট্রেশনের জন্য এপ্রেন্টিসদের অনেকটাই সুবিধা হবে। রাজ্যেও এপ্রেন্টিসশিপ রেজিস্ট্রেশনের মাধ্যমে এই ক্ষেত্রকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য তিনি আহ্বান জানান। পাশাপাশি যেসকল পিএসইউ গুলি রেজিস্ট্রেশন করেনি তাদের দ্রুত রেজিস্ট্রেশন করার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। এদিন উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট অতিথিদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন এমএসডিই''র ডিরেক্টর, এপ্রেন্টিসসিপ কে এস রাও, গুয়াহাটির রিজিওনাল ডিরেক্টরেট অফ স্কিল ডেভেলপমেন্ট এন্ড এন্টারপ্রেনারশিপের রিজিওনাল ডিরেক্টর এস মাথিভানান, অরুণাচল প্রদেশের ডিরেক্টরেট অফ স্কিল ডেভেলপমেন্টের ডিরেক্টর সুবু তাবিন, ত্রিপুরার স্কিল ডিরেক্টরেটের ডিরেক্টর সঞ্জয় চক্রবর্তী, ন্যাশনাল স্কিল ট্রেনিং আগরতলার প্রিন্সিপাল ডি এন শর্মা প্রমুখ। দুদিনব্যাপী এই কর্মশালায় উত্তর পূর্বের অন্যান্য রাজ্যগুলি থেকেও প্রতিনিধিরা অংশগ্রহণ করেন।

তেলিয়ামুড়ার ধান চাষীরা ক্ষতির মুখে

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ২৭ জুন।। একদিকে কৃষকদের জন্য বিভিন্ন প্রকল্প থাকলেও এমন অনেক কৃষক রয়েছেন যারা ওই প্রকল্প গুলি থেকে অঁধারেই থেকে গেছে। এদিকে বিগত কিছুদিন পূর্বে ভারী বর্ষণ এবং উৎপাদন কম হওয়াতে বুড়ো ধান চাষ করে এবছর ধান চাষীরা ক্ষতির সম্মুখীন। বুড়ো ধান ঘরে তুলে লাভের মুখ দেখতে পাবে না। এমনটাই আক্ষেপের সুরে জানায় তেলিয়ামুড়া মহকুমার সাউথ পুলিনপুর এলাকার এক বুড়ো ধান চাষী। প্রতিবছর আষাঢ়-শ্রাবণ মাসের মধ্যে ফসল কেটে বুড়ো ধান ঘরে তুলে থাকেন ধান চাষীরা। এবছরও বছরের এই সময়টিতে ধান চাষিরা বুড়ো ধান ঘরে তুলছে। কিন্তু এবছর বুড়ো ধান চাষ করে বেশ ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয়েছে ধান চাষীদের। এমনটাই দৃশ্য প্রত্যক্ষ করা গেল সোমবার তেলিয়ামুড়া মহকুমার সাউথ পুলিনপুর এলাকায় গিয়ে। এবছর বুড়ো ধান চাষ করা এক ধানচাষী জানায়, অন্যান্য বছরের তুলনায় এবছর বুড়ো ধানের ফলন ভালোই হয়েছে, কিন্তু ধান ঘরে তোলার প্রাক্কালে টানা কয়েকদিনের ভারী বর্ষণে তাদের ফলানো বুড়ো ধানের ক্ষেতের ব্যাপক ক্ষতি সাধন হয়।

ভারী বর্ষণের ঝরে যায় বুড়ো ধান গাছের ধানের ছড়া। ওই ধানচাষী আরো জানায়, এবছর তার ফলানো বুড়ো ধানের ক্ষেত থেকে যে জায়গায় ৩০ মন ধান আসার কথা থাকলেও মাত্র ১৫ মন ধান এসেছে। বাকি ধান সব নষ্ট হয়ে গেছে বর্ষার ফলে। ফলে চিন্তার ভাঁজ বুড়ো ধান চাষিদের মাথায় হাত।বিগত বছর তুলনামূলক ধান চাষ ভালো হলেও এই বছর বৃষ্টির কারণে চাষীরা বিপাকে মধ্যে দিয়ে ধান কাটতে হচ্ছে।

তবে ক্ষতিগ্রস্ত ধান চাষীরা জানান,বোরো ধান বিক্রি করে সংসারের যাবতীয় প্রতিপালন করে আসছে।কিন্তু এই বছর ধানক্ষেতে ধানের উৎপাদন কম হওয়াতে সংসার প্রতিপালন করতে গিয়ে খুবই কষ্টকর হবে। তবে তাদের দাবি সরকার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করেন ক্ষতিগ্রস্থ বুড়ো চাষিদের জন্য। যদিও কৃষকদের কৃষকদের স্বার্থ রক্ষার জন্য বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়নে অধরাই রয়ে গেছে।

দেশের অর্থনীতির বিকাশে বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার কৃষির উন্নয়নে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছে : কেন্দ্রীয় কৃষি প্রতিমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ জুন।। দেশের অর্থনীতির বিকাশে বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার কৃষির উন্নয়নে ও কৃষক কল্যাণে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছে। এজন্য নেওয়া হয়েছে বিভিন্ন পরিকল্পনা। কৃষকদের আয় দ্বিগুণ করার লক্ষ্যে এ সমস্ত কর্মসূচি বাস্তবায়িত হচ্ছে। আজ বিশালগড় মহকুমার গকুলনগরে সিপাহীজলা জেলার কৃষকদের সাথে এক মতবিনিময় সভায় একথা বলেন কেন্দ্রীয় কৃষি প্রতিমন্ত্রী কৈলাশ চৌধুরী। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কৃষিমন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহরায়, সিপাহীজলা জিলা পরিষদের সভাধিপতি সুপ্রিয়া দাস দত্ত, জিলা পরিষদের ক'ষি বিষয়ক স্থায়ী কমিটির সভাপতি বিশ্বজিৎ সাহা, বিশালগড় প'ায়েত সমিতির চেয়ারম্যান ছন্দা দেববর্মা, বিশালগড় মহকুমার মহকুমা শাসক বিনয়ভূষণ দাস এবং কৃষি ও উদ্যান দপ্তরের আধিকারিকগণ। মতবিনিময় সভায় কেন্দ্রীয় ক'ষি প্রতিমন্ত্রী আরও বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি উত্তর পূর্বাঞ্চলের বিকাশে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন।

উত্তর পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলিতে ক'ষির উন্নয়নে বিশাল সম্ভাবনা রয়েছে। এখানকার মাটি ও জলবায়ু কৃষির বিকাশের পক্ষে সহায়ক। মতবিনিময় সভার পর কেন্দ্রীয় ক'ষি প্রতিমন্ত্রী গকুলনগর ফুড গোডাউন সংলগে কৃষকদের কাছ থেকে সহায়কমূল্যে ধান ক্রয় কেন্দ্রটি পরিদর্শন করেন। এরপর কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী সিপাহীজলা জেলার কৃষকদের উৎপাদিত গন্ধরাজ লেবু ও ক্যাইন প্রজাতির আনারস হায়দ্রাবাদে রপ্তানির সূচনা করেন।

অনুষ্ঠানে কৃষি ও ক'ষক কল্যাণমন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহরায় বলেন, রাজ্যে প্রতিবছর কৃষকদের কাছ থেকে সহায়কমূল্যে ধান ক্রয় করা হচ্ছে। এতে রাজ্যের কৃষকগণ লাভবান হচ্ছেন।

বিদ্যুৎ নিগমের সরকারী আবাসে চোরের হানা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ জুন।। এবার বিদ্যুৎ নিগমের সরকারি আবাসে চোরের হানা পড়েছে। চুরি করে নিয়ে গেছে গ্যাসের সিলিন্ডার, নগদ ৫ হাজার টাকা, প্রয়োজনীয় আসবাবপত্রসহ একাধিক গুরুত্বপূর্ণ জিনিস।

ঘটনার বিবরণে জানা গেছে, বিদ্যুৎকর্মী বিশ্বজিৎ শীল ও তার পরিবারের সদস্যারা রবিবার বাড়িতে ছিলেন না। সেই সুযোগে সরকারি আবাসে হানা দেয় চোরের দল। তাঁর স্ত্রী দীপা শীল জানিয়েছেন, রবিবার তিনি তার চন্দ্রপুরস্থিত বাপের বাড়িতে ছিলেন। আজ সকালে তিনি যখন বাড়িতে আসেন তখন দেখতে পান দরজার মধ্যে বেশ কিছু দায়ের কোপ রয়েছে। ঘটনা প্রত্যক্ষ করে তিনি প্রতিবেশীদের ডেকে আনেন। ঘরের পেছনের দরজা ভেঙ্গে চোরেরা ঘরে প্রবেশ করে জিনিসপত্র লুটপাট করে গেছে।এদিকে সরকারি আবাসের বাইরেই মদ্যপানের সরঞ্জাম উদ্ধার হয়েছে। ধারণা করা হচ্ছে এলাকার নেশাগ্রস্ত যুবকরাই এই চুরি কান্ডের সঙ্গে যুক্ত।

হাওয়াইবাড়িতে বিস্তর পরিমাণ গাঁজা উদ্ধার লরি থেকে

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ২৭ জুন।। প্রতিদিনই বিভিন্ন থানাগুলিকে ফাঁকি দিয়ে জাতীয় সড়ক ধরে পাচার হচ্ছে বিভিন্ন নেশা সামগ্রী। নেশা বিরোধী অভিযানে নেমে বহিঃরাজ্যের একটি দূরপাল্লার রাবার চারা বোঝাই লরি থেকে বাজেয়াপ্ত করা হয় বিপুল পরিমাণে শুকনো গাঁজা। সেই সঙ্গে আটক গাড়ির চালক সহ এক দূরপাল্লার লরি। ঘটনা তেলিয়ামুড়া থানা এলাকার হাওয়াই বাড়ি নাকা পয়েন্টে সোমবার বিকেলে। খবরে প্রকাশ দূরপাল্লার লরি বিশালগড় থেকে অবৈধভাবে গাঁজা বোঝাই করে তেলিয়ামুড়া হয়ে গুয়াহাটি যাওয়ার পথে তেলিয়ামুড়া থানার এস.আই বিশ্বজিৎ দাসের নেতৃত্বে নাকা চেকিং করার সময় সন্দেহবশত গাড়িটিকে তল্লাশি চালিয়ে বাজেয়াপ্ত করা হয় ৪৩৪ কেজি শুকনো গাঁজা। যার বাজার মূল্য আনুমানিক শারে চার লক্ষাধিক টাকা। সেই সঙ্গে আটক গাড়ির চালক করিম খানকে। জানা যায় ওই দূরপাল্লার লরির চালকের বাড়ি পার্শবর্তী রাজ্য অসমে। পরবর্তীতে ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসে তেলিয়ামুড়া থানার ও.সি সুবিমল বর্মন এবং মহকুমা পুলিশ আধিকারিক সোনা চরণ জমাতিয়া।মহকুমা পুলিশ আধিকারিক সোনা চরণ জমাতিয়া সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি প্রতিক্রিয়া ব্যাক্ত করে বলেন, উদ্ধারকৃত গাঁজা গুলির আনুমানিক বাজার মূল্য প্রায় তেতাল্লিশ লক্ষ টাকার উপর। আগামী দিনে এই ধরনের নেশা বিরোধী অভিযান তেলিয়ামুড়া থানার জারি থাকবে বলে জানিয়েছেন তিনি। এদিকে প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছে আগরতলা থেকে তেলিয়ামুড়া আসার পথে বিভিন্ন থানা অতিক্রান্ত করে আসতে হয়। তবে কি ঐ সকল থানার পুলিশ এবং গোয়েন্দা দপ্তরের কাছে কোন খবরা খবর নেই। নাকি গোপন কোনো বোঝাপড়ার মাধ্যমে পাচার হচ্ছে প্রতিনিয়ত লক্ষ লক্ষ টাকা নেশা সামগ্রী।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

আগরতলা

● প্রথম পাতার পর

বিকল্প খুঁজে পাওয়া যাবে বলে মনে হচ্ছে না। বিজেপি যুব মোর্চার সভাপতি নবদল বণিক বলেন, উন্নয়নের প্রশ্নে মানুষ রায় দিয়েছেন। সমস্ত প্রতিশ্রুতি পূরণে বিজেপি অঙ্গীকারবদ্ধ। তারই পরিণাম উপনির্বাচনের ফলাফলে প্রতিফলিত হয়েছে।এদিন তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী, শিক্ষা মন্ত্রী রতন লাল নাথ, পুর নিগমের মেয়র দীপক মজুমদার, এবং জনজাতি কল্যাণ মন্ত্রী রামপদ জমাতিয়া সহ শীর্ষ নেতৃত্ব এই মহামিছিলে অংশ নিয়েছেন।

কাটা পড়ে

● প্রথম পাতার পর

ছায়া নেমে এসেছে। প্রাথমিকভাবে আশঙ্কা করা হচ্ছে অসতর্কতাবশত রেল লাইন পারাপার হওয়ার কারণেই এই ভয়ংকর ঘটনা ঘটেছে। পুলিশ এ ব্যাপারে একটি মামলা গ্রহণ করে ঘটনা তদন্ত শুরু করেছে।

দেননি অধীর

● প্রথম পাতার পর

এসেছেন। লোকসভার বিরোধী নেতা অধীর চৌধুরীর নেতৃত্বে ওই সাংসদ দল আজ সচিবালয়ে মুখ্যমন্ত্রী ডা: মানিক সাহার সাথে দেখা করেছেন। তাঁর কাছে একাধিক সন্ত্রাসের ঘটনায় ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য নালিশ জানিয়েছেন তাঁরা।

এরপর জি বি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আহত কংগ্রেস কর্মী এবং পুলিশ কর্মীর স্বাস্থ্যের খোঁজ নেন এবং প্রসেখান থেকে তাঁরা প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি বীরজিত সিনহার বাসভবনে চলে যান। গতকাল কংগ্রেস-বিজেপির মধ্যে সংঘর্ষে আঘাত পেয়েছিলেন বীরজিত বাবু। আজ কংগ্রেসের সাংসদ দল তাঁর স্বাস্থ্যের খোঁজ নেওয়ার পাশাপাশি উপনির্বাচনে একটি আসনে জয়ী হওয়ার জন্য তাঁকে শুভেচ্ছা জানান। ওই সময় তাঁদের সাথে ৬-আগরতলা বিধানসভা কেন্দ্রে জয়ী কংগ্রেস প্রার্থী প্রাক্তন স্বাস্থ্য মন্ত্রী সুদীপ রায় বর্মণও ছিলেন।

এদিন কংগ্রেস সাংসদ অধীর রঞ্জন চৌধুরী, সাংসদ গৌরব গগৈ এবং সাংসদ ড় নাসির হুসেইন আগরতলা বিমান বন্দর থেকে সোজা সচিবালয়ে মুখ্যমন্ত্রী ডা: মানিক সাহার সাথে দেখা করতে চলে যান। তাঁদের সাথে ছিলেন কংগ্রেসের ত্রিপুরা প্রভারী ডা: অজয় কুমার এবং সাধারণ সম্পাদিকা জারিটা। মুখ্যমন্ত্রীর সাথে ত্রিপুরার পরিস্থিতি নিয়ে দীর্ঘক্ষণ আলোচনা করেন তাঁরা। এ-বিষয়ে সাংবাদিক সম্মেলনে সাংসদ অধীর রঞ্জন চৌধুরী বলেন, উপনির্বাচনের পর ত্রিপুরায় লাগাতর সন্ত্রাস চলছে। খোয়াই, বিলোনিয়া, কৈলাসহর সহ বিভিন্ন জায়গায় কংগ্রেসের পার্টি অফিসে হামলা হয়েছে। সার্বিক বিষয়ের বিবরণ আজ মুখ্যমন্ত্রীকে জানিয়েছি এবং ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য বলেছি।তাঁর দাবি, ত্রিপুরায় শান্তি-শৃংখলা ফিরিয়ে আনার আশ্বাস দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। তবে, সন্ত্রাস দমনের পাশে আহত কংগ্রেস কর্মীদের সুচিকিতা এবং আক্রান্তদের ক্ষতিপূরণের দাবি জানানো হয়েছে। ত্রিপুরা সরকার ওই দাবি মেনে না নিলে কংগ্রেস আন্দোলন আরও তীব্রতর করবে। কারণ, ত্রিপুরায় কংগ্রেস নতুন করে সবশক্তি দিয়ে লড়াই শুরু করবে, বলেন তিনি।

অগ্নিপথ

● প্রথম পাতার পর

যুব সমাজকে অন্ধকারের দিকে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে। তাঁর কথায়, এই স্কিমের মাধ্যমে যুব সমাজকে নতুনভাবে ভাওতা দেওয়া হচ্ছে। এই সরকার হিন্দুত্ববাদের দিকে শুধু নয়, বরং ব্রাহ্মন্য বিবাদের দিকে এগোচ্ছে।

তিনি ইতিহাস টেনে এনে বলেন, একটা সময় ছিল যখন হিন্দুদের হাতে হিন্দুদের হত্যা হয়েছিল। সাড়ে চার লক্ষ হিন্দু হত্যা হয়েছিল বর্গীদের হাতে। তখন ছিল চুক্তিবদ্ধ সৈনিক। প্রাচীন যুগের শোষণকে নকল করছে মোদি, অভিযোগ কংগ্রেস নেত্রী পূজা চৌধুরীর। তাঁর দাবি, দেশের যুব সমাজ চায় স্থায়ী চাকরি। কিন্তু সেটা দিতে পারছে না সরকার। তাই কর্মসংস্থানের নামে তাদেরকে নতুন জালে ফেলছে কেন্দ্রীয় সরকার।

তাঁর কথায়, দেশে ইতিমধ্যেই ১৪ কোটি মানুষের চাকরি চলে গেছে। পেনশন উঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে। এমনই পরিস্থিতির মধ্যে চুক্তিবদ্ধ চাকরির মাধ্যমে যুব সমাজকে অন্ধকারে ফেলে দেওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে। তার বিরোধিতায় সত্যাগ্রহ আন্দোলন অব্যাহত থাকবে বলে জানিয়েছেন ত্রিপুরা প্রদেশ মহিলা কংগ্রেসের প্রভারী পূজা চৌধুরী।

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এক্স), **আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

অভিযোগ

● প্রথম পাতার পর

কিছুদিন পর পরই নেশা মুক্তি কেন্দ্রের বিরুদ্ধে এমন অভিযোগ উঠে আসায় নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন নেশামুক্ত কেন্দ্রের রোগীদের আত্মীয় পরিজনেরা।

মানিক সরকার

● প্রথম পাতার পর

সন্ত্রাসের জন্য বিজেপি-কে এক হাত নিয়েছেন। তিনি বলেন, যত দিন যাচ্ছে শাসক দলের নগ্ন রূপ বেরিয়ে আসছে। ভোটে ব্যাপক রিগিং এবং সন্ত্রাসের পর এখন নির্বাচনে জয়ী হওয়া সত্বেও সাধারণ ভোটারদের উপর হামলা করছে। তাঁর অভিযোগ, বিজেপির গুন্ডারা ত্রিপুরার সাধারণ জনগণের ভোট ছিনিয়ে নিয়েছে। এভাবেই তাঁদের শেষের শুরু হয়েছে।

১৭ বিরোধী

● প্রথম পাতার পর

বলেছিলেন, "কংগ্রেসের সঙ্গে এক মঞ্চে আসার কোনও প্রশ্নই নেই।" বৈঠকে না থাকলেও শেষ পর্যন্ত বিরোধীদের রাষ্ট্রপতি প্রার্থীকেই সমর্থন জানাল তাঁর দল। এনডিএ শিবিরে রাষ্ট্রপতি পদপ্রার্থী হলেন দ্রৌপদী মুর্মু, তিনি ইতিমধ্যেই মনোনয়ন পেশ করেছেন। আগামী ১৮ জুলাই রাষ্ট্রপতি নির্বাচন। ২১ তারিখ ফল ঘোষণা করা হবে।

নবনির্বাচিত

● প্রথম পাতার পর

পদে শপথ নেবেন। সুদীপ রায় বর্মণ বেশ কয়েক বারের বিধায়ক হলেও, ডা: মানিক সাহা, স্বপ্না দাস এবং মলিনা দেবনাথ প্রথম ত্রিপুরা বিধানসভার সদস্য হিসেবে শপথ নেবেন।

নদীতে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা গৃহবধুর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ জুন।। নদীতে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহননের চেষ্টা করেছেন জনৈক গৃহবধূ। ঘটনা সোমবার কুমারঘাট থানাধীন ইয়ং স্টার ক্লাব সংলগ্ন দেও নদীতে।জানা গেছে, এদিন স্থানীয়রা হঠাৎ প্রত্যক্ষ করেন কুমারঘাট সুকান্ত পল্লীর বাসিন্দা তাপস দেবনাথের পঁচিশ বর্ষীয় স্ত্রী কেয়া দেবনাথের নদীতে ডুবে যাওয়ার বিষয়টি। সঙ্গে সঙ্গেই স্থানীয়রা মহিলাকে উদ্ধারে তৎপর হন। এদিকে খবর পেয়ে সেখানে পৌছায় কুমারঘাট দমকল বিভাগের কর্মীরা। সবার প্রচেষ্টায় গৃহবধূকে উদ্ধার করে নিয়ে যাওয়া হয় কুমারঘাট মহকুমা হাসপাতালে। চিকিৎসক জানিয়েছেন রোগীর অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় প্রাথমিক চিকিৎসার পর তাকে রেফার করা হয়েছে ঊনকোটি জেলা হাসপাতালে।পারিবারিক বিরোধের জেরেই আত্মহত্যার চেষ্টা করেছিল ওই গৃহবধু। খবর পেয়ে হাসপাতালে পৌছায় কুমারঘাট থানার পুলিশ। ঘটনার তদন্তে নেমেছে পুলিশ। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে।

বিজয় মিছিল

● প্রথম পাতার পর

মোর্চার কর্মীরা আতশবাজি পুড়াচ্ছিল। যুব মোর্চার কর্মী কথামৃত ঘোষ অসবধানতাবসত আতশবাজি পরীক্ষা করার সময় হঠাৎ বিকট শব্দে সেটি ফেঁটে যায় এবং তিনি চোখে এবং মুখে মারাত্মকভাবে আঘাত পান। সূত্রের খবর, আতশবাজি পুড়ানোর সময় তাঁকে বারবার সতর্ক করা হচ্ছিল। কিন্তু, সেদিকে কর্ণপাত করার বদলে আতশবাজি পরীক্ষা করতে গিয়ে বড়সড় বিপদ ডেকে এনেছেন ওই কর্মী। তাঁকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় উদ্ধার করে হাসপাতালে নেওয়া হয়েছে। চিকিৎসকরা পরীক্ষা করে তাঁর অবস্থা গুরুতর দেখে তাঁকে উন্নত চিকিৎসার জন্য কলকাতা স্থানান্তর করেছেন।ওই যুবকের ডান চোখে মারাত্মক আঘাত লেগেছে। অবস্থা খুবই সঙ্কটজনক বলে হাসপাতাল সুত্রে জানা গেছে। তাঁকে বিকেলের বিমানেই কলকাতা নিয়ে যাওয়া হয়েছে। আনন্দ-উল্লাসে অসাবধানতা ওই যুবকের জীবনে ভয়ানক বিপদ ডেকে এনেছেন।

প্রজ্ঞাভবনে দুদিনব্যাপী 'এপ্রেন্টিসশিপ রিফর্মস' বিষয়ক কর্মশালার উদ্বোধন।

শান্তিরবাজারে আন্ত: স্কুল ক্রিকেটে খেতাবের দৌড়ে জোলাইবাড়ি স্কুলও

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ জুন।। বাইখোরা স্কুলের পাশাপাশি খেতাবের দৌড়ে টিকে রইলো জোলাইবাড়ি স্কুল। মহকুমা ক্রিকেট সংস্থা আয়োজিত অনূর্ধ-১৭ আন্ত: স্কুল ক্রিকেটে। সোমবার উত্তেজনাপূর্ণ ম্যাচে জোলাইবাড়ি স্কুল ২৭ রানে পরাজিত করে উত্তর তাউখোমা স্কুলকে। বাইখোরা স্কুল মাঠে অনুষ্ঠিত হয় ম্যাচটি। তাতে জোলাইবাড়ি স্কুলের গড়া ১২৪ রানের জবাবে উত্তর তাউখোমা স্কুল ৯৭ রান করতে সক্ষম হয়। বৃষ্টির জন্য এদিন ওভার কমিয়ে ২৯ করা হয়। সকালে টসে জয়লাভ করে প্রথমে ব্যাট নিয়ে জোলাইবাড়ি স্কুল ২৭.৩ ওভারে সবকটি উইকেট হারিয়ে ১২৪ রান করে। দলের পক্ষে উইকেট রক্ষক ব্যাটসম্যান শায়ন নম: ৪৯ বল খেলে ২ টি বাউন্ডারি ও ১ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৩৪,রাহুল গুহ ১৫ বল খেলে ২ টি বাউন্ডারি ও ১ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ১৯ (অপ:) এবং চিন্ময় বিশ্বাস ১৩ বল খেলে ১ টি বাউন্ডারি ও ১ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ১৭ রান করেন। দল অতিরিক্ত খাতে পায় ২৩ রান। উত্তর তাউখোমা স্কুলের পক্ষে রাহুল দেববর্মা (৪/১৮) এবং সাধন কুমার নোয়াতিয়া (৪/৩২) সফল বোলার। জবাবে খেলতে নেমে উত্তর তাউখোমা স্কুল ২৬.১ ওভারে সবকটি হারিয়ে ৯৭ রান করতে সক্ষম হয়। দলের পক্ষে প্রসেনজিৎ দেববর্মা ৫৬ বল খেলে ২ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ২১ এবং ধন কুমার নোয়াতিয়া ৪৩ বল খেলে ৩ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ১৮ রান করেন। দলের আর কোনও ব্যাটসম্যান দুই অঙ্কের রানে পা রাখতে পারেনি। দল অতিরিক্ত খাতে পায় সর্বোচ্চ ৩১ রান। জোলাইবাড়ি স্কুলের পক্ষে রাহুল গুহ (৪/১০), সৌরভ নম: (৩/২৩) এবং দেবজিৎ দত্ত (২/২৬) সফল বোলার।

থাইল্যান্ডে প্রিন্সেস কাপ ভলিবলে জয়ের হ্যাট্রিক টিম ইন্ডিয়ার

ভুবনেশ্বর, ওড়িশা, ২৭ জুন।। জয়ের হ্যাটট্রিক ভারতের। পয়েন্ট তালিকায় আয়োজক থাইল্যান্ডের সমপর্যায়ে রয়েছে টিম ইন্ডিয়া। থাইল্যান্ডের নাখন প্যথমে ২১-তম প্রিন্সেস কাপ, তৃতীয়বারের মতো এশিয়ান ভলিবল কনফেডারেশন মহিলাদের চ্যালেঞ্জ কাপ ভলিবল টুর্নামেন্ট চলছে। ২৪ জুন প্রথম ম্যাচে ভারত ২৫-১৬, ২৫-১৯ এবং ২৫-৮ পয়েন্টে অর্থাৎ ৩-০ সেটে সিঙ্গাপুরকে হারিয়ে দারুণ সূচনা করেছে। পরদিন দ্বিতীয় ম্যাচে ভারত দুর্দান্তভাবে জয় পেয়েছে উজবেকিস্তানকে ২৫-১৬, ২৫-১৩ ও ২৫-১৬ পয়েন্টে অর্থাৎ ৩-০ সেটে হারিয়ে। রবিবার তৃতীয় ম্যাচে ভারত মালয়েশিয়ার বিরুদ্ধেও দুর্দান্ত জয় পেয়েছে। ভারত মালয়েশিয়াকে ২৫-১৭, ২৫-১৬ ও ২৫-২২ পয়েন্টে অর্থাৎ ৩-০ সেটে পরাজিত করে জয়ের হ্যাটট্রিক করে নিয়েছে। ভারতীয় দলের খেলোয়ারদের মধ্যে দলনেত্রী নির্মলা এবং সেটার জিনি দুর্দান্ত খেলছে।

কে.পি অনুশ্রী বেস্ট স্কোরারের খেতাবও পেয়েছে। আজ বিরতির পর আগামীকাল বেলা একটায় ভারত, হংকং-এর বিরুদ্ধে এবং পরদিন ৬ দলীয় লীগ আসরে ভারত খেলবে আয়োজক থাইল্যান্ডের বিরুদ্ধে। উল্লেখ্য, থাইল্যান্ড প্রথম ম্যাচে হংকং-কে, দ্বিতীয় ম্যাচে মালয়েশিয়াকে এবং তৃতীয় ম্যাচে সিঙ্গাপুরকে হারিয়ে ভারতের সঙ্গে সম পর্যায়ে রয়েছে। পরবর্তী ম্যাচ গুলোতে জয়ের ধারা অব্যাহত রাখতে পারলেই ভারত প্রিন্সেস কাপ জয়ের গৌরব অর্জন করতে পারবে। ভলিবল ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়ার পক্ষ থেকে সভাপতি অচ্যূত সামন্ত টিম ইন্ডিয়ার প্রত্যেক খেলোয়াড়দের সাফল্য কামনা করছেন।

অমরপুরে সিনিয়র ক্রিকেটে বিবেকানন্দ ক্লাব চ্যাম্পিয়ন

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ জুন।। ফলাফল প্রত্যাশশিত ছিলো। হলো তা ই। একতরফা খেলে মহকুমার সেরা হলো বিবেকানন্দ ক্লাব। হেলায় ফাইনালে পরাজিত করলো দেবার্পিত ক্রিকেট আকাদেমিকে। কোনও রকম প্রতিরোধই গড়ে তুলতে পারলো না আকাদেমির ক্রিকেটাররা। মহকুমা ক্রিকেট সংস্থা আয়োজিত সিনিয়র ক্লাব লিগ ক্রিকেটে। রাঙ্গামাটি স্কুল মাঠে অনুষ্ঠিত ম্যাচে সোমবার বিবেকানন্দ ক্লাব ৯ উইকেটে পরাজিত করে দেবার্পিত ক্রিকেট আকাদেমিকে। সকালে প্রথমে ব্যাট নিয়ে দেবার্পিত ক্রিকেট আকাদেমির ৪৯ রানের জবাবে বিবেকানন্দ ক্লাব ১ উইকেট হারিয়ে জয়ের জন্য প্রয়োজনীয় রান তুলে নেয়। ভাগ্যের জোরে আসরের ফাইনালে খেলার ছাড়পত্র অর্জন করেছিলো দেবার্পিত ক্রিকেট আকাদেমি। বৃষ্টিতে পরিত্যক্ত হয়েছিলো দ্বিতীয় সেমিফাইনাল ম্যাচ। পরে গ্রুপ লিগের রান রেইট দেখেই বাছাই করা হয় বিজয়ী দল। তাতে ছিটকে যায় আসরের সহথেকে শক্তিশানী দল আর সি সি। আর এতেই খেতাব নিশ্চিত হয়ে যায় বিবেকানন্দ ক্লাবের। একঝাঁক আনকোড়া ক্রিকেটারদের নিয়ে গড়া দেবার্পিত ক্রিকেট আকাদেমি এদিন বুঝিয়ে দিলো ফাইনালের জন্য প্রস্তুত নয়। এদিন সকালে বিবেকানন্দ ক্লাবের বোলারদের আটোসাটো বোলিংয়ের সামনে ২২ গজে মাথা তুলে দাড়াতে পারেনি দেবার্পিত ক্রিকেট আকাদেমির ব্যাটসম্যান-রা। দল মাত্র ৪৯ রান করতে সক্ষম হয় ২০.৩ ওভার ব্যাট করে। দলের পক্ষে ৭ নম্বের ব্যাট কপরতে নেমে রাহুল দাস যদি কিছুটা প্রতিরোধ গড়ে না তুলতো তাহলে হয়তোবা দেবার্পিত ক্রিকেট আকাদেমির স্কোর ২৫ রানের গন্ডি পার হতো না। রাহুল ৩১ বল খেলে ২ টি বাউন্ডারি ও ২ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ২৪ রান করে। এছাড়া দলের আর কোনও ব্যাটসম্যান দুই অঙ্কের রানে পা রাখতে পারেনি। বিবেকানন্দ ক্লাবের পক্ষে গোপাল দাশগুপ্ত (৩/৩), রতন জমাতিয়া (৩/১৩) এবং টুটন সরকার (২/২০) সফল বোলার। জবাবে খেলতে নেমে বিবেকানন্দ ক্লাব ৫৩ বল খেলে ১ উইকেট হারিয়ে জয়ের জন্য প্রয়োজনীয় রান তুলে নেয়। দলের পক্ষে গোপাল দাশগুপ্ত ২৪ বল খেলে ১ টি বাউন্ডারি ও ১ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ২০ রানে এবং দেবোত্তম ঘোষ ৭ বল খেলে ২ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ১৩ রানে অপরাজিত থেকে যান। এছাড়া দলের পক্ষে ইমন হুসেন ২৩ বল খেলে ২ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ১১ রান করেন। দেবার্পিত ক্রিকেট আকাদেমির পক্ষে রাহুল দাস একমাত্র উইকেটটি পেয়েছে ২৮ রান খরচ করে। খেলা শেষে মাঠেই হয় পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান। চ্যাম্পিয়ন এবং রানার্স দলকে দেওয়া হয় সুদৃশ্য ট্রফি।

৪ বছর পর ঘরের মেয়ে ঘরে ফিরলেন, রাজ্য মহিলা দলের প্রধান কোচ শ্রাবণী

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ জুন।।ঘরের মেয়ে ফিরলো ঘরে। প্রায় ৪ বছর পর। গেলো বছরই ত্রিপুরা মহিলা ক্রিকেট দলের কোচ করার জন্য শ্রাবণী দেবনাথতে চেয়েছিলেন রাজ্য ক্রিকেট সংস্থার কর্তারা। কিন্তু ওই সময় বিদর্ভ দলের সঙ্গে প্রাথমিক কথাবার্তা সেরে নেওয়ায় ত্রিপুরার কোচ হতে রাজী হননি শ্রাবণী। এবার আবার শ্রাবণীকে দায়িত্ব দিতে উঠে পরে লেগেছিলেন রাজ্য সংস্থার কর্তারা। শেষ পর্যন্ত ধরা দিলেন শ্রাবণী। আগামী মরশুমে ত্রিপুরা মহিলা ক্রিকেট দলের হেড কোচ নির্বাচিত হয়েছেন রাজ্যের ওই প্রাক্তন ক্রিকেটারটি। সোমবার চুক্তিপত্রে সই করেন শ্রাবণী। ওই সময় রাজ্য ক্রিকেট সংস্থায় উপস্থিত ছিলেন সভাপতি তপন লোধ, যুগ্ম সচিব কিশোর কুমার দাস সহ অন্যাণ্যরা। আগামী এক বছরের জন্য ত্রিপুরার হেড কোচ নির্বাচিত হয়েছেন শ্রাবণী। পরে যুগ্ম সচিব বলেন,'গেলোবছর থেকেই শ্রাবণীকে পাওয়ার জন্য আমরা যোগাযোগ শুরু করে দিয়েছিলাম। এবার পেলাম। বিশ্বাস করি শ্রাবণীর প্রশিক্ষণে জাতীয় ক্রিকেটে ত্রিপুরা আরও এগিয়ে যাবে। এবং ঘরের মেয়েরা আরও ভালো খেলবে'। বিদর্ভ মহিলা ক্রিকেটে হেড কোচ হিসাবে ২ বছর দাযিত্ব পালন করেছেন শ্রাবণী। এর আগে ২০১৭ সালে দায়িত্ব পেয়েছিলেন অরুনাচল প্রদেশের। এবং সাফল্যের সঙ্গে ওই দুই রাজ্যে প্রশিক্ষণ করিয়েছেন। দায়িত্ব নিয়েই শ্রাবণী বলেন,'ত্রিপুরার ক্রিকেটকে জাতীয় স্তরে আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়ায় আমার লক্ষ্য। সেই লক্ষ্যকে মাথায় রেখেই কাজ করে যাবো'। জানা গেছে, ত্রিপুরা দলের প্রতিটি ক্রিকেটারের সঙ্গে ভার্চুয়েল কথাবার্তা শুরু করে দিয়েছেন নবনিযুক্ত ওই কোচ। জুলাই মাসের প্রথম সপ্তাহেই মাঠে নেমে যাওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে।

অমরপুরে সিনিয়র টি-২০ ক্রিকেট শুরু মঙ্গলবার থেকে

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ জুন।।উদ্বোধন আগামীকাল। উদ্বোধনী ম্যাচে গেলোবারের দুই ফাইনালিস্ট দল আর সি সি খেলবে গোমতি প্লে সেন্টারের বিরুদ্ধে। মহকুমা ক্রিকেট সংস্থা আয়োজিত সিনিয়র টি-২০ ক্রিকেটে। রাঙ্গামাটি স্কুল মাঠে হবে ম্যাচটি। এবছর আসরে অংশ নিয়েছে ৪ দল: আর সি সি, গোমতি প্লে সেন্টার, বাই খাবাস্কা এবং বৈশ্যমণী স্পোর্টস সোসাইটি। গ্রুপের শীর্ষে থাকা দুটি দল ফাইনালে খেলার ছাড়পত্র অর্জন করবে। সোমবার মহকুমা ক্রিকেট সংস্থার সচিব উজ্জ্বল দত্ত ক্রীড়াসূচী ঘোষনা করেন। আসরের সূচী ঘোষিত হলেও ফাইনাল ম্যাচের দিনক্ষণ ঘোষিত হয়নি।

ক্রীড়াসূচী

২৮ জুন: আর সি সি গোমতি পি সি,

৩০ জুন: বাই খাবাস্কা বৈশ্যমণি,

১ জুলাই: আর সি সি বৈশ্যমণি,

২ জুলাই:গোমতি বাই খাবাস্কা,

৩ জুলাই:গোমতি বৈশ্যমণি,

৪ জুলাই: আর সি সি বাই খাবাস্কা।

পিত্রাকামি ফুটবলে গোলের সুযোগ নষ্ট করে পয়েন্টের ভাগ উদয়পুর কলেজের

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলায়, ২৭ জুন।। সহজ সুযোগ হেলায় নষ্ট করে পয়েন্ট ভাগ করলো উদয়পুর কলেজ। পিত্রাকামি সুপার কাপ প্রাইজমানি ফুটবল প্রতিযোগিতায়। খেলা হচ্ছে পিত্রা কামি স্কুল মাঠে। আসরের উদ্যোক্তা পিত্রা কামি ক্লাব। সোমবার উদয়পুরে কলেজের মুখোমুখি হয় গামারিয়া ক্লাব। দুদলই শুরু থেকে আক্রমাত্তক ফুটবল খেলে। বল দখলের লড়াইয়ে একে অপরকে ছাপিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে শুরু থেকেই। কিন্তু আক্রমণভাগের ফুটবলারদের ব্যর্থতায কোনও দলই জাল নাড়াতে ব্যর্থ হয়। শেষ পর্যন্ত গোলশূণ্য ভাবে শেষ হয় ম্যাচটি। খেলা পরিচালনা করেন কৃষ্ণুদয় জমাতিয়া। আজ তুলসীরাম পাড়া খেলবে রাইয়া বাড়ি প্লে সেন্টারের বিরুদ্ধে। প্রসঙ্গত: আসরের চ্যাম্পিয়ন এবং রানার্স দল সুদৃশ্য ট্রফি সহ প্রাইজমানি বাবদ পাবে যথাক্রমে ৫০ এবং ৩০ হাজার টাকা। এছাড়া থাকছে আকর্ষনীয় পুরস্কার।

মহমেডানে খেলতে আসছেন 'তাজিকিস্তানের রোনাল্ডো'!

আগামী মরসুমের আগে পরের পর ফুটবলার সই করিয়ে চলেছে এটিকে মোহনবাগান। পাল্লা দিয়ে ফুটবলার নিয়োগ করছে ময়দানের আর এক প্রধান মহমেডানও। বসে শুধু ইস্টবেঙ্গলই। সম্প্রতি পল পোগবার ভাই ফ্লোরেন্টিনকে সই করিয়ে চমকে দিয়েছে এটিকে মোহনবাগান। তার আগে সই করিয়েছে এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগে খেলা ব্রেন্ডন হামিলকে। এ বার মহমেডানেও খেলতে আসছেন এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগে খেলা ফুটবলার। তাজিকিস্তান জাতীয় দলের মিডফিল্ডার নুরিদ্দিন দাভরোনভকে সই করানোর কথা রবিবারই ঘোষণা করল মহমেডান। 'তাজিকিস্তানের রোনাল্ডো' বলে ডাকা হয় এই ফুটবলারকে। দাভরোনভ এই মুহূর্তে খেলেন সে দেশেরই ক্লাব ইস্তিকললের হয়ে। এ বছরের এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগেও তিনি খেলেছেন। গত বারও ছিলেন। তাজিকিস্তানের একাধিক প্রথম সারির ক্লাব ছাড়াও বুলগেরিয়া এবং ইন্দোনেশিয়ার ক্লাবে খেলার অভিজ্ঞতা রয়েছে দাভরোনভের। রাশিয়ার লোকোমোটিভ মস্কোর যুব অ্যাকাডেমি থেকে উঠে আসা এই ফুটবলার কেরিয়ার শুরু করেন এনার্জেটিক দুশানবে ক্লাবের হয়ে। এর পর দেশ এবং বিদেশের একাধিক ক্লাবে খেলেছেন। জাতীয় দলের হয়ে ২০০৭-এর অনূর্ধ-১৭ বিশ্বকাপে খেলেছেন। ২০০৮-এ এএফসি চ্যালেঞ্জ কাপের ফাইনালে খেলেছেন দাভরোনভ। সেই ম্যাচে ভারতের কাছে হারে তাজিকিস্তান। জাতীয় দলের হয়ে বিশ্বকাপের যোগ্যতা অর্জন এবং এশিয়ান কাপের যোগ্যতা অর্জনের ম্যাচ খেলেছেন। মহমেডান জানিয়েছে, দ্রুতই কলকাতায় আসবেন এই ফুটবলার।

গান্ধীগ্রামে বিবেক-আনন্দের সৎসঙ্গে যোগাসন প্রতিযোগিতার আয়োজন

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ জুন।। যোগা প্রতিযোগিতার আয়োজন। ৩০ জুন, বৃহস্পতিবার বেলা ১১টা থেকে শুরু হবে যোগাসন প্রতিযোগিতার আসর। অষ্টম বিশ্ব যোগা দিবসকে কেন্দ্র করে পশ্চিম ত্রিপুরা যোগা এসোসিয়েশন এবং গান্ধীগ্রামের বিবেক-আনন্দের সৎসঙ্গ যোগা প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের যৌথ উদ্যোগে প্রথমবারের মতো বামুটিয়া আর.ডি ব্লক ভিত্তিক যোগাসন প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছে। ৩০ জুন বেলা এগারোটায় প্রতিযোগিতা শুরু হবে। এই প্রতিযোগিতা উপলক্ষে রাজ্যের, যোগাসনের রাজ্য তথা জাতীয় স্তরের স্বর্ণপদক জয়ী নবীন ও প্রবীণ ব্যক্তিরা উপস্থিত থাকবেন। তাদেরকেও উদ্যোক্তাদের পক্ষ থেকে সংবর্ধনা জানানো হবে। উল্লেখ্য, প্রতিযোগিতা উপলক্ষে বিধায়ক কৃষ্ণধন দাস, জেলা পরিষদ সদস্য সমরেশ বিশ্বাস, পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য শ্রীমতি শিলা দাস, পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা যোগা এসোসিয়েশনের সভাপতি উত্তম দেবনাথ, পঞ্চায়েত প্রধান শ্রীমতি অষ্টমী ঘোষ ও শ্রীমতি জানকি বিশ্বাস সহ রমেন্দ্র চন্দ্র রায় চৌধুরী, ব্লকের বিডিও, মন্ডল সভাপতি এবং গান্ধীগ্রাম কমিটির সচিব দেবু ঘোষ প্রমুখ উপস্থিত থাকবেন। বিবেক-আনন্দের সৎসঙ্গের পক্ষ থেকে সচিব অমলেন্দু দে এক বিবৃতিতে এ খবর জানিয়েছেন।

স্পোর্টস জার্নালিস্ট ক্লাবের বার্ষিক সাধারণ সভা মঙ্গলবার

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ জুন।। ত্রিপুরা স্পোর্টস জার্নালিস্ট ক্লাবের বার্ষিক সাধারণ সভা আগামীকাল অনুষ্ঠিত হচ্ছে। বেলা সাড়ে এগারোটায় আগরতলা প্রেসক্লাবের কনফারেন্স হলে অনুষ্ঠিতব্য টি.এস.জে.সি-র বার্ষিক সাধারণ সভায় পৌরোহিত্য করবেন ক্লাবের সভাপতি সরযূ চক্রবর্তী। বার্ষিক সাধারণ সভায় আলোচ্য সূচী অনুযায়ী ক্লাবের সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষ যথাক্রমে বার্ষিক প্রতিবেদন ও আয়-ব্যয়ের হিসাব পেশ করা হলে, আলোচনার মাধ্যমে সেগুলো গ্রহণ করা হবে। বৈঠকের শেষ পর্যায়ে আগামী দুই বছরের জন্য ক্লাবের নতুন কার্যকরী কমিটিও গঠন করা হবে। ক্লাবের সকল সদস্যকে যথাসময়ে বার্ষিক সাধারণ সভায় উপস্থিত থাকার জন্য অনুরোধ জানানো হয়েছে। টিএসজেসি-র সম্পাদক সুপ্রভাত দেবনাথ এক বিবৃতিতে এ খবর জানিয়েছেন।

3nd CLAIMANT NOTICE

WHEREAS, it has been reported by Sri Sujit Das, Fr i/C FPU, Bagafa under Bagafa Range on 16.03.2022 vide his No.F.5(B)/Seizure/FPU-Bagafa/For-2021-2022/555-57 dated 16.03.2022 and rorwarded by RO, Bagafa that Sri Sujit Das, Fr I/C FPU, Bagafa intercepted 1(one) nos. Vehicle bearing Registration No.TRO3B-0606 (Maruti Suzuki) Engine No. Illegible, Chasis No. Illegible, on 16.03.2022 at 3.00 AM, at Santicolony (Santirbazar) Loaded with 48(forty eight) pic illegally carring ordinary sawn timber Volume 0.S85Cum without any valid document.

AND WHERES, Sujit Das, Fr 1/c FPU, Bagafa under Bagafa Range Seized the said vehicle (Maruti Suzuki) bearing Registration No. TRO3B-0606 (Maruti Suzuki) Engine No. Illegible, and Chasis No. Illegible, and brought into the safe custody of Range Office Complex, Bagafa.

AND THEREFORE, in exercise of the powers conferred up to by the Notification No310)/For/FP/2016/25701 dated 15.11.2016 of the Forest Department Govt.of Tripura as Authorized officer for the purpose of the Sub- Section 2of Section 52(A) of Indian Forest ACT, (Tripura 2nd Amendment) Act,1986, it is contemplated to confiscate the said vehicle bearing Registration No. TRO3B-0606 (Maruti Suzuki Engine No. Illegible, and Chasis No Illegible, for its use in commission of Forest Offence u/s 41 & 42&52 (A) IFA,1927 and rules made there under by the Govt. of Tripura.

Now THEREFORE, It is brought to the notice of the legal owner of the said (Maruti Suzuki) bearing Registration No. TRO3B-0606 (Maruti Suzuki) Engine No. Illegible, and Chasis No. Illegible, to prefer his/her claim over the said vehicle in writing to the Authorized Officer (Sub- Divisional Forest Officer, Bagafa Forest Sub-Division) within 30(Thirty) days from the date of issue of this notice or through his/her legally authorized person submitting all the relevant valid documents in original in support to his /her claim Till such time said vehicle Maruti Suzdki) bearing Registration No. TRO3B-0606 (Maruti Suzuki) Engine No Illegible. and Chasis No. Illegible, will remain under the custody of Bagafa Deport.

If the authorized owner of the said vehicle bearing Registration No. TRO3B-0606 (Maruti Suzuki) Engine No. Illegible, and Chasis No. Illegible, fails to prefer his /her claim on any of the working days within the stipulated period the decision regarding confiscation of the same will be taken ex-parte.

Issued under my seal and signature this day on 20th June, 2022

(Authorized Officer)
Sub-Divisional Forest Officer
Bagafa: South Tripura

ICA-D-468/22

PNIeT No:- 13/EE/PWD(DWS)/AMB/2022-23

Single bid percentage rate e-tender is invited for the following work:-

SL NO	NAME OF THE WORK	ESTIMATED COST	EARNEST MONEY	TIME FOR COMPLETION	CLASS OF BIDDER
2	DNIeT No.01/SE/DWS/C/AMB/2022-23	Rs. 13100305.00	Rs. 262006.00	180 (one hundred eighty) days	Appropria to Class

- **Last Date and Time for Document Downloading and Bidding** : 11-07-2022 up to 15.00 Hrs
- **Date and Time for Opening of BID** : 12-07-2022 at 16.00 Hrs.
- Website for Document Downloading and Bidding at Application : https://tripuratenders.gov.in
- Tender Fee : ` 4000.00 each, (non refundable).
- Depositing of Tender Fee & EMD to be done by online payment mode as specified in DNIeT through: https://tripuratenders.gov.in for any query M-9436355955 / 03826-267230

All details are available in the https://tripuratenders.gov.in / www.eprocure.gov.in/epublishing

(Er. H. Chalkna)
Executive Engineer
DWS Division, Ambassa,
Dhalai District, Tripura

ICA-C-1005/22

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO: EE-IED/UDP/04/2022-23 Dated: 20/06/2022

SL NO	NAME OF THE WORK	ESTIMATED COST	EARNEST MONEY	TIME FOR COMPLETION	LAST DATE AND TIME FOR DOCUMENT DOWNLOADING AND BIDDING	TIME AND DATE OF OPENING OF BID/ TECHNICAL BID	PLACE OF SALE OF TENDER DOCUMENTS	CLASS OF TENDERER
1	EE-IED/UDP/05/2022-23	₹ 5,78,010.00	₹11,560.00	1 (One) Year	Up to 15.00 Hrs on 08/07/2022	At 15.30 Hrs on 08/07/2022	https://tripuratenders.gov.in	Appropriate Class

For and on behalf of the Governor of Tripura
(ER. AMIT DEBBARMA)
Executive Engineer
Internal Electrification Division, PWD
Udaipur, Gomati Tripura.
Mobile: 9402162303

ICA-C-992/22

ABRIDGE NOTICE FOR SUBMISSION OF APPLICATION/ RESUME FOR THE POST OF SOFTWARE APPLICATION DEVELOPER FOR TRLM

Resume are hereby invited from the candidates to engage through NICSI for 2 (two) posts of Software developer (android/ web application) to work with TRLM SMMU office, Agartala. 1 year experience is desirable for this post. Resume shall be received in the email address **mis.smniu.trlm@gmail.com** upto 20.07.2022. Detailed eligibility and remuneration etc may be seen in the TRLM website **https://trim.tripura.govin.**

(Dr. Vishal Kumar, IAS)
Chief Executive Officer
Tripura Rural Livelihood Mission

ICA-D-464/22

PNIe-T No-04/EE/KCP/2022-23, Dated, the, 21.06.2022

The Executive Engineer, PWD(R&B), Kanchanpur Division, Kanchanpur, North Tripura, invite tender from the eligible bidders up to 15:00 hours on 1101 July-2022 for the work under PNIeT No-04/EE/KCP/2022-23, Dated, 21.06.2022 and circulated vide Memo No F.8(11)/EE/KCP/2022-2023/ 846-913 dated 21.06.2022. For details visit **https://tripuratenders.gov.in** for contract at Mobile No-8974460076 for clarifications, if any. Any subsequent corrigendum will be available at the website only.

Executive Engineer
Kanchanpur Division, PWD(R&B)
Kanchanpur, North Tripura.

ICA-C-996/22

Tripura Forest Department (SDFO, Kumarghat) issued Notice Inviting Tender for supply of the Bamboo Jungra (round) including fitt:ng fixing to the site complete for raising of RBPT plantations under MGNREGA Scheme under Kumarghat Forest Sub-Division. vide No.F.3-48/Dev/Tender-Quotation/ SDFO(KGT)/2022-23/3440-73 dated. 17.06.2022. For further details see the website:- **www.forest.tripura.gov.in** and Notice board of 0/o the SDFO, Kumarghat may be referred.

Sd/-
SDFO, Kumarghat)

(S. Mohanta)
Sub-Divisional Forest Officer

ICA-C-1001/22

NOTICE INVITING RE-TENDER (5th Call)

• Sealed tenders are hereby invited on plain paper in the prescribed format, from eligible owners/registered agencies of vehicles (Maruti Ecco) for hiring by the Addl. District Project Director, IGDC CREFLAT Project, Dharmanagar, North Tripura. The duly filled tender form along with all relevant documents in sealed envelope shall be received up to 4.00 P.M. of 30th June'2022 either through registered post or in the tender box kept in this office between 11.00 AM to 4.00 PM. The tenders will be opened on the same day at 4.00 PM, if otherwise not engaged by the undersigned. The bidder or his/her authorized representative may remain present during the time of opening the bids and shall leave after putting dated signature in the comparative statement/registers maintained. The Detailed Tender Notice may be seen on the website forest.tripura.gov.in

(Akshay Balu Bhorde, IFS)
Addl. District Project Director
Dharmanagar, North Tripura

ICA-C-1007/22

সোমবার মুখ্যমন্ত্রী ডা. মানিক সাহার সাথে সাক্ষাত করে রাজ্যে নির্বাচনোত্তর সন্ত্রাস নিয়ে নাশিল জানিয়েছে কংগ্রেস সাংসদ প্রতিনিধি দল।

রাজ্যের নানা জায়গায় নির্বাচনোত্তর সন্ত্রাস, অগ্নিসংযোগ, ভাঙচুর ও মারধর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ জুন।। রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে রাজনৈতিক উত্তেজনাকর পরিস্থিতি অব্যাহত রয়েছে। বিশালগড় এর মধ্য লক্ষীবিল, বিলোনিয়া কলেজ স্কোয়ার এবং উদয়পুরের এলাকায় পৃথক পৃথক রাজনৈতিক সন্ত্রাসের ঘটনার খবর মিলেছে। তাতে কয়েকজন আহত হয়েছেন এবং প্রচুর সম্পদ নষ্ট করা হয়েছে। প্রতিটি ক্ষেত্রেই থানায় সুনির্দিষ্ট অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। তবে কোন ক্ষেত্রেই কাউকে গ্রেপ্তারের কোনো সংবাদ নেই। ঘটনাকে কেন্দ্র করে সংশ্লিষ্ট এলাকাগুলিতে তীব্র আতঙ্কের পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে। ঘটনার বিবরণে জানা যায় বিশালগড় থানা এলাকার মধ্য লক্ষীবিলে কংগ্রেস সমর্থক সুব্রত সরকারের বাড়িতে রবিবার গভীর রাতে দুটি পেট্রোল বোমা নিক্ষেপ করা হয়। পেট্রোল বোমা বিস্ফোরণের ফলে তীব্র আতঙ্কের সৃষ্টি হয়। বিকট আওয়াজে বাড়িঘরের লোকজন এবং প্রতিবেশিরা ছুটে আসেন। খবর পাঠানো হয় দমকল বাহিনীকে। খবর পেয়ে দমকল বাহিনীর জওয়ানরা ছুটে এসে পেট্রলবোমা থেকে সৃষ্ট আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। এ ব্যাপারে বিশালগড় থানা একটি অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার বিলোনিয়ার কলেজ স্কোয়ার এলাকায় একটি নিরীহ পরিবারে দুস্কৃতিকারীরা হামলা চালিয়েছে। বাড়ি ঘরের দরজা ভেঙ্গে ঘরের ভিতরে ঢুকে যাবতীয় জিনিসপত্র ভেঙ্গে তছনছ করে দেওয়া হয়েছে এবং লুটপাট চালানো হয়েছে বলে অভিযোগ। অভিযোগের তীর শাসকদলের দুর্বৃত্তদের বিরুদ্ধে। জানা যায় ২০-২৫ জন দুষ্কৃতিকারী কলেজ স্কয়ারের একটি বাড়িতে ঢুকে তাণ্ডব চালিয়েছে। ৭০ বছরের বৃদ্ধা পর্যন্ত তাণ্ডবের হাত থেকে রক্ষা পাননি বলে অভিযোগ। এ ব্যাপারে বিলোনিয়া থানায় অভিযোগ করা হলে পুলিশ ঘটনাস্থলে আসে ও ঘটনার তদন্ত করতে ঘরের ভেতরে ঢোকেনি বলে পরিবারের তরফ থেকে অভিযোগ করা হয়েছে। উদয়পুরের বাগমা এলাকায় রবিবার রাতে কংগ্রেস সমর্থক রোজিনা বেগমকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে হামলা চালিয়ে জখম করা হয়েছে। তাকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় গোমতী জেলা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। ঘটনার খবর পেয়ে সোমবার সকালে কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ গোমতী জেলা হাসপাতালে গিয়ে আহত রোজিনা বেগমকে দেখে আসেন এবং ঘটনা সম্পর্কে বিস্তারিত খোঁজখবর নেন। অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে আইনানও কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের দাবী জানিয়েছে কংগ্রেস।

দশমীঘাটে ধারালো অস্ত্রের আঘাতে আশঙ্কাজক যুবক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ জুন।। রাজধানী আগরতলা শহর সংলগ্ন দশমী ঘাট এলাকায় ধারালো অস্ত্রের আঘাতে এক যুবক গুরুতর ভাবে আহত হয়েছে। আহত যুবকের নাম অঙ্কিত সাহা। প্রতিবেশী এক যুবককে দশমিক ঘাট পার্কে বসে মদ্যপান করতে বাধা দেওয়ায় তার ওপর অভিযুক্তের বাবা ধারালো অস্ত্র দিয়ে আঘাত করে বলে অভিযোগ। দশমীঘাট পার্কে বসে নেশা করছিল অর্জুন দাস নামে এক যুবক।

তাকে নেশা করা থেকে বিরত থাকতে বলেন অংকিত সাহা। তাতে ক্ষিপ্ত হয়েই প্রকৃত ঘটনা সম্পর্কে না জেনে অর্জুন দাসের বাবা অন্তু দাস ধারালো বটি দা দিয়ে অঙ্কিতকে আক্রমণ করে। এতে গুরুতরভাবে আহত হয় অঙ্কিত। তাকে রক্তাক্ত অবস্থায় উদ্ধার করে প্রথমে আইজিএম হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়। সেখান থেকে তাকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় জিবি হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়। বর্তমানে বর্তমানে অঙ্কিত জিবি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। তার অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় জিবি হাসপাতাল থেকে কলকাতায় স্থানান্তর করা হয়। উন্নত চিকিৎসার জন্য তাকে কলকাতায় নিয়ে যাচ্ছেন পরিবারের লোকজনরা। ঘটনাকে কেন্দ্র করে দশমি ঘাট এলাকায় তীব্র ক্ষোভ ও উত্তেজনা বিরাজ করছে। অভিযুক্তকে গ্রেফতার এবং কঠোর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানিয়েছেন এলাকাবাসী। আক্রান্ত পরিবারের তরফ থেকে বটতলা আউটপোস্ট সুনির্দিষ্ট অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। স্থানীয় বাসিন্দারা সোমবার বটতলা আউট পোস্টে এসে অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার এবং কঠোর শাস্তি মূলক ব্যবস্থা গ্রহণের দাবিতে ডেপুটেশন প্রদান করেছেন। অভিযুক্ত অর্জুন দাস ও তার বাবা অন্তু দাসকে গ্রেপ্তার করার দাবিতেই বটতলা ফাঁড়িতে ডেপুটেশন দেন এলাকাবাসী। অবিলম্বে তাদেরকে গ্রেপ্তার এবং কঠোর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানানো হয়েছে। বটতলা আউটপোস্ট এর পুলিশ এ ব্যাপারে একটি মামলা গ্রহণ করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। অভিযুক্তদের গ্রেপ্তারের জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করেছে পুলিশ। তবে এখনো পর্যন্ত তাদেরকে আটক করা যায়নি। গ্রেপ্তার এড়াতে অভিযুক্তরা পালিয়ে বেড়াচ্ছে বলে জানা গেছে।

লেনিনের মুর্তি বিকৃত করায় থানায় ডেপুটেশন সিপিএমের

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ২৭ জুন।। রাতের অন্ধকারে দুষ্কৃতিকারীরা দার্শনিক তথা কমরেড লেনিনের মর্ম মূর্তির চেহারার বিকৃতি করার প্রতিবাদ এবং দোষীদের শাস্তির দাবি জানিয়ে তেলিয়ামুড়া মহকুমা শাসকের কার্যালয়ের ডেপুটেশন এবং থানায় মামলা দায়ের করা হয়েছে সিপিআইএম তেলিয়ামুড়া বিভাগীয় কমিটির উদ্যোগে সোমবার দুপুরে।

উল্লেখ্য, উপ নির্বাচনের ভোট গণনার প্রাক্কালে রাতের অন্ধকারে তেলিয়ামুড়া মোটর স্ট্যান্ড এর সামনে থাকা দার্শনিক তথা কমরেড লেনিন মর্ম মূর্তির চেহারার অংশ বিকৃতি করে দেয় দুস্কৃতিকারীরা।তারই প্রতিবাদে সরব হয়ে সিপিআইএম তেলিয়ামুড়া বিভাগীয় কমিটির উদ্যোগে তেলিয়ামুড়া মহকুমা শাসকের কার্যালয়ে ডিসিএম অমিত রায় চৌধুরী এর কাছে ডেপুটেশন প্রদান করা হয়। ডেপুটেশনে উল্লেখ থাকে রাতের অন্ধকারে যারা দার্শনিক তথা কমরেড লেনিনের মর্ম মূর্তির চেহারা বিকৃতি করন করেছে তার সুষ্ঠু তদন্ত করা। পরে তেলিয়ামুড়া থানায় একটি লিখিত আকারে মামলা দায়ের করা হয় সিপিআইএম তেলিয়ামুড়া বিভাগীয় কমিটির পক্ষ থেকে। এইদিনের ডেপুটেশনএবং থানায় মামলা করতে গিয়ে সিপিআইএম তেলিয়ামুড়া বিভাগীয় কমিটির সম্পাদক হেমন্ত জমাতিয়া তার প্রতিক্রিয়া জানাতে গিয়ে সাংবাদিকদের জানান, এই ঘটনাটি পুরো নিন্দনীয়। দোষীদের কঠোর শাস্তি গ্রহণের দাবি জানান প্রশাসনের কাছে। এছাড়া এই দিনের এই ডেপুটেশন এবং তেলিয়ামুড়া থানায় মামলা দায়ের করা দুটি পর্বে উপস্থিত ছিলেন তেলিয়ামুড়া বিভাগীয় কমিটির সম্পাদক মন্ডলীর সদস্য তথা প্রাক্তন বিধায়ক মনীন্দ্র চন্দ্র দাস, সুবীর সেন সহ অন্যান্য সিপিআইএম নেতৃত্বরা।

তেলিয়ামুড়ায় যান দূর্ঘটনায় গুরুতর এক ব্যক্তি

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ২৭ জুন।। তেলিয়ামুড়া ট্রাফিক ব্যবস্থা দুর্বলতা থাকার কারণে ফের নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বাইক এবং দূরপাল্লার লরির সাথে সংঘর্ষে গুরুতর আহত এক বাইক আরোহী। ঘটনা তেলিয়ামুড়া থানাধীন নেতাজিনগর ব্রিজ সংলগ্ন এলাকায়। জানা যায় তেলিয়ামুড়া করইলং এলাকার বাসিন্দা অমরেন্দ্র সরকার তেলিয়ামুড়ার মহকুমা শাসক কার্যালয় থেকে নিজের ব্যাক্তিগত কাজ সেরে বাইককেকরে বাড়ির উদ্দ্যশ্যে আসার সময় নেতাজীনগর ব্রিজ সংলগ্ন এলাকায় আসা মাএই নিয়ন্ত্রন হারিয়ে রাস্তার পাশে দাড়িয়ে থাকা একটি লরির সাথে সংঘর্ষ হয়। এতে বাইক চালক অমরেন্দ্র সরকার গুরুত্বর আহত হয়। তার মাথায় এবং মুখে আঘাত লাগে। পরে স্থানীয় পথ চলতি সাধারন মানুষেরা আহত অমরেন্দ্র সরকারকে তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতালের নিয়ে যায়। এদিকে খবর দেওয়া হয় অমরেন্দ্র সরকারের বাড়ির লোকেদের। তড়িঘড়ি অমরেন্দ্র সরকারের বাড়ির লোকেরা ছুটে যায় হাসপাতালে। তবে হাসপাতালের কর্তব্যরত চিকিৎসকরা গুরুতর আহত অমরেন্দ্র সরকারের প্রাথমিক চিকিৎসার পর তাকে জি.বি হাসপাতালে রেফার করা হয়। এদিকে বুদ্ধিজীবী মহল থেকে প্রশ্ন উঠতে শুরু করে দিয়েছে যান দুর্ঘটনা এড়াতে তেলিয়ামুড়া ট্রাফিক ব্যবস্থা আরো শক্তিশালী করতে হবে।

মালিকের বিশ্বাসের সুযোগ নিয়ে ১৫৬টি ফ্রিজ সহ ইলেকট্রিক সামগ্রী চুরি করল কর্মচারী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ জুন।। গত শনিবার ধর্মনগর শহরের এল জি ডিস্ট্রিবিউটর এর চন্দ্রপুরস্থিত গোডাউনে থেকে এল জি কোম্পানির ১৫৬ টি ফ্রিজ এবং ৭ টি ওয়াশিং মেশিন চুরির লিখিত অভিযোগ এনে ধর্মনগর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছিলেন ডিস্ট্রিবিউটর বুদ্ধ গুপ্ত। লিখিত অভিযোগ পেয়ে ধর্মনগর থানার একটি স্পেশাল টিম ও গোয়েন্দা পুলিশ তদন্তে নেমে এদিন মাঝ রাতেই কদমতলা থানাধীন পাল পাড়া এলাকার ফার্নিচার ব্যবসায়ি স্বপন দেবের দোকান ও বাড়িতে অভিযান চালিয়ে ২৩ টি চুরি যাওয়া ফ্রিজ উদ্ধার করেছে। সাথে চুরি কান্ডে জড়িত দোকান মালিক স্বপন দেবকে আটক করে পুলিশ। আটক করে ধর্মনগর থানাধীন ঢুপিরবন্ধ এলাকার আজার উদ্দিন নামের অপর এক ব্যাক্তিকে। তারপর রবিবার ধৃতদের পুলিশ রিমান্ড চেয়ে ধর্মনগর জেলা আদালতে সোপর্দ করলে মাননীয় বিচারক তিনদিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেছেন। দুই অভিযুক্তকে পুলিশ রিমান্ডে এনে তাদের জোর জিজ্ঞাসাবাদ চালালে বেরিয়ে আসে অনেক চাঞ্চল্যকর তথ্য। অবশেষে পরিস্থিতি বেগতিক দেখে সোমবার দুপুরে দুজন পুরুষ ও দুজন মহিলা এল জি ডিস্ট্রিবিউটর বুদ্ধ গুপ্তের কাছে গিয়ে তাদের অপকর্মের কথা স্বীকার করে এক প্রকার আত্মসমর্পণ করলে তাদের তুলে দেওয়া হয় পুলিশে। ধৃতরা হল এল জি গোডাউনের কেয়ারটেকার রনজীৎ শুক্লবৈধ্যের স্ত্রী লক্ষী শুক্লবৈধ্য, রিয়া বিশ্বাস, তার স্বামী প্রকাশ দেবনাথ ও প্রকাশের বন্ধু শিবু। এদিকে সোমবার দুপুর বেলা এল জি ডিস্ট্রিবিউটর বুদ্ধ গুপ্তের দোকানে চুরি কান্ডে জড়িতরা আত্মসমর্পণ করার সময় বাঁচার উপায় না পেয়ে বিষ পান করে আত্মহত্যা করতে চায় গোডাউনের কেয়ারটেকার রনজীৎ শুক্ল বৈদ্য। পরবর্তীতে তাকে ধর্মনগর জেলা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। তবে এই ফ্রিজ চুরি কান্ডে যে আরো চাঞ্চল্যকর তথ্য বেরিয়ে আসতে পারে ও রাঘব বোয়ালরা জালে উঠতে পারে তা স্বাভাবিক ভাবেই অনুমেয়।

মানিক সরকার ও জীতেন্দ্র চৌধুরীকে কালো পতাকা দেখিয়ে গো ব্যাক স্লোগান

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ জুন।। প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা বিরোধী দলনেতা মানিক সরকার এবং সিপিআইএম রাজ্য সম্পাদক জিতেন চৌধুরীকে গো ব্যাক স্লোগান দিলেন কাঞ্চনমালা এলাকার বাসিন্দারা। জনগণের ক্ষোভের মুখে ঘটনাস্থল ত্যাগ করতে বাধ্য হন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার। সোমবার গোলাঘাটি বিধানসভার অন্তর্গত কাঞ্চনমালা এলাকায় আক্রান্ত সিপিআইএম কর্মী সমর্থকদের বাড়িতে যাওয়ার কথা ছিল মানিক সরকার এবং জিতেন চৌধুরীর। সেই খবর এলাকায় ছড়িয়ে পড়তেই জনগণের ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ ঘটতে শুরু হয়। কাঞ্চনমালা বাজারে কালো পতাকা নিয়ে দাঁড়িয়ে নিজেদের রোজভেলির টাকা ফেরত দেওয়ার দাবি জানান। গো ব্যাক শ্লোগান দিতে থাকেন স্থানীয়রা। স্থানীয়দের অভিযোগ চিটফান্ডের কবলে পড়ে সর্বস্ব হারিয়েছেন তারা। তাই সেই টাকা ফেরত পাওয়ার দাবিতে এদিন বিক্ষোভ প্রদর্শন করতে থাকেন তারা।

বেতন-ভাতার দাবিতে সিপাহিজলা জেলা শাসকের দ্বারস্ত ২২ জন মহিলা সাফাই কর্মী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ জুন।। বেতন-ভাতা থেকে বঞ্চিত হওয়ার অভিযোগ এনেছেন মেলাঘরের সাফাই কর্মীরা। বেতনের দাবিতে আজ সিপাহিজলা জেলা শাসকের দ্বারস্থ হলেন ২২ জন মহিলা সাফাই কর্মী। সঙ্গে ছিলেন মেলাঘর পুর পরিষদের প্রাক্তন কাউন্সিলর প্রসেনজিৎ সাহা। ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, দীর্ঘদিন ধরে নিজেদের প্রাপ্য বেতন থেকে বঞ্চিত হয়ে আসছেন মেলাঘরের ২২ জন সাফাই কর্মী। বারকয়েক তারা সোনামুড়া মহকুমা শাসকের দ্বারস্থও হয়েছেন। কিন্তু তিনি তাদের বেতন মিটিয়ে দেবেন বললেও এখনো পর্যন্ত কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করেননি বলে অভিযোগ সাফাই কর্মীদের।এদিন সাফাই কর্মীদের সঙ্গে উপস্থিত প্রাক্তন কাউন্সিলর প্রসেনজিৎ সাহা গুরুতর অভিযোগ তুলে বলেছেন, এসডিএম বিভিন্ন চক্রান্তের সঙ্গে জড়িত।

সোমবার দশমীঘাটে ধারালো অস্ত্রের আঘাতে আহত এক ব্যক্তি। স্থানীয় বাসিন্দারা বটতলা আউট পোস্টে এসে অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার এবং কঠোর শাস্তি মূলক ব্যবস্থা গ্রহণের দাবিতে ডেপুটেশন প্রদান করেছেন।

উপনির্বাচনে প্রার্থীদের জয়ে কৃষ্ণপুরে বিজেপির বিজয় মিছিল

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ২৭ জুন।। ত্রিপুরা রাজ্যের উপনির্বাচনের ৪টি আসনের মধ্যে বিজেপি তিনটিতে জয়ী হওয়ার আনন্দে মাতোয়ারা হয়ে বিজয় মিছিল অনুষ্ঠিত হলো ২৯ কৃষ্ণপুর বিধানসভা কেন্দ্র ও ২৮ তেলিয়ামুড়া বিধানসভা কেন্দ্রে। সোমবার কৃষ্ণপুর মন্ডল সভাপতি টুটন দেবের নেতৃত্বে ২৯ কৃষ্ণপুর বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত তিনটি শক্তি কেন্দ্রের উদ্যোগে পৃথক পৃথকভাবে অনুষ্ঠিত হলো বিজয় মিছিল। এদিন বিজেপি ২৯ কৃষ্ণপুর বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত মাইগঙ্গা শক্তি কেন্দ্র, নয়নপুর শক্তি কেন্দ্র ও উত্তর কৃষ্ণপুর শক্তি কেন্দ্রের উদ্যোগে পৃথক পৃথকভাবে তিনটি সুবিশাল বিজয় মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। ২৯ কৃষ্ণপুর বিধানসভা কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত এদিনের এই মিছিলগুলি ২৯ কৃষ্ণপুর বিধানসভা কেন্দ্রের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে বাজি পুড়িয়ে গেরুয়া আবির খেলে এবং মিষ্টি মুখ করে সকলের মধ্যে উপনির্বাচনে বিজেপির প্রার্থীদের জয়ের আনন্দ ভাগ করে নেয়।

এদিন নিজ প্রতিক্রিয়া ব্যাক্ত করতে গিয়ে কৃষ্ণপুর মন্ডল সভাপতি টুটন দেব বলেন, রাজ্যের উপনির্বাচনে চারটি আসনের মধ্যে তিনটি আসনে বিজেপি প্রার্থীদের বিপুল জয় হয়েছে এবং আগামী ২০২৩ বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপি বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে সরকার গঠন করবে রাজ্যে।

অন্যদিকে, ২৮ তেলিয়ামুড়া বিধানসভা কেন্দ্রের জনজাতি মোর্চা তেলিয়ামুড়া মন্ডলের কর্মী-সমর্থকরা হদ্রাই এলাকায় এক সুবিশাল বিজয় মিছিল অনুষ্ঠিত করে। এদিন জনজাতি মোর্চার তেলিয়ামুড়া মন্ডলের কার্যকর্তারা বিজয় মিছিলের মধ্য দিয়ে বাজি পুড়িয়ে গেরুয়া আবির খেলে এবং মিষ্টি মুখ করে আনন্দের জোয়ারে ভাসলো জনজাতি মোর্চা তেলিয়ামুড়া মন্ডলের কার্যকর্তারা। এদিকে বিজেপি কর্মীদের উৎসাহ ও আনন্দে বার্তা দিল ২০২৩ বিধানসভা নির্বাচনে পুনরায় ক্ষমতায় আসতে চলেছে বিজেপি সরকার।

তেলিয়ামুড়ার ধান চাষীরা ক্ষতির মুখে

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ২৭ জুন।। একদিকে কৃষকদের জন্য বিভিন্ন প্রকল্প থাকলেও এমন অনেক কৃষক রয়েছেন যারা ওই প্রকল্প গুলি থেকে অঁধারেই থেকে গেছে। এদিকে বিগত কিছুদিন পূর্বে ভারী বর্ষণ এবং উৎপাদন কম হওয়াতে বুড়ো ধান চাষ করে এবছর ধান চাষীরা ক্ষতির সম্মুখীন। বুড়ো ধান ঘরে তুলে লাভের মুখ দেখতে পাবে না। এমনটাই আক্ষেপের সুরে জানায় তেলিয়ামুড়া মহকুমার সাউথ পুলিনপুর এলাকার এক বুড়ো ধান চাষী। প্রতিবছর আষাঢ়-শ্রাবণ মাসের মধ্যে ফসল কেটে বুড়ো ধান ঘরে তুলে থাকেন ধান চাষীরা। এবছরও বছরের এই সময়টিতে ধান চাষিরা বুড়ো ধান ঘরে তুলছে। কিন্তু এবছর বুড়ো ধান চাষ করে বেশ ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয়েছে ধান চাষীদের। এমনটাই দৃশ্য প্রত্যক্ষ করা গেল সোমবার তেলিয়ামুড়া মহকুমার সাউথ পুলিনপুর এলাকায় গিয়ে। এবছর বুড়ো ধান চাষ করা এক ধানচাষী জানায়, অন্যান্য বছরের তুলনায় এবছর বুড়ো ধানের ফলন ভালোই হয়েছে, কিন্তু ধান ঘরে তোলার প্রাক্কালে টানা কয়েকদিনের ভারী বর্ষণে তাদের ফলানো বুড়ো ধানের ক্ষেতের ব্যাপক ক্ষতি সাধন হয়। ভারী বর্ষণের ঝরে যায় বুড়ো ধান গাছের ধানের ছড়া। ওই ধানচাষী আরো জানায়, এবছর তার ফলানো বুড়ো ধানের ক্ষেত থেকে যে জায়গায় ৩০ মন ধান আসার কথা থাকলেও মাত্র ১৫ মন ধান এসেছে। বাকি ধান সব নষ্ট হয়ে গেছে বর্ষার ফলে। ফলে চিন্তার ভাঁজ বুড়ো ধান চাষিদের মাথায় হাত।বিগত বছর তুলনামুলক ধান চাষ ভালো হলেও এই বছর বৃষ্টির কারণে চাষীরা বিপাকে মধ্যে দিয়ে ধান কাটতে হচ্ছে। তবে ক্ষতিগ্রস্ত ধান চাষীরা জানান, বোরো ধান বিক্রি করে সংসারের যাবতীয় প্রতিপালন করে আসছে।কিন্তু এই বছর ধানক্ষেতে ধানের উৎপাদন কম হওয়াতে সংসার প্রতিপালন করতে গিয়ে খুবই কষ্টকর হবে। তবে তাদের দাবি সরকার জন্য প্রয়োজনীয়পদক্ষেপগ্রহণ করেন ক্ষতিগ্রস্থ বুড়ো চাষিদের জন্য। যদিও কৃষকদের কৃষকদের স্বার্থ রক্ষার জন্য বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়নে অধরাই রয়ে গেছে।

বিলোনীয়ায় দলীয় অফিসে ভাঙচুর এসপি ও ডিএমকে ডেপুটেশন কংগ্রেসের

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনীয়া, ২৭ জুন।। উপনির্বাচনের ফলাফল ঘোষণার পরই রাজ্যে বিভিন্ন প্রান্তের সাথে রাজনৈতিক হিংসাত্মক ঘটনা ঘটে বিলোনিয়াতে। বাড়ি ঘরে ঢুকে ঘরের জিনিসপত্র ভাঙ্গচুর ও অগ্নিসংযোগ, ফুল ও ফলের বাগান কেটে তছনছ করে দেওয়ার সহ কংগ্রেস ভবন, বামপন্থী সমন্বয় কমিটির কার্যালয়ে অগ্নিসংযোগের মতো ঘটনা ঘটেছে। যদিওবা সব গুলি ঘটনার অভিযোগের আঙ্গুল উঠছে শাসক বিজেপি দলের উপর। রবিবার প্রকাশ্য দিবালোকে বিলোনিয়া কংগ্রেস ভবন ও বামপন্থী সমন্বয় কমিটির কার্যালয়ে অগ্নিসংযোগের মতো ঘটনা ঘটলেও রাতেও অব্যাহত থাকলো দুস্কৃতিকারীদের তান্ডব। এই তান্ডবের ঘটনা ঘটে বিলোনিয়া থানাধীন বিবেকানন্দ কলোনি, কলেজস্কোয়ার, বরোজ কলোনি, গাঙ্গাইল রোড। এই ধরনের সন্ত্রাসের ঘটনাকে ন্যাক্কার জনক বলে প্রতিবাদে নামে বিলোনিয়া কংগ্রেস দল। আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনের মাধ্যমে এই প্রতিবাদ জানান কংগ্রেস। সোমবার দুপুরে পুড়ে যাওয়া বিলোনিয়া কংগ্রেস ভবনেই ঘটনার প্রতিবাদে আয়োজিত হয় সাংবাদিক সম্মেলন। আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে প্রাক্তন বিধায়ক দিলীপ চৌধুরী প্রতিক্রিয়া দিতে গিয়ে বলেন ,কংগ্রেসের হয়ে বিধানসভাতে সুদীপ রায় বর্মন ফলক নিয়ে গেছেন। তাতে সহ্য হচ্ছে না। সন্ত্রাস সৃষ্টি করে সারা ত্রিপুরা রাজ্যকে কলাপস করার জন্য নতুন কায়দায় নিয়েছে শাসক বিজেপি দল। যাতে মানুষ কংগ্রেসকে ভোট দিতে না পারে। এর বিরুদ্ধে কংগ্রেস লড়বে। কংগ্রেসের আন্দোলন শুরু হয়ে গেছে। যতই সন্ত্রাস করুক না কেন কংগ্রেস পিছপা হবে না বলেও জানান প্রাক্তন বিধায়ক।

সাংবাদিক সম্মেলন শেষে প্রাক্তন বিধায়ক দিলীপ চৌধুরীর নেতৃত্বে এক প্রতিনিধি দল আক্রান্ত পরিবারগুলোর বাড়িতে গিয়ে দেখা করেন। সাথে ছিলেন প্রদেশ কংগ্রেসের সহ-সভাপতি ভোলানাথ ধর, বিলোনিয়া ব্লক কংগ্রেস সভাপতি তমাল ধর, যুব নেতা অজিতাভ মজুমদার সহ অন্যান্য নেতৃত্বরা। আক্রান্ত পরিবারের বাড়িতে গিয়ে পরিবার পরিজনদের সাথে কথা বলেন এবং ঘটনার বিস্তারিত শুনেন। পাশাপাশি এদিন প্রাক্তন বিধায়ক দিলীপ চৌধুরীর নেতৃত্বে দক্ষিণ জেলার পুলিশ সুপার ও জেলা শাসকের নিকট ডেপুটেশন প্রদান করে দোষীদের শাস্তির দাবিতে।

নির্বাচনোত্তর সন্ত্রাসে আক্রান্তদের দেখলেন কংগ্রেস প্রতিনিধি দল। ছবি ঃ নিজস্ব

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।